তরঙ্গ রোধিবে কে

দিলীপকুমার

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দুইটাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
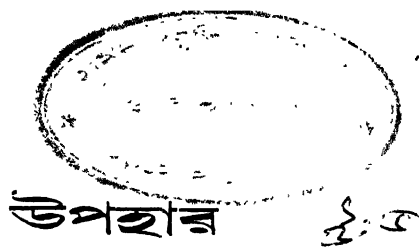
উপহার

এই বইখানি

....................কে

উপহার দিলাম

ইতি

তারিখ............

স্থান..............

Virginia Woolf

What one means by integrity, in the case of the novelist, is the conviction that he gives one that this is the truth. Yes, one feels, I should never have thought that this could be so ; I have never known people behaving like that. But you have convinced me that so it is, so it happens. One holds every phrase, every scene to the light as one reads—for Nature seems, very oddly, to have provided us with an inner light by which to judge of the novelist's integrity or disintegrity.

ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠা বলতে বুঝি সেই প্রসাদগুণ যাতে ক'রে আমাদের মনে নিশ্চিত প্রতীতি জাগিয়ে দেবে যে এই-ই সত্য। মনে হবে: "তাই তো, এরকমটা যে হয় তা তো কই কখনো মনে হয় নি, কখনো কাউকে এহেন আচরণ করতে দেখিও নি—অথচ তবু, হে গ্রন্থকার, আমার মনে এ-নৈশ্চিত্য তুমি জাগাতে পেরেছ যে এই-ই বটে, এই-ই ঘটে।" আমরা যখন পড়ি তখন প্রতি ছত্র প্রতি দৃশ্যপট মেলে ধরি মনের সেই আলোয় যা প্রকৃতিই আমাদেরকে দিয়েছেন—শুনতে এ কথা হয় ত আশ্চর্য, তবু এই অন্তর্জ্যোতির আলোতেই প্রতি রচনার সত্যনিষ্ঠা বা সত্যচ্যুতি আমাদের চোখে ধরা পড়ে।

ঝিলিক
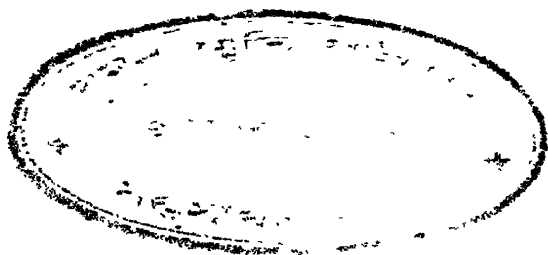
উৎসর্গ

অজয়কুমার ভট্টাচার্য

গানের পথে তোমার প্রাণের আশা
আমার কানে জানালো তার বাণী ঃ
তাই তো কণ্ঠে ফুটল প্রীতির ভাষা
সহজ হ'ল গাঁথা মালাখানি।

মে, ১৯৩৮

মলয় উঠে এক গেলাস জল ঢেলে নিল। আঃ! চেয়ে থাকে বাইরের ফিয়োর্ডের দিকে।...এ কী!—কখন হঠাৎ মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ—লক্ষ্য করে নি তো ওরা কেউই? জলের 'পরে কী যে একটা মায়াময় প্রদোষের সুর নেমেছে—এ গভীর রাতে...রাতে এ মূর্ছাহত দিনের রঙ—এর জুড়ি মিলবে কোথায়? হঠাৎ চোখ পড়ে—ওরা একটা ফিয়োর্ড থেকে আর একটা ফিয়োর্ডে এসে পড়েছে!...প্রতি ফিয়োর্ডেরই একটা স্বভাব আছে—পার্সনালিটি।...কোন্ জিনিষের নেই? নদীর নেই? সাগরের? হ্রদের?

একদৃষ্টে ও চেয়ে থাকে বাইরের দিকে।...হঠাৎ চেতনার রূপান্তর—চোখের সাম্‌নে বদ্‌লে যায় দৃশ্য ধীরে ধীরে!...দেখে—সামনে একটা নদী। নদীর বুকে একটা য়ট (yacht)। তার ডেকে একলা ব'সে একটি মেয়ে।

া ছায়ায়...কিন্তু গায়ে তার ঐ ম্লান চাঁদের একফালি ফেলে...এত চেনা মনে হয়...কে মেয়েটি? চোখ সে.. হঠাৎ এ-দৃশ্যও বদ্‌লে যায়।...একটা প্রকাণ্ড -ই।...এবার ভুল হ'তে পারে না। গায়ে কাঁটা যুগাই তো!! কী সুন্দর! আরও সুন্দর লাগে র আভা, পরিমণ্ডল!

যায়!...

কার শয়ন-কক্ষ। সোফায় দুজন ব'সে···পুরুষ ও নারী। আবছায়া আঁধার।···এর বেশি দেখতে পায় না কিছুই···

পুরুষটি মেয়েটিকে কী মিনতি করছে।

মেয়েটি ঘাড় নাড়ে—রাজি নয়। না···কিছুতে না।

আর একটি পুরুষ এসেই থম্‌কে দাঁড়ায়।···

হঠাৎ বিদ্যুৎ···আলোতে স্পষ্ট দেখল—য়ুমা, অস্কার—সবশেষে এল এ কী!—ম্যাকার্থি!!

ম্যাকের চোখে বিদ্যুৎ জ্ব'লে ওঠে।

অস্কারের চোখেও।

অমনি বিদ্যুৎ যায় নিভে। কেউ কোথাও নেই।

সামনে···ঐ···ঐ তো ফিয়োর্ড। জলে একটা মস্ত মেঘের ছায়া স'রে স'রে যাচ্ছে!···

২

এ কী দেখল ও! বুকের মধ্যে ওর কেমন ক'রে ওঠে!···সম্প্রতি ও এসব কী দেখতে আরম্ভ করেছে? এধরণের দৃশ্য আগে দেখত বটে কিন্তু সে তো আধ-জাগা ঘুম-ঘোরে—তাই সেসবকে স্বপ্নের রকমফের ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলে রুখে উঠে।

ওর এক বান্ধবী দাক্ষিণাত্যে স্বপ্ন দেখেছিল—এক যোগী বলছেন দীক্ষা দেবেন তিনি, কাল সকালে তাঁর কাছ থেকে সে চিঠি পাবে। পেয়েছিলও সে—এবং ঠিক্ তার পরদিনই সকালে। কিন্তু স্বপ্নে এরকম তো কত সময়েই ঘটে: কাকতালীয়—যোগাযোগ—কোইন্সিডেন্স-দৈবাৎ—রকমারি নাম আছে তার। কিন্তু ইদানীং ও যে-সব দৃশ্য দেখতে আরম্ভ করেছে সে তো স্বপ্নে নয়···জাগ্রত অবস্থায় যে—তার কী? কখনো কখনো চোখ বুঁজে বটে···কিন্তু অনেক সময়ে প্রত্যক্ষ খোলা চোখে—যেমন এইমাত্র দেখল, যেমন রুমার আত্মহত্যার অব্যবহিত পূর্বেই দেখেছিল।

বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে যে!···রুমার বেলায় দুর্যোগের অগ্রদূত হ'য়ে এসেছিল তার দর্শন···এবেলায়ও যদি তা-ই হয়?···কিন্তু এবার দর্শনটা ছিল আরও স্পষ্ট, আরও অবিসংবাদিত। স্পষ্ট দেখল যুমা, অস্কার, ম্যাক। স্রোতস্বিনীটি কি পোলাণ্ডের ভিসটুলা নদী? আর বড় ঘরটি? হোটেল ডি ভিলের নৃত্যকক্ষ? কাউণ্টেসের কাছে শোনার ফল না কি এসব? কিন্তু ও তো জানত না ম্যাকার্থি ওয়ার্সতে আছে। হঠাৎ হাসি পায়: ও কী ব'লে ধ'রে নিল যে এটা সত্য? ম্যাকার্থি সম্ভবত এখন

ইজিপ্টে। অন্তত সেই রকমই শুনেছিল বুঝি ষ্টেপানির কাছে যেন সেদিন? দূর্ —এ কী এক বাজে উত্তপ্ত মস্তিষ্কের চিত্র-মরীচিকা। এসবকেও বিশ্বাস করতে হবে না কি?

মরুকগে—একটা স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

কিন্তু তবু সংশয় ঘোচে কই? যদি এ মরীচিকা না-ই হয়? সম্প্রতি ও মেটারলিঙ্কের একটা বই পড়েছিল—"L'inconnu": তাতে এধরণের ভবিষ্য-দর্শনের কতরকম প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত দৃষ্টান্ত যে তিনি দিয়েছেন—! নোবেল লরিয়েট বৈজ্ঞানিক রিশের Sixth Sense ব'লে বইটাতেও এরকম কত দৃষ্টান্তই যে আছে—হেলেনা বলছিল। সোয়েডেনবর্গও তো কতই দেখতেন।

ওর হঠাৎ মনে হ'ল সোয়েডেনবর্গ পড়ার পর থেকেই ওর এসব দর্শন সুরু হয়েছে। আচ্ছা, এসব পড়ার ফলেও কি "ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়" খোলে না কি? তৃতীয় নয়ন? কে জানে? এ-সব ও কোনোদিনও বিশ্বাস করত না। কিন্তু আজকাল অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক এসবের যাথার্থ্য স্বীকার করতে সুরু করেছেন দেখে ও একটু অনৈশ্চিত্যের কোঠায় পড়েছে বৈ কি। তাই কি আজ ওর মনটা আরও দোদুল্যমান হ'য়ে উঠল—কেমন যেন খারাপ হ'য়ে গেল এ-দর্শনে! মনে হ'ল যা দেখেছে সত্যি। মানুষ এম্‌নি ক'রেই কি বদ্‌লে যায়—অজান্তে! কে জানে?

যতই বলে—দূর্, ততই এ-বিশ্বাস ওকে পেয়ে বসে। আর যতই পেয়ে বসে ততই ওদের কথা মনে হয়—য়ুমা ওয়ার্সয় কী জন্যে এল এখন? সেখানে করছে কী? অস্কারের সঙ্গে কি তার দেখা হ'ল না কি? ম্যাকার্থিই বা কী ক'রে এ-সময়ে ও-অঞ্চলে গিয়ে হাজির হ'ল?...দূর্—

এতরকম গোলযোগ আবার হয় নাকি ?—কী এক বাজে স্বপ্ন মতন দেখছে —হয়ত দেখেও নি, ভাবছে—দেখেছে। মন থেকে দূরে ঠেলে দেবার চেষ্টা করে প্রাণপণে।···হেলেনা কেন আসে না ? সে এলে তার সঙ্গেও পরামর্শ করা যেত। না, তাকে বলা ভালো হবে না। সে উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠবেই। না না না—সব কথা সবাইকে বলা ঠিক নয়। দরকার কি ? একেই ওর ওপর দিয়ে ঝড় যাচ্ছে তো কম না। মন ছেয়ে আসে কোমলতায়। না ওকে বাঁচাবে দুঃখ পাওয়া থেকে—যতটা পারে। অশান্ত মন একটু থিতিয়ে আসে অপরের ভাবনায়। কেবল কেন যে মানুষ নিজেকে পরিক্রমণ করে মনে মনে !

কিন্তু এখনও ফিরে এল না কেন ও ? ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে—প্রায় পনের কুড়ি মিনিট অতিক্রান্ত। ওঠে। প্রফেসরের ফের অসুখ করে নি তো ? দেখা দরকার।

প্রফেসরের দোরে টোকা দিতে যেতেই—নাঃ, যদি ঘুমিয়ে থাকেন, কাজ কি ? অতি সন্তর্পণে খুলে উঁকি দেয় :

সোফাটা প্রফেসরের বিছানার খুব কাছে টেনে হেলেনা শুয়ে। ওর এক হাত ঘুমন্ত পিতার মাথায় অন্য হাত তাঁর বাহুমূলে ন্যস্ত। অকাতরে ঘুমচ্ছে। আহা—বেচারি ! বাবার সেবা করতে—সম্ভবত মাথা টিপে দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়েছে।!

ধীরে ধীরে দোর ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে সটাং ডেক্-এ আসে। চোখে তন্দ্রার চিহ্নও নেই। মাথার মধ্যে কেমন যেন হিজিবিজি···উত্তাপ। ভারি একটা অস্বস্তি। কেন ?···

সামনে ঐ তো ফিয়োর্ড তেম্‌নিই স্বচ্ছ, ঐ তো শৈলমালা তেম্‌নিই স্বপ্নময়, স্বচ্ছ আকাশে বাঁকা চাঁদের পাণ্ডুর আলো তেম্‌নিই বৈরাগী—

শান্তিশ্লথ···সূর্যের চাপা আলোও তো মেঘের মধ্যে অশ্রান্ত চেষ্টা করছে ফুটতে। .তবে? খানিক আগের আনন্দ ওর কেন উবে গেল? আগন্তুক আলো কোন্ পথ দিয়ে অন্তর্হিত হ'ল?···

হেলেনার কথা মনে হয়।

হঠাৎ মনে হয়—যেন য়ুমার কথা শুনতে শুনতে ওর প্রফুল্ল কণ্ঠস্বর একটু একটু ক'রে···কী বলবে···অপ্রফুল্ল হ'য়ে আসছিল? দূর্। কী সব হিজিবিজি ভাবছে ও আজ? মাথায় একটু আইসব্যাগ দেবে না কি? যা দব্ দব্ করছে—!

কিন্তু যতই চায় এ সব চিন্তা দূর ক'রে দিতে ততই তারা ওকে পেয়ে বসে যেন। কেন এমন হয়? কেন হেলেনার ভাবান্তর হ'ল? হয় নি? না—ক্রমেই ওর দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে হেলেনার ভালো লাগছিল না য়ুমার গল্প। নৈলে কেন ওর মুখের হাসি যাবে উবে? রুখে ওঠে ও হঠাৎ এ-সব প্রশ্নের তাৎপর্যে, ব্যঞ্জনায়, ইঙ্গিতে।

আরও অশান্তি বাড়ে। কিছুতেই য়ুমার ভাবনাকে ঠেকাতে পারে না যেন। একটি একটি ক'রে তারা এসে মনকে ঘিরে আসে!··· য়ুমা, য়ুমা!···কী অপরূপ সে!—তার শেষ চিঠিটা—না না এসব ভাববে না ও: হেলেনাকেই ও ভালোবাসে ভালোবাসে ভালোবাসে। য়ুমা? সে কে? তাকে কি ও সত্যি চেনে? দেখা-দেওয়া মানেই কি ধরা-দেওয়া?

বার-এ গিয়ে এক গেলাস লেমন স্কোয়াশ খেয়ে এল ও ডেক্-এর সামনের দিকে। হঠাৎ কাউণ্টেসের সঙ্গে মুখোমুখি!

—"কে? হের্ মলয়?"

—"হ্যাঁ। কিন্তু আপনি এখনো শোন নি?"

—"না। রাত তো—রাত না ব'লে সন্ধ্যা বলাই ভালো—বেশি হয় নি।"

—"হ্যাঁ তা বটে। মোটে পোনে দুটো।"

—"তাতে কী? এমন দেশে এমন সময়ে সারা রাত জাগা যায়।" ব'লে কাউন্টেস হেসে বললেন: "সারা রাত বলা অবশ্য ভুল···একটাতেই তো ভোর সুরু হয়েছে ফের। মেঘ না থাকলে সূর্যদেব ঝলমলিয়ে উঠতেন।"

—"কাউন্ট বুঝি ঘুমিয়ে?"

—"হ্যাঁ। তিনি একটু সকাল সকালই ঘুমোন। আমরা পারি না। অন্তত এ নিশাচর রবির দেশে না—বলত না য়ুমা আপনার কাছে?"

মলয় একটু চম্‌কে ওঠে। যাকে ভাবতেও চায় না তার প্রসঙ্গই এসে পড়ে যে কী ক'রে?·· মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে একটু —পরে কিসের টানে যে ফের কাউন্টেসের পানে ফিরে তাকাতে বাধ্য হয়।

প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া হয় নি যে। কাউন্টেস অমন ক'রে হাসেন কেন?

—"য়ুমা?" বলে ও কেমন অপ্রতিভ সুরে।

—"সে বলেছে আমাকে আপনার কথা।"

—"আমার? কোথায়?"

—"জাভায়।"

—"ও।"

কাউন্টেস ঠাট্টা ক'রে বললেন: "দেখলেন কেমন ধরেছি যে আপনিই —নাম না জেনেই?"

মলয় হাসবার চেষ্টা করে : "নাম বলে নি বুঝি ?"

—"বললেও আমার মনে থাকার তো কথা নয়। ও বলত বেশি আপনার কথা, আর আপনার কে এক আইরিশ বন্ধুর কথা—হাইডেলবর্গ না হাম্বুর্গে, না ?"

—"হ্যাঁ হাইডেলবর্গ ই বটে।" আর সন্দেহ করার পথ নেই যে এ য়ুমার বান্ধবী।

*　　*　　*　　*　　*

—"দাঁড়িয়ে কেন হের্ মলয়, আসুন না ডেক্-এ একটু বেড়াই—কেমন সুন্দর হাওয়া বইছে, না ?"

মলয় শুধু ঘাড় নাড়ে। দুজনে পাশাপাশি পায়চারি করে।

*　　*　　*　　*　　*

একটা কিছু না বললে বড়ই খারাপ দেখায় যে—আঃ, কী যে বলে !—"আচ্ছা কাউণ্টেস, আপনাদের দেশে বুঝি য়ুরোপীয় গানেরই বেশি চর্চা ?"

—"জাপানি গানেরও আছে, তবে য়ুমার সঙ্গে আমি একমত : আমাদের নাচই বড়, গান তেমন কিছু না। আপনার মনে হয় না ?"

—"আপনাদের গান আমি তেমন তো শুনি নি—" বলে মলয় সুকণ্ঠে।

—"বাঃ। য়ুমা ? ও—হ্যাঁ, এ-দেশে সে বেশি গাইত না বটে। ভালোই করত। না ?"

মলয় কাউণ্টেসের দিকে তাকায় ঈষৎ সন্দিগ্ধনেত্রে : মতলব ?

—"ক্ষমা করবেন হের্ মলয়, তবে আপনি য়ুমার বন্ধু ব'লেই এত শত প্রশ্নবাদ।"

কাউণ্টেস হাসেন—লক্ষ্যভেদী হাসি।

মলয় অগত্যা বলে : "না না ক্ষমা করার কী আছে? তবে কি জানেন? আমি গানবাজনার তেমন কিছু তো বুঝি না—"

—"সে কি বলুন? য়ুমার নাচগান তো খুবই ভালোবাসতেন আপনি ও আপনার সেই বন্ধুটি—কী নাম যেন?"

—"ম্যাকার্থি।"—হঠাৎ মলয় বলে : "ভালোই হ'ল কাউণ্টেস যখন তার কথাই উঠল : সে এখন কোথায় জানেন?"

—"য়ুমা বোধহয় লিখেছে তারই কথা। যতদূর মনে পড়ছে—রিগাতে, অন্তত তিন চারদিন আগে ছিলেন—য়ুমা লিখেছে—দেখবেন তার চিঠিটা? —ও না, আপনি তো আর জাপানি জানেন না!"

মলয় হাসল : "না অত বিদ্যে আমার নেই, তবে ম্যাকার্থি জানে। কিন্তু কী লিখেছে ও তার সম্বন্ধে?"

—"লিখেছে যে তিনি ওয়ার্সয় এলেই ও একটা জাঁকালো গোছের নাচ দেবে কারণ তিনি জাপানি থেকে পোল ভাষায় নানা ব্যাখ্যান তর্জমা ক'রে বুঝিয়ে দেবেন দর্শকদের। আচ্ছা হের্ মলয়, উনি কি য়ুমার ম্যানেজার পদে বাহাল হয়েছেন?"

—"জানি না তো কাউণ্টেস। য়ুমার কোনো খবরই পাই নি আমি অনেক দিন। কবে আসবে সে ওয়ার্সয় লিখেছে কিছু?"

কাউণ্টেস একটু বিস্মিত নেত্রে ওর পানে তাকিয়ে বললেন : "দু চার দিনের মধ্যেই আসবে এই ধরণেরই কথা, আর কী লিখবে? চান নাকি সঠিক খবর! বেতার টেলিগ্রাম্ ক'রে কাল দুপুরের মধ্যেই জবাব আনিয়ে দিতে পারি—যদি বলেন। তবে—"

মলয় ত্রস্ত সুরে বলে : "না না, ধন্যবাদ কাউণ্টেস। আমি—মানে

—এম্‌নিই জিজ্ঞাসা করছিলাম।—এম্‌নিই কৌতূহল—" জোর ক'রে হেসে : "মেয়েলি কৌতূহল।"

—"আহা—যেন কৌতূহলেরও জাত আছে—য়ুমা বলত—"

—"কাউণ্টেস? এখনো ডেক্-এ?"

কাউণ্টেস চম্‌কে ফিরে দাঁড়ালেন, মলয়ও।

—"সুপ্রভাত ফ্রয়লাইন হাইবার্গ!"

—"সুপ্রভাত কাউণ্টেস! কী কথা হচ্ছিল শুনতে পারি?"

কাউণ্টেস একগাল হেসে বলেন: "বিলক্ষণ! আমরা বলাবলি করছিলাম—হের্ মলয়ের বন্ধু ম্যাক্—কি বললেন যেন?"

—"কাথি।"

—"হ্যাঁ তাঁরই কথা। উনি জিজ্ঞাসা করছিলেন তিনিও এখন ওয়ার্সতেই কি না।"

হেলেনা মলয়ের পানে চকিতে চেয়েই কাউণ্টেসকে বলল: "আপনি তাঁকেও চেনেন?"

—"না। তবে য়ুমা তাঁর কথা লিখেছে কিনা—"

—"কবে?"

—"এই দু তিনদিন হ'ল তার চিঠি পেয়েছি।"

—"য়ুমা বুঝি আপনার খুব প্রিয় সখী?"

—"আমরা ছেলেবেলায় টোকিয়োতে এক স্কুলে পড়তাম যে। ও নিল নাচ, আমি—গান। অবিশ্যি ওর সঙ্গে আমার কোনো তুলনাই হয় না—ও আজ বিশ্ববিখ্যাত—তা হবে না? যেমন রূপসী তেম্‌নি সর্বগুণের আধার।" অকারণ হেসে: "জানেন ফ্রয়লাইন, ও কী বলত টোকিয়োতে?"

—"কী?"

--"ও গাইশা হচ্ছে শুধু শোধ তুলতে -" হঠাৎ গম্ভীর মুখে।

— "কিসের ?" শুধায় হেলেনা সবিস্ময়ে।

-"পুরুষরা মেয়েদের হৃদয় ভেঙেছে বহুবার: তাই ও পুরুষদের ওপর শোধ তুলবে -এম্‌নিই পাগলামিতে ও ভরা -মজার কথা না— বলুন তো ?"

"মজার ?"

-- "নয় ? এ ভেবে কেউ সত্যি নাচগান শিখতে যায় না কি ? সে—"

— "ক্ষমা করবেন কাউন্টেস," ষ্টুয়ার্ডের আবির্ভাব: "কাউন্ট আপনাকে ডাকছেন।"

-- "হ্যাঁ হ্যাঁ, যাচ্ছি।"

৩

ওরা ফিরে এল মলয়েরই কেবিনে।

—"ম্যাকার্থি এখন ওয়ার্সয় তাহ'লে ?"

—"তাই তো বোধ হচ্ছে।"

হেলেনা ক্লিষ্টকণ্ঠে বলল: "আমার কি জানি কেন ভাবনা হচ্ছে মলয়—অস্কারের জন্যে।"

মলয় ওর হাতের 'পরে হাত রেখে বলল: "ও কথা থাক এখন হেলেনা।"

—"না মলয়। তুমি একটু খোঁজ নাও।"

—"অস্কারের ?"

—"হ্যাঁ।"

—"কী ক'রে ?"

—"যুমাকে টেলিগ্রাম করো—এখুনি। এ জাহাজে তো বেতার টেলিগ্রামের ব্যবস্থা আছে—"

—"তা আছে, কিন্তু—"

হেলেনা ওর দুহাত চেপে ধ'রে বলল: "লক্ষ্মীটি মলয়, না হয় আমাকে বলো যুমার ঠিকানা—আমিই ক'রে দিচ্ছি।"

—"ঠিকানা সোজা হোটেল ডি ভিল্। কিন্তু—"

—"কিন্তু না মলয়। চলো—এসো যাই দুজনেই। নইলে আমি শান্তি পাব না।"

—"কিন্তু কী টেলিগ্রাম করবে শুনি?"

—"চলো তো নিচে—ফর্ম নিয়ে সে-পরামর্শ হবে।"

* * * * *

মলয় কলম ধ'রে হাসে একটু : "অনুমতি হয়?"

হেলেনা হাসল না, চিন্তিত স্বরে বলল : "লেখো : 'অস্কার ওখানে কি না আমাকে জানাবে, আমি আছি প্রফেসর হাইবার্গের বাড়িতে ভিলা নোরা, কালমার, সুইডেন, মলয়।'—লিখেছ? দেখি?—হ্যাঁ বেশ হয়েছে। না—জুড়ে দাও আর একটু : 'যদি তার পেয়েই জবাব দাও তো ঠিকানা—ক্রিসটিয়ানিয়া জাহাজ'—দেখি?—হ্যাঁ বেশ হয়েছে।"

৪

—"কথা কইছ না যে ?"

—"কী বলব বলো ?" হাসে মলয় আনমনা হাসি।

—"কী ভেবে অমন হাসি ?"

—"কিছু না।"

—"বলবে না ?"

—"সত্যিই এমন কিছু না হেলেনা। ভাবছিলাম যে—ভালোই হ'ল তার ক'রে।"

—"কেন ?"

—"য়ুমাকে জানানো দরকার ছিল আমাদের জাহাজের ঠিকানাটা।"

—"তোমার জন্যে ?"

—"না। অস্কারের।"

—"মানে ?"

মলয়কে বলতেই হ'ল ওর চকিত দর্শনের কথা।

হেলেনা স্তম্ভিত হ'য়ে ওর পানে চেয়ে রইল খানিক।

*　　*　　*　　*　　*

—"জানো মলয় ?"

"কী ?"

—"আমারও মনে হচ্ছিল তোমার কথা শুনতে শুনতে যে ম্যাকার্থি ও অস্কারের দেখা হবে ও দুর্যোগ আসন্ন।"

—"না—না—দূর্—"

হেলেনা শুধু একটু হাসে···ম্লান হাসি···

—"কী তবু—?—ওসব দুর্ভাবনা ছাড়ো তো—প্রফেসর কেমন আছেন ?"

—"ভালো। আমি যখন গেলাম তিনি জেগে। মাথা ব্যথা করছিল তাই—"

—"জানি, টিপে দিচ্ছিলে ?"

—"কেমন ক'রে জানলে ?"

মলয় কণ্ঠে প্রফুল্ল সুর টেনে এনে বলল : "দেখলাম—ধ্যানদৃষ্টিতে।"

—"ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

—"তাও জানি—সোফায়।"

হেলেনা একটু হাসে—সামান্য : "এটা জানতে ধ্যানদৃষ্টির দরকার হয় না—কারণ ঐ সোফাটি ছাড়া ওঘরে ঘুমবার জায়গা আর নেই একদম। কিন্তু সে কথা যাক—কাউণ্টেসের সঙ্গে কী গল্প হচ্ছিল শুনি ?—য়ুমার ?"

—"ঠিক্ গল্প হচ্ছিল বলা চলে না। তবে উনি ক্রমাগতই তার কথা তুলছিলেন।"

—"আচ্ছা মলয়"—হেলেনা হঠাৎ বলল—"এরকম মেয়ে আছে সত্যি ? সত্যি বোলো।"

মলয় চুপ ক'রে রইল।

—"বলো না।"

—"কী রকম ?" বলে মলয় বিপন্ন কণ্ঠে।

—"ঐ যা কাউণ্টেস বললেন—প্রতিহিংসা নিতে নাচ শেখে ?"

মলয় চুপ ক'রে রইল।

—"তুমি আমাকে লুকোচ্ছ, মলয়।"

—"হেলেনা!" মলয় বলে ব্যথিত কণ্ঠে: "আমি যা-ই হই কপট নই।"

—"ক্ষমা কোরো মলয়, তোমাকে কপট বলব আমি?—তবে মনটা আমার সুস্থ তো নেই—বুঝতেই তো পারো—অস্কারের ভাবনায়, বাবার ভাবনায়—সব চেয়ে বড় ভাব্না—তোমার—" ব'লেই দুহাতে মুখ ঢাকে।"

মলয় টেনে নেয় ওকে কাছে: "কী যে অসম্ভব সব জল্পনা কল্পনা করতে পারো তোমরা হেলেনা! বিশেষ ক'রে এই সময়েই তো হ'তে হবে শক্ত—নইলে—" একটু থেমে—"ভাবো তো তোমার বাবার কথা। সবে জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন, এসময়ে তুমি যদি অধীর হও—ছী!"

হেলেনা মুখ তুলে চোখ মুছল: "ঠিক বলেছ মলয়। আর অধীর হব না। কথা দিচ্ছি। তবে—" চোখে জল উপচে পড়ে—"একটু বুঝতেও চেষ্টা কোরো—কী ঝড় যাচ্ছে আমাদের ওপর দিয়ে।"

মলয় ওর অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে কোমল কণ্ঠে বলল: "বুঝি সবই হেলেনা, কিন্তু—"

—"কী?"

—"না—থাক্।"

—"না—বলতেই হবে।"

—"কী দুরন্ত যে কৌতূহল তোমাদের!"

—"ওসব কথা দিয়ে কথা ঢাকার ছল জানা আছে—বলো।"

—"খুলে?"

—"নয়ত কি আরো ঢেকে ?"

মলয় একটু চুপ ক'রে থাকে, পরে বলে : "ভাবছিলাম—যে—না, আগে বলো—আমার ভাবনা কী ভাবছিলে ?"

—"বুঝতে কি পারো না ?"

—"তবু বলোই না" মলয় হাসির ব্যর্থ চেষ্টা ক'রেই মুখ নিচু করে।

—"বলব না—না লক্ষ্মীটি—জিজ্ঞাসা কোরো না আর, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

নিস্তব্ধতা ভাঙে মলয়ই প্রথমে : "ভেবে কী করবে বলো হেলেনা! কতরকম অলক্ষ্য শক্তির হাতের যে আমরা খেলার পুতুল—নইলে কি য়ুমার মতন মেয়ে বলত অমন প্রতিহিংসার কথা।"

হেলেনা ওর চোখে চোখ রেখে বলল : "তাহ'লে ও বলেছিল ও-কথা—সত্যিই ?"

—"থাক ও প্রসঙ্গ হেলেনা।"

—"না। বলো।"

—"আর একদিন।"

—"না সব শুনব আজই—তাই তো কথা ছিল।"

মলয় ম্লান হাসল : "কিন্তু যখন এ-রফা হয়েছিল তখন যে বলবে আর যে শুনবে তারা যা ছিল এখনো কি তাই আছে ?"

—"ভালোই হয়েছে যদি না থাকে—অন্তত আমার দিক থেকে আমি য়ুমাকে বুঝব ঢের বেশি।"

—"মানে ?"

—"তোমাকে তিরস্কার করেছি লুকিয়েছ ব'লে, অপরাধ করেছি মলয়।"

মলয় চাইল ওর পানে সপ্রশ্ন নেত্রে।

—"আমিও যে লুকিয়েছিলাম মলয়—যুমার কথা শুনতে ভালো লাগছিল না। ক্ষমা করবে?"

মলয় একটু চুপ ক'রে থেকে বলল: "টের পেয়েছিলাম আমি। কাজেই লুকোনোয় অপরাধ হয় নি ব'লে ক্ষমার রেহাই হ'ল।"

—"একথা তোমাকে জানিয়ে কিন্তু মনের গ্লানি আমার ক'মে গেছে অনেক, জানো?"

মলয় চুপ ক'রে রইল।

হেলেনা ওর হাতের 'পরে হাত রেখে বলল: "বিশ্বাস করছ না?"

মলয় ওর কাঁধে একটি হাত রেখে কোমল কণ্ঠে বলল: "তোমাকে অবিশ্বাস করতে কেউ পারে হেলেনা?"

—"পারে না?" হেলেনার ম্লান মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।

—"না। আমি মানুষ চিনি।"

—"সবাইকেই?"

—"এ-প্রশ্নের এক কথায় জবাব দেওয়া কঠিন সখী।"

—"তাহ'লে বলো তার কথা যাকে—"

—"কী?"

—"চেনো নি, অথচ ভাবতে চিনেছ।"

মলয় খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে ওর পানে নিষ্পলক নেত্রে: "সত্যি চাও শুনতে?"

—"চাই না ?" একটু পরে : "তবু চুপ কেন ?"

—"যদি ব'লে অনামা জায়গায় আঘাত দিয়ে বসি ?"

হেলেনা কেমন এক রকমের হাসি হাসে : "এমন দুঃখ কি নিজে কখনো পাও নি যেখানে—" মুখ নিচু করে ও।

—"থামলে যে ?"

—"বলতে যাচ্ছিলাম এমন দুঃখ কি নেই যা থেকে বাঁচাতে গেলেই বাজে বেশি ?"

—"তা বটে—শোনো তবে। কেবল—"

—"কি ?"

—"একটা অনুরোধ।"

—"বলো—রাখব।"

—"তোমার চেয়ে সে দুঃখ কম পায় নি এইটুকু শুধু মনে রেখো যখন—"

—"যখন ?"

—"ওকে বিচার করতে যাবে। মনে রেখো রুমার কথা। অস্কারকে অতখানি ভালোবেসেও ও তো ক্রাসট্কিনকে ওর শোবার ঘরে ডেকেছিল। এ-ও যখন সম্ভব হয়—" মলয় শেষ করতে পারল না।

হেলেনার চোখ চিক চিক ক'রে উঠল। চকিতে অশ্রু গোপন ক'রে বলে : "আমাকে ক্ষমা কোরো মলয় এই ভেবে যে সৎপথে যে-মেয়েরা বরাবর থেকে এসেছে অনেক সময় আলো পায় তারাই সবচেয়ে কম। তাই—" একটু থেমে : "তাই মনের নিশাকেই ভুল করে উষা ব'লে—নিজেকে সতী ভেবে।"

মলয় কী যে বলবে···?

হেলেনাই কথা বলে ফের : "আমার একটা মস্ত উপলব্ধি হয়েছে আজ।"

—"কী ?"

—"যে, স্বভাব-সতী মেয়েরা তাদের সতীত্বের দরুণ যেটুকু আলো পায় সেটুকু খোয়ায় তাদের কঠোর অসহিষ্ণুতার ফলে। তাই তো মানুষকে তারা বোঝে এত কম।"

মলয় স্পৃষ্ট কণ্ঠে বলে : "এবার হয়ত যুমাকেও একটু বুঝবে হেলেনা। একটু ঘা খেয়ে ভালোই হয়েছে তোমার। শোনো তবে।"

—"ঘৃণার গুণকীর্তন করতে গিয়ে হয়ত একটু মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে থাকব হেলেনা—"

—"আর লজ্জা দিয়ো না মলয়—" হেলেনার কণ্ঠে অনুতাপ ওঠে ফুটে।

—"লজ্জা কি হেলেনা? আমাদের প্রকৃতির—"

—"খুব লজ্জা। প্রকৃতির ওপরে না উঠতে পারলে কি আর মানুষ? নীটশের মূল কথাটা আমার এত ভালো লাগে—মানুষ মানুষ হবে তখনই যখন সে মানুষ হওয়ার জন্যেই হবে লজ্জিত?"

—"এ কথা মানি। তোমার বাবার একটা কথাও আমার বড় ভালো লাগে যে, মনুষ্যত্ব দেখলে যখন লোকে এত খুসি হয় তখনই দুঃখ করা উচিত: এই ভেবে যে, মানুষের মধ্যে 'মনুষ্যত্ব' তো প্রকৃতির দান—মনুষ্যত্ব ছাড়িয়ে সে যখন 'দেবত্বে'র কোঠায় উঠবে তখনই সে পারবে গৌরব করতে—তার আগে না।"

—"কিন্তু মনুষ্যত্ব বলতে সচরাচর—"

—"লোকে যা বোঝে সেটা আসলে হ'ল ঐ দেবত্বই, এই তো? এ-ও মানি। কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই তো মনুষ্যত্ব কথাটাতে আমার আপত্তি।"

—"ঠিক কী জন্যে বলবে খুলে?"

—"পাখির পাখিত্ব দেখলে, আমরা গৌরব বোধ করি না, বলি না বাঃ পাখিটা তো খাসা পাখির মতনই উড়ছে! কারণ পাখা তাকে দিয়েছেন প্রকৃতি দেবীই—সে নিজে সৃষ্টি করে নি। ময়ূরের পেখম-তুলে-নাচ দেখে

বলি না—আহা, ময়ূর, কী আশ্চর্য রকমের রংদার নট তুমি ভাই! প্রজাপতির পাখনায় রঙের মেলা দেখে বলি না কী তুলিই ধরে ও! অথচ মানুষ সমাজ গড়ল, আইন গড়ল, একটু ভাবল, একটু সহযোগ করল দেখে বলি- উঃ কী আশ্চর্য সৃষ্টি এই বিশ্বমানব। মানুষ তো গড়বেই সমাজ—আনবেই তো শৃঙ্খলা খানিকটা—করবেই তো একটু আধটু পরসেবা—নইলে মানুষ মানুষের সমাজ গড়বে কী ক'রে? আর এ-সমাজ না গড়লে সে মানুষের কোঠায় উঠবে কী ক'রে? যে-গুণ সে-শক্তি তাকে বিধাতা দিয়েছেন—তার যে সব প্রবণতার পিছনে প্রকৃতির দুর্দম শক্তিই তারা বইছে তার জন্যে এত স্তবস্তুতির ঘটা কেন? বিশ্বমানব কথাটা শুনতে না শুনতে গলদশ্রু হ'লে তাই আমার বিষম রাগ হয়। মনে হয় বেড়াল বাঘ, বেঁজি গণ্ডার এরাও এবিষয়ে মানুষের চেয়ে ভালো—কারণ প্রকৃতির মুষ্টিভিক্ষা নিয়ে গৌরব করে না। বেড়ালছানার খেলা সুন্দর—কিন্তু তার জন্যে গৌরব তার নয়—গৌরব নটিনী প্রকৃতি দেবীর। বেড়াল যদি বাঘকে হারায়, তবেই সে গৌরব করতে পারে। বেঁজি সাপ মারে এতে তার গৌরব নেই—পারত যদি সে গণ্ডারকে পোষ মানাতে তবেই বলতাম সাবাস। এই দেখ একথাটা আমার নিজের নয় জেনেও আমার এত লোভ হচ্ছিল একে নিজের ব'লে চালাতে!"

হেলেনা মৃদু হাসে: "কিন্তু অন্য দিক দিয়ে দেখে যদি বলি যে, চালালে সেই ভণ্ডামিটাই হ'ত অমানুষিক?"

—"মোটেই না। কে বলে ভণ্ডামি, অহংকার, ঈর্ষা এরা পাশবিক? এরাই তো খাঁটি মানবিক। তাই তো আমি বলি 'মনুষ্যত্ব' কথাটা বড় গোলমেলে—কারণ মনুষ্যত্বের মধ্যে সহযোগশক্তিও যেমন আছে জিঘাংসাও তেমনিই আছে, উদারতা সৌষ্ঠবজ্ঞানও যেমন আছে বিদ্বেষ হিংসাও

তেম্‌নি আছে। তাই একদিক দিয়ে লোভ হ'লেও যেমন মনুষ্যত্বের আদর্শে নিন্দা নেই তেমনি সমাজ গড়লেও উচ্ছ্বসিত হবার হেতু নেই।"

—"কিন্তু তুমি কি তাহ'লে ব'লতে চাও মহৎ হওয়ায় উদার হওয়ায় শিল্পনিপুণ হওয়ায় কোনো গৌরবই নেই?"

—"না, তা চাই না। ঘটক যখন ভালো ঘটকালি করে বলি খাসা ঘটক, কেন না তার নিজের কাজটা সে গুছিয়ে করতে জানে ব'লে তাকে পাশনম্বর দিতেই হ'ল। পাহারাওয়ালা যখন চোর ধরে তখনও বলি ওর অন্য দোষ থাকলেও ওকে ফেল কোরো না কেন না ও চোর ধরতে জানে —যেটা ওর নিজের কাজ। অর্থাৎ কিনা কর্তব্য সুচারুভাবে পালন করার মধ্যে প্রশংসা করার কিছু আছে—কিন্তু যে শুধু তার কর্তব্য ক'রেই ক্ষান্ত হ'ল তার গৌরব করবার বিশেষ কিছু নেই, কেন না এক হিসেবে প্রতি জীবই জৈবলীলায় তার কর্তব্য করছে। এবার বুঝেছ কী—না, আরো খুঁজে বলতে হবে কেন কর্তব্য সাধন না করলে মানুষ অমানুষ হয়, অথচ পালন করলেই সে রাতারাতি দেবতা হ'য়ে ওঠে না?"

—"একথা বুঝেছি মশাই, বুঝেছি। কেবল কখন যে সে ঠিক দেবতা হয় বুঝতেই যা একটু ধাঁধা লাগছে।"

—"যখন সে অমানুষ হয়—উল্টো দিকে। ইস্ক্রুপ যে পথে লাগে সেই পথেই খোলে। মানুষ তার মনুষ্যত্বকে লাঞ্ছিত ক'রে নিচু দিকে গেলে যেমন তাকে বলি পশু—বলা উচিতও—তেম্‌নি যখন সে এই মনুষ্যত্বকে ডিঙিয়ে উপর দিকে যায় তখনই সে উত্তীর্ণ হয় দেবলোকে।"

—"একথার তাৎপর্যটি ঠিক কী?"

—"যে, মানুষ তার মর্যালিটি মেনে চললে সে থাকে মানুষ, কিন্তু

না মানলে এক্‌দিকে যেমন সে পশুও হ'তে পারে অন্য দিকে তেম্‌নিই হ'তে পারে দেবতা।"

—"একথাও ম্যাকার্থি বলত না কি গো?" হেলেনা শুধায় চকিত কটাক্ষ ক'রে।

—"ধরেছ," বলে মলয় সলজ্জে, "বিশেষ ক'রেই সে বলত একথা য়ুমার দেশভক্তি ও জাপানিত্বকে ঠেশ দিয়ে।"

—"ভাষাটা ঠিক প্রাঞ্জল মনে হচ্ছে না তো।"

—"য়ুমার অগুণের কথা বলবার সময় এল—বলছিলাম না এইমাত্র?"

—"দেশভক্তির নাম কি অগুণ?"

—"না হয় মনুষ্যত্বই বলো।"

—"নাম নিয়ে মারামারি নেই, ব্যারামটা বলো। দেশভক্তি কি দোষের?"

—"ঠিক দোষের না। ওর মধ্যে মনুষ্যত্বও আছে বৈ কি। তাই খাঁটি মনুষ্যত্বের আদর্শ মেনে চললে দেশভক্তিকে নিন্দা করা চলে না—কেননা ওটাও খানিকটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিই বৈ কি। কিন্তু দেবত্বের আদর্শে দেশভক্তিকে মঞ্জুর করা চলে না। ম্যাক একথা কতরকম ক'রে সাজিয়ে গুজিয়েই যে বলত—য়ুমাকে নাস্তানাবুদ করতে চেয়ে।"

—"হ'ত সে নাস্তানাবুদ?"

—"ক্ষেপেছ? ও শুধু মৃদু হাসত, বলত: 'আমাকে এসব বলা আর হরিণকে অচঞ্চল হ'তে বলা—একই কথা ম্যাক্। আমি জাপানি হ'য়ে জন্মেছি—মরবও আমার জাপানিত্বকেই আঁক্‌ড়ে—যেমন মরে ডুববার সময়ে বানরছানা তার মা-কে আঁকড়ে।'"

—"ওরা বুঝি খুব দেশভক্ত?"

—"ওরকম দেশভক্ত জগতে আর দুটি নেই। ওদের বাঘা দেশভক্তির কাছে তোমাদের দেশভক্তি বেড়াল যদি না-ও হয়—বড় জোর ব্রেজিলিয়ান নেউল।"

—"বলো কী?"

—"অক্ষরে অক্ষরে। নিজেকে জাপানি ব'লে দেশভক্ত ব'লে জাহির করতে ওর যে কী ব্যগ্রতাই ছিল—"

—"কিন্তু এ-চেষ্টা নেই কারই বা?"

—"আছে আমাদেরও, কিন্তু অতটা দৃষ্টিকটু ভাবে নয়। কেমন জানো? উচ্চাঙ্গের কথা ছেড়ে একটু নিচু স্তরে নেমে এলে বলা চলে: আমরা য়ুরোপে এসে সাধ্যমত চেষ্টা করি য়ুরোপের তরঙ্গে মিশতে: য়ুমা থাকত পৃথক, আর শুধু য়ুমা না শতকরা নিরানব্বই জন জাপানিই দেখবে এখানে এসে ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি নীতি মেনে হাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট জাপানি থেকেই ঘরে ফেরে।"

—"একথা ওকে বলতে তোমরা?"

—"প্রথম প্রথম বলতাম বৈ কি। কিন্তু পরে দিয়েছিলাম হাল ছেড়ে। ম্যাক বলত আমাকে হেসে: 'ক্ষ্যামা দাও মলয়, ও একে মানুষ—মনুষ্যত্ব ছাড়তে যে মনেপ্রাণে নারাজ, তার ওপর জাপানি—রাজযোটক। ল্যাবরেটরিতে বিদ্যুৎতরঙ্গ কয়লাকে হীরা করছে শুনতে পাই, কিন্তু আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি যে, য়ুমার দেশাত্মবোধকে বিশ্বাত্মবোধ করতে যদি আকাশজোড়া বিদ্যুৎ নামে—ওর কিছু হবে না—বিদ্যুৎই হবে মাটি।"

—"ও এম্নিই জাপানিত্ব জাহির করত নাকি এ-দেশে?" হেলেনা হাসে।

—"ধরো, ওর বৈঠকখানা—যেটি—ছিল আমাদের প্রধান আড্ডা—সেটিকে ও আপ্রাণ চেষ্টায় ক'রে তুলেছিল খাস জাপানি। আসবাবপত্র প্রায় নেই বললেই হয়—ঢুকবে জুতো খুলে; নিজের ঘরে খাবে জাপানি কাঠি দিয়ে; বেশভূষা জাপানি তো বটেই, প্রসাধনও সাড়ে পনর আনা জাপানি; এমন কি, জাপানি অভিবাদন-প্রথাও বজায় রাখতে চাইত এ-দেশে, ভাবো তো?"

—"ওমা! সে কি!"

—"নৈলে আর বলছি কি। একে ওর অস্থিতে মজ্জায় গাইশাদের সংস্কার—তার ওপর য়ুরোপ-বিদ্বেষ। কাজেই চাইত ও কেবলই ওর জাপানি সংস্কারকেই প্রশ্রয় দিতে।"

—"তবে জাপান যে শুনি য়ুরোপের ধরণধারণই গ্রহণ করেছে?"

মলয় হেসে বলে: "সে-গ্রহণ ওদের বহির্বাস, বহিরঙ্গ মাত্র, হেলেনা। টুরিষ্টরা এই সব তনুর অভিজ্ঞানেই মনকে চিনতে চায়। কিন্তু জাপানিরা বড় শেয়ানা: ওরা বাইরে কন্‌সেশন করে—ঢিল দেয়—শুধু অন্তরে আরও শক্ত জাপানি হ'য়ে উঠতে। তবে একথা ঠিক যে য়ুমা এসব বিষয়ে একটু বাড়াবাড়ি করতে ভালোবাসত। তাই ম্যাক হরেক রকম ভাষায় ওর হরেক রকম নাম দিত। কখনো বলত the strange naiad, কখনো—la sibylle intransigeante, কখনো—die eigensinnige Monpareille."*

—"ও তাতে রাগ করত না?"

—"এসবেই তো ও হ'ত খুসি। বললাম না ও চাইত তো শুধু নটী হ'তে না, নানা ভঙ্গিতে পেখম তুলতে। তাই দেখাত রকমারি জাপানি

* একরোখা অতুলনীয়া।

নাচ, বাজাত হরেক রকম জাপানি যন্ত্র, জাহির করত নিত্যিনতুন বেণী-বিন্যাস—খোঁপা করত সে যে কত রঙে ঢঙে—এমন কি জাপানি মেয়েদের ম'ত ওর নানান রকম 'ওবি' জাহির করতেও ওর কুণ্ঠার লেশ ছিল না।"

—"'ওবি'-টি কী বস্তু?"

—"কিমোনোর নিচে একরকম—কী বলব? অন্তর্বাস—সে যে কী সুন্দর সুন্দর রঙের হেলেনা! ওর কাছেই শুনেছিলাম যেমন বাঙালি মেয়েরা জাহির করে তাদের চুড়ি হার দুল প্রভৃতির স্বর্ণগৌরব, তেম্‌নি জাপানি মেয়েরা জাহির করে তাদের 'ওবি'-র মহার্ঘতা ও বৈচিত্র্য। কিন্তু এসব বর্ণনা যাক। এটার উল্লেখ করলাম শুধু—"

—"বা রে বা। আমার যে দারুণ ভালো লাগে এসব শুনতে, তার কী? হ্যাঁ বলো আগে একটা কথা। জুতো খুলে ওর ঘরে ঢুকতে হ'ত কেন?"

—"শোনো নি? এঃ—তুমি একেবারে নাবালিকা হেলেনা। জাপানিরা জুতো প'রে ভুলেও ঢুকবে না ঘরে। এমন কি অতিথি এলেও এক রকম বাড়ির জুতো দেয়—ঘরে ঢুকবার সময়ে—নিরামিষ জুতো। ওরা প্রায়ই বলে যে, জুতো প'রে ঘরে ঢোকে চাষারা। যেহেতু জুতো হ'ল পাঁক ও ধূলার দোসর, ঘর হ'ল শুচিতার আদর্শ—এ দুয়ে সন্ধি হ'লে সেটা হবে রাজনৈতিক সন্ধি—যাতে কারুরই মান থাকবে না।"

—"এ কথাটা বেশ লাগল কিন্তু।"

—"ওর মুখে ওর জাপানি-ঢঙে-উচ্চারিত জর্মন ভাষায় শুনলে আরো দশগুণ ভালো লাগত।"

—"আর কী কী ভাবে ও জাহির করত নিজের জাপানিত্বকে?"

—"ভাব ছিল ওর রকমারি—কিন্তু ওর জাপানিত্বকে শুধু সেসব দিয়ে বিচার করা চলবে না। এক একজন মানুষ থাকে না যারা একটা আবহ —Stimmung—নিয়ে আসে? ওর আবহই ছিল অমিশেল জাপানি—বুঝলে না? তবে ওর সবচেয়ে চমৎকার বিশেষত্ব ছিল তিনটে: ওর চা-পরিবেষণ করবার ঢং, রকমারি খোঁপা-বাঁধার রীতি, আর অপরূপ গতির ঠমক। বিশেষ ক'রে নৃত্যভঙ্গি অবশ্য। কী নাচই ও নাচত! ওর সব ত্রুটি ও ভুলিয়ে দিত এক একটা নাচে। সে-সময়ে ও ঝল্‌কে যেত যেন একটা সম্পূর্ণ নতুন অচিন রঙে। একেবারে আলাদা মানুষ। ও প্রায়ই বলত যে, ও দিনরাতের নানান্ প্রহরের মেজাজ মিলিয়ে তবে নাচত—যাকে ওরা বলে Stimmungs-bild টাঙানো না? সেই প্রথায়।"

—"ও-প্রশ্ন ক'রে সব উহ্য রাখলে চলবে না—বলতে হবে ওর মানে কি!"

—"ওদের ছবি টাঙানোর দস্তুরের কথাও শোনো নি? এঃ। ওরা সকালে মেঘ করলে একরকম ছবি টাঙায়, বিকেলে বৃষ্টি হ'লে আর এক রকম, রাতে চাঁদ উঠলে আবার আর এক রকম। আর, এক একটা ঘরে এক একটা ছবি—তার বেশি নয়। ছবিকে ওদের দেশে ওরা দেখে যেমন পূজারী আমাদের দেশে দেখে বিগ্রহকে।"

—"কি রকম?"

—"আমাদের দেশে বিগ্রহকে আমরা খাওয়াই শোয়াই পাখা করি গরম হ'লে—বিগ্রহে চেতনা আরোপ করি ক্রমশ সে-চেতনার আলো অন্তরে আবাহন করতে। ওরা ছবিকেও সেই রকম চোখে দেখে, নাচকেও য়ুমা দেখতে চাইত অনেকটা সেই ভাবে।"

—"একথাটাও খুব ভালো লাগল মলয়। আমার সময়ে সময়ে এত ক্লান্তি আসে দেখে যে, আমাদের সব কিছুরই সময় হয়—হয় না শুধু সময়কে ভোগ করার।"

—"ম্যাকও একথা ব'লে প্রায়ই উদ্ধৃত করত কোন্ এক ইংরেজ কবির একটা শ্লোক :

A poor life this if full of care

We have no time to stand and stare." মলয় হাসে।

হেলেনাও হাসে : "যা বলেছ। সত্যি, সময়ে সময়ে আমার মনে হয়—বিশেষ এই টকির আমদানির পর থেকে—যে, এই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখার—ওরফে সত্যিকার বাঁচার-যুগ চ'লে গেছে। এখন চলবে শুধু এই হৈ-হৈএর যুগ—এই সঙ্গিহীন গতির ক্লান্তিকর যুগ।—আহা আমার আজ প্রথম দুঃখ হ'ল যুমাকে একটু কাছ থেকে জানবার সুযোগ পাই নি ব'লে।"

—"পেলে কী করতে ?"

—"কে জানে ? হয়ত ওর কাছে এ-ধরণের সৌখিন নাচই শিখতাম।—একটা কথা, ও এসব রকমারি নাচ নাচত—কার কাছে ? শুধু তোমার ?"

—"আচম্কা এ-প্রশ্ন কেন শুনি ?"

—"বলোই না।"

—"না, একা আমার কাছেই নয়," বলে মলয় সুকণ্ঠে, "ম্যাকের কাছেও ও নাচত—বোধহয় বেশিই নাচত।"

—"কেন ?"

—"তাকে এর উপর নাচ শেখাত ব'লে।"

—"তুমি শিখতে চাও নি?"

—"না।"

—"কেন শুনি? ট্যাঙ্গো ও চার্লস্‌টোন তো শিখলে।"

—"য়ুমার ভাষায়—য়ুরোপের নাচ কি আবার নাচ? নাচ—ও বলত—আছে শুধু তিনটে জায়গায়: রাশিয়ায়, জাপানে ও জাভায়।"

—"আর তোমাদের উদয়শঙ্কর? আমি তো অমন নাচ খুব কমই দেখেছি। অজন্তার নানা ভঙ্গি ছবিতে দেখেছি যেন জীবন্ত—নটরাজের নানা মূর্তি—আর আঙুলের কী যে সব অপরূপ মুদ্রা!"

—"উদয়শঙ্করের নাচ ও কখনো দেখেনি। ওর এত ইচ্ছা ছিল তার সঙ্গে আলাপ করবার—! কিন্তু আনা পাভলোভার সঙ্গে ওর যখন দেখা হয় তখন উদয়শঙ্করের সঙ্গে পাভলোভার ছাড়াছাড়ি। হ্যাঁ—অজন্তার ছবিও ছিল ওর ভারি প্রিয়। লণ্ডনে ব্রিটিশ ম্যুসিয়ামে ভারতীয় চিত্রকলা ওর কাছে ছিল নেশার মতন। কিন্তু গতিহীন রেখা থেকে তো আর তালের ছন্দ, গতির লাস্য মেলে না—বলত ও। ঐ দেখ, ফের অগল্প এসে গেল—এ প্রসঙ্গ রেখে এবার ফিরে আসি ম্যাকার্থির প্রসঙ্গে।"

—"না, বলো ওর কথা আরো।"

—"একদিনের কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ, বলি শোনো। সেদিন বেলা ন'টার সময় ম্যাকার্থিকে নিয়ে আমি গেছি ওর জাপানি বৈঠকখানায় —ওর Kammermädchen * বলল গৃহকর্ত্রী সেই ভোরে বেরিয়েছেন হের্ গুৎমান্‌কে নিয়ে নেকার নদীতে। একটু নৌকাবিহার সেরে 'শাতো'-তে বিরাট পিঁপেটি দেখে ফিরবেন ব'লে গেছেন।"

—"পিঁপে?"

* চেম্বারমেড।

—"জানো না! বাঃ। হাইডেলবার্গের এই প্রাসাদের পাতালতলে একটি অভ্রভেদী পিঁপে আছে, তাতে দুলক্ষ ছত্রিশ হাজার বোতল ধরে। আমেরিকান টুরিস্টদের হাইডেলবার্গ-প্রয়াণের কারণ হাইডেলবার্গের নদীর বা পর্বতের সৌন্দর্য নয়—এই পিঁপের নাড়িনক্ষত্র নোটবুকে টুকে নেওয়া। তবে শুধু আমেরিকানদেরই বা দোষ দেই কেন—আমরাও কম যাই না—আঃ! এই sight-seeing for sight-seeing sake! কবে লজ্জা পাবো আমরা এ-গ্লানিকর মনোবৃত্তির হাত থেকে?—কিন্তু যাক্ এসব বাজে কথা—যা বলতে যাচ্ছিলাম।

—"আমি ও ম্যাকার্থি মুখ চাওয়া চাওয়ি করছি এমন সকালটা মাঠে মারা গেল ভেবে। মনে আছে আমরা দুজনেই যুগপৎ উপলব্ধি করলাম—যেন নতুন ক'রে—য়ুমার সাহচর্য আমাদের কাছে কি রকম নেশার মতন হ'য়ে উঠেছে। যেই শোনা—ও বাড়ি নেই ম্যাকার্থির রাঙা মুখের দীপ্তি গেল নিভে, আমিও যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ব'সে পড়লাম।—এমন সময়ে হঠাৎ দোরে টোকা! অমনি আমাদের দুজনেরই রক্তে যেন বিদ্যুতের বান ডেকে গেল। ম্যাকের চোখ দুটো তো উঠেছিল ঠিক রংমশালের মতন দপ ক'রে জ্ব'লে, সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে চেয়েই ওর কর্ণমূল পর্যন্ত উঠল লাল হ'য়ে।"

—"তার পর?"

—"তুমি কখনো খেয়াল করেছ কি না জানি না হেলেনা, সময়ে সময়ে এক একটা ছোট্ট ঘটনায় কত কথাই যে বিদ্যুতের মতন মনে হয় মুহূর্তে! সে-সব স্মৃতি নিয়ে যখন পরে রোমন্থন করি তখন আমার ভারি আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে এই এক একটা মুহূর্তে মানুষ কেমন ক'রে এমন তীব্রভাবে বাঁচে! ভেবে কূলকিনারা পাইনে—কোত্থেকে আসে

এই বিরল অচিন্তনীয় মুহূর্তগুলি যাদের সঙ্গে বাকি সব মুহূর্তের কোনো কুটুম্বিতাই নেই!"

—"কী বলতে চাইছ ঠিক?"

—"কেমন জানো? ধরো একজন মস্ত প্রতিভা ও গড়পড়তা জনস্রোত। বাইরে থেকে দেখতে ওরা প্রায় একরকমই তো? প্রতিভাবানেরও যেমন একটি নাক দুটি চোখ দশটি আঙুল—গড়পড়তা মানুষের বেলায়ও ঠিক তেম্নি বটে তো? কিন্তু ভিতরে—বোধশক্তিতে —দুয়ের মধ্যে তফাৎ কী আকাশ-পাতাল বলো তো? মনে হয় না কি, যেন ওরা আসলে এক গ্রহের বাসিন্দাই নয়?"

—"তা তো বটেই।"

—"আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, আমাদের প্রত্যেকের জীবনই ক্ষণজন্মা অনুভবগাঢ় মুহূর্তগুলি যেন দুচারটি কচিৎ-দৃষ্ট প্রতিভা, আর বাকি অগুন্তি রিক্ত প্রহর মাস বৎসরগুলো যেন এই বিশেষত্ব-বর্জিত জনারণ্য। আমরা যখন বাঁচার হিসেব কষি তখন এই দু-রকম মুহূর্তকে সমান মর্যাদা দিয়েই গুণি—কিন্তু বলো তো হেলেনা, এই বহুবাঞ্ছিত দুর্লভ মণি-মুহূর্তগুলির মাত্র একটি কি লাখো নিষ্প্রভ গড়পড়তা মুহূর্তের চেয়েও মহিমান্বিত নয়?"

হেলেনা মলয়ের দিকে খানিক চেয়ে থাকে, পরে বলে যেন ঝোঁকের মাথায়: "মলয়, তোমাকে খানিক আগে একটা কথা বলছিলাম মনে আছে?"

—"কী?"

—"তোমার গল্পের চেয়ে তোমার এ-ধরণের উজ্জ্বল মন্তব্যে আমি বেশি রস পাই। কিন্তু আরো একটু জুড়ে দেবার আছে।"

—"কী ?" মলয়ের মনে খুসির হিল্লোল ব'য়ে যায়।

— "বললে যদি গুমর হয় ?"

—"আমাদের দেশে বলে দর্পহারী আছেন— মা ভৈঃ।"

— "তাহ'লে শোনো। আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে জীবনে যে-সব প্রকাশে মানুষ মানুষের কাছে আসে তারা গল্পের চেয়েও রোমান্টিক। যেমন তোমার এই ধরণের কথা। এদের মধ্যে দিয়ে যেন আমি নতুন ক'রে তোমার স্বাদ পাই। কারণ তোমার কল্পনার রঙ এসব কথার আভায় ঝ'রে পড়ে আমার চিত্তাকাশে।"

মলয় ওর হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়, তার পরে ওর পানে তাকিয়ে প্রীতকণ্ঠে বলে: "তবু আমি আজ বলব ওদেরই কথা বেশি ক'রে। কী বলো ?"

—"বলো মলয়। কিন্তু যতই চেষ্টা করো না কেন নিজেকে আর পারবে না আড়াল করতে। কারণ তুমি যে আজ প্রকাশ হয়েছ আমার মনের পটে, তাই যার কথাই বলো না কেন নিজের কথার রেশ ফুটবেই তোমার অজান্তে।"

—"কথা তুমিও কিছু মন্দ বল না কাব্যময়ী!" বলে মলয় হেসে, "যাক্ শোনো।—কিন্তু ঐ দেখ নিজের কথার রেশ ছোট হ'য়েও ওদের বড় মূর্ছনাকে ফেলল ডুবিয়ে—খেই গেল হারিয়ে ?"

—"সাধ্য কি! আমার স্মৃতিলোকে তোমার একটি ছোট হাসির অশ্রুত ঝঙ্কারও হারায় না বন্ধু, খেই তো খেই। বলছিলে—দোরে টোকা মারলেন এক রহস্যময়ী।"

—"এবার তোমার ভুল হ'ল কল্পনাময়ী!" মলয় হাসে, "কেন না টোকাদার ছিলেন অবলা জাতীয় নয়।"

হেলেন হতাশ স্বরে বলল : "এঃ—শেষটায় বাস্তব জীবনের ঝাপটায় রোমান্সের ভরাডুবি, হায় হায় !"

—"তা আর ব'লে ! আমরা 'আসতে পারো' বলতেই ঘরে প্রবেশ করল একটি ফুটফুটে ছেলে—যুবকও নয়—কিশোর : নীলাভ গুম্ফ, কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশ, নাকে সোনার প্যাঁসনে, হাতে টেনিস র‍্যাকেট—আর চাও কি ?"

হেলেনা মৃদু হাসে শুধু।

মলয় বলতে লাগল : "সে যে কী জাত বুঝতে পারলাম না, তবে বিদেশী—বুঝতে বিলম্ব হ'ল না, কারণ সে ভাঙা জর্মনে বলল : 'ক্ষমা করবেন—কিন্তু ফ্রয়লাইন ফুজিসাওয়া আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।'"

—"তার পর ?"

"আমি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললাম : 'বসুন না—পরিচারিকা ভরসা দিয়ে গেছে যে, গৃহকর্ত্রী এলেন ব'লে।' বলতেই ও খিলখিলিয়ে হেসে মাথার পরচুলা ফেলল খুলে—গোঁফে মারল টান। ম্যাক হাতহালি দিয়ে বলল : 'সাবাস—তুমি পাররে য়ুমা !'"

—"ছদ্মবেশ ধরতে পারলে না দিন দুপুরে ? ধিক্।"

—"ঈ-শ্ ! আমি বাজি রেখে বলতে পারি এ-ধিক্কার থেকে তুমি নিজেও অব্যাহতি পেতে না।—ও শুধু তো ভোল বদলাতেই জানত না—সেই সঙ্গে পারত চলার ঢং, কণ্ঠস্বর ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে।—কিন্তু এ তো ওর ঠাট ঠমকের একটা অতি সামান্যই নমুনা।"

—"তাহ'লে এবার অসামান্যদের ঝুলিটাই ঝাড়ো না হয়—দেখি, থুড়ি, শুনি।"

—"সে কি এত সহজে ঝাড়া যায় সখী ? সে সব যে হ'ল আসলে

ওর মনের রকমারি ছদ্মবেশের ইতিহাস। দৈহিক সাজ-সজ্জাবদলের কাহিনীর সরাসর ব্যাখ্যা চলে—কিন্তু মনের প্রাণের হাজারো সূক্ষ্ম ছলা-কলা—যারা দিনে দিনে আমাদেরো অজান্তে আমাদের মনের কাঁটাবনে ফুল ফুটিয়ে তুলত তাদের ব্যাখ্যান বুঝি আমার মতন সামান্য ব্যাখ্যাকারের পক্ষে সম্ভব?"

—"ওগো বিনয়ীর অবতার প্রভু! সাবধান! বিনয় বচন বিশ্বাস ক'রে বসি যদি?"

মলয় হেসে বলল: "তোমার সাবধান-বাক্য শুনে মনে পড়ল ম্যাক বলত ডিমস্থিনিস ফোসিয়ন সংবাদ।"

—"যথা?"

—"ডিমস্থিনিসও তোমার মতনই ফোসিয়নকে সাবধান করতে চেয়েছিলেন ব'লে:

'মরবে তুমি বন্ধু, যেদিন গ্রীকরা ক্ষেপে উঠবে'

অম্‌নি ফোসিয়ন বললেন:

'মরবে তুমি কিন্তু—যেদিন বুদ্ধি তাদের জুটবে!'"

ওরা হেসে ওঠে। ঘরের মধ্যে এতক্ষণে বেশ সহজ ভাব নেমে এসেছে। বাইরে মেঘ আবার একটু ফিকে হ'য়ে এসেছে—সূর্যদেবের আলো উঁকি দেবে দেবে করছে। ফিয়োর্ড পেরিয়ে ওরা প্রায় সমুদ্রের মোহানায় এসে পড়েছে।

—"দেখ দেখ মলয়, কী সুন্দর—এখানটা—ফিয়োর্ড মিশেছে সমুদ্রে! কী উদার! না?"

৬

মলয়ই প্রথম কথা কইল :

"ম্যাকের হাসির বহিরঙ্গের পালা খতম ক'রে এবার তার অন্তরঙ্গ বেদনার কথা বলার সময় এল।"

হেলেনা উৎসুক নেত্রে চেয়ে থাকে। মলয় ব'লে চলে : "অন্তরঙ্গ শব্দটা সুপ্রযুক্ত—কেন না এ হ'ল ওর হাসির আড়ালের সেই ইতিহাস যা আমার অজানাই থেকে যেত যদি যুমার মাধ্যস্থ না মিলত।"

—মাধ্যস্থ ?"

—"মানে, শুধু যুমার কাছেই বলত ও ওর এই সব অন্তরঙ্গ কথা। সাহিত্য, আলোচনা, মতবাদের বিনিময় এ-সব তো হ'ল বাহ্য হেলেনা—আসল জিনিষ হ'ল তো এই মনের সঙ্গে মনের মালাবদল। অথচ বাঙ্ময়তার আঁধিতে এই বিনিময়ের দৃশ্যই পড়ে ঢাকা, জানোই তো।"

হেলেনা একটু চুপ ক'রে থাকে, পরে বলে মৃদুকণ্ঠে : "জানি মলয়, অথচ যে-বিনিময় জীবনে সব চেয়ে মহার্ঘ তা-ই থেকে যায় চেতনার অগোচর লোকে এই সব বাহ্য আড়ম্বরের অতিপ্রলাপে—এই সাজানো কথার যবনিকার ফেরে। কিন্তু এ ঘটন কেন ঘটে বলো তো ?"

—"তুমিই বলো না।" মলয় একটু হেসেই গম্ভীর হ'য়ে পড়ে।

—"কেন ঘটে ?" বলে হেলেনা আনমনা সুরে, "ঘটে বোধ হয় এইজন্যে যে আমাদের মনের সদর দরজা সহজেই খোলে। কিন্তু হৃদয়ের মণিকুঠরি হ'ল খামখেয়ালি : সে যে কখন কার কাছে আগল খোলে

বা কার নাকের উপর তার অন্দরমহলের রত্নদ্বার দুম্ ক'রে বন্ধ ক'রে দেয় কেউ কি জানে ?"

মলয় চুপ ক'রে ওর পানে ঠায় চেয়ে থাকে।

—"কী ভাবছ !" হেলেনা শুধায় কোমলকণ্ঠে।

—"একথা কত সত্য। অথচ সত্য ব'লেই বুঝি এত দুঃখ।"

—"দুঃখ ?"

—"নয় ? বলো দেখি যে-মণিলোকে ছাড়পত্র পাওয়ার অধিকার আমাদের জন্মস্বত্ব তা দাবি করলেই যায় ফস্কে।

—"দাবি ?"

মলয় ঈষৎ ম্লানকণ্ঠে বলল : "তাছাড়া কী বলব বলো যখন দেখতাম যে ম্যাককে আমার মনের অনেক কথাই বলতাম—তার মনের কথার প্রতিদান পাওয়ার প্রত্যাশায়ই যেন।"

হেলেনা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল : "নিজের সম্বন্ধে এ-ধরণের কঠোরতা ভালো মানি— আর তোমারই যোগ্য—কিন্তু তাই ব'লে নিজের প্রতি অবিচার করাও ভালো নয় হয়ত।"

—"অবিচার ?"

—"হ্যাঁ মলয়। আমাদের সব দানের পিছনেই প্রতিদানের সূক্ষ্ম প্রত্যাশা লুকিয়ে থাকে এ সত্য হ'লেও—একথা বললে নিশ্চয়ই একটু বেশি বলা হবে যে আমরা দিই নিছক ঐ ফিরে পাওয়ারই প্রত্যাশায়।"

—"বেশি বলা হবে ?"

—"একটু ভেবে দেখলে হয়ত নিজেই বুঝবে কী বলতে চাইছি আমি। মানুষের মনে গগনতৃষার সঙ্গে সঙ্গে পাতালক্ষুধাও আছে। আপনাকে দিতে যাওয়া হ'ল এই গগন-তৃষা। অনেক সময়েই যে আমাদের

হৃদয় আত্মদানের উঁচু সুরে বাঁধা থাকে একথা তো আর অস্বীকার করা চলেনা।"

—"মানি। তবু একটা কিন্তু নেই কি?"

—"আছে। কারণ আমাদের স্বভাব যে পাঁচমিশেলি। তাই আকাশের ডাকে যে-মন আজ সাড়া দিল কাল সে-ই ছোটে নিচুবাগে ধুলোর টানে: উঁচু-সুরে-বাঁধা তন্ত্রী সহজেই আসে নেমে—আর সে তার একটু আধটু নাম্‌লেও বেসুর বাজে বড় বেশি, এ-ও মানি। কিন্তু তাই ব'লে কি বলবে যে উঁচু সুরে সুরেলা ঝঙ্কার মায়া আর নেমে-আসা বেসুরা রেশই বাস্তব—যেহেতু সে বেশি স্থায়ী?"

—"বেশ বলেছ হেলেনা," বলে মলয় স্নিগ্ধ কণ্ঠে, "একথায় মনে প'ড়ে গেল ম্যাকের একটা প্রায়শোক্তি: য়ুমাকে ও বলত থেকে থেকেই: 'য়ুমা, যদি তুমি জানতে উষর পুরুষের ধূসর চিত্তাকাশে তুমি কত কী আশ্চর্য রামধনুর রঙে রঙিয়ে উঠতে পারো—যদিও, হায়, ক্ষণতরে'!"

—"এ কি আক্ষেপ, না ব্যঙ্গ?"

—"তারও বেশি: এর পিছনে ছিল ওর ক্ষোভ। সেই যে প্রথম দিন য়ুমাকে নিয়ে ওতে আমাতে বচসা হয়েছিল—ও ভুলতে পারেনি। তাই যখন ও বলত আমাকে শেক্সপীয়রের কথা:

কারে যে হায় মদন চায় বধিতে বাণে বিঁধি'!

কারে যে ফাঁদে হনন সাধে করে সে-গুণনিধি!*—

তখন আমি মনে মনে হাসতাম—দেখা যাক কে আগে ফাঁদে পা দেয়।"

* Some Cupid kil's with arrows, some with traps

—"থেমোনা মলয়, লক্ষ্মীটি। জ'মে আসছে।"

—"জমাটির এখন হয়েছে কি বলো। এর পরে এল আরো এক বিচিত্র অধ্যায়—যে অধ্যায়ে ও চাইত আমিই ওকে ঠাট্টা করি।"

—"মানে?"

—"মানে, চাইত আমিও অম্‌নি ক'রে যুমার সঙ্গে ওর নাম জড়িয়ে ওকে জখম করি।"

—"আর তুমি নিষ্ঠুরভাবে এ-প্রতিদান দিতে না, এই তো?"

—"ধরেছ হেলেনা। আর এই জন্যেই ক্রমশ আমাদের মধ্যে একটু একটু ক'রে ব্যবধান আসতে লাগল।"

—"বলো বলো—এ-কাহিনী খুঁটিয়ে।"

৭

মলয় বলল : "ব্যবধান আসত অবশ্য হরেক রকমে—শুধু ঠাট্টা-তামাশার সূত্রেই নয়। যেমন ধরো কখনো হয়ত য়ুমা আমার দিকে বেশি নেকনজর দিল তাতে ও—বুঝতেই পারছ।"

—"পারছি। কিন্তু কখনো বা—মানে, যখন ওর দিকে—"

—"এবার ফসকে গেলে হেলেনা। কারণ ম্যাক ওকে প্রকাশ্যে সে সুযোগ দিতনা—য়ুমাই বলত আমাকে।" হাঁস যেমন জল ঝেড়ে ফেলে পাখা থেকে ও তেম্‌নি ঝেড়ে ফেলে দিত মেয়েদের প্রসাদ—মানে, বাইরে।"

—"ওর দাবি ছিল বোধ হয় বেশি ?"

—"ধরেছ। কিন্তু কী ভাবে ড্রামাটা গ'ড়ে উঠল বলতে হ'লে—আমাদের এসময়ের বহির্জীবন সম্বন্ধেও কিছু ব্যাখ্যা দরকার।"

মলয় বলতে লাগল : "ম্যাক ঠিক করেছিল গুৎমানের কাছে শোপেনহর ও নীটশে পড়বে খাস জর্মনে। কারণ বলেছি, গুৎমান্ হাইডেলবার্গে ছিল দর্শনেরই অধ্যাপক। আমাদের মধ্যে এই ধরণের সূক্ষ্ম মনকষাকষি ও ব্যবধান সুরু হ'তেই দেখলাম : ও হঠাৎ যেন একটু বেশি তলিয়ে গেল টিউটনিক দর্শনের অগাধ জলে। ফলে আমি একটু একলা প'ড়ে গেলাম বৈকি।"

—"আর একাকিত্বের সেই শুভ লগ্নে—"

—"সেজন্যে কিন্তু আমাকে ঠেশ দিয়ে বাঁকা হাসি বা তেরছ কটাক্ষ হান্‌লে আমার 'পরে অবিচার হবে হেলেনা। কারণ এ সময়ে একাকী সবলের পক্ষে একাকিনী অবলাকে ভালো লাগে প্রধানত প্রকৃতি দেবীরই

অলক্ষ্য ষড়যন্ত্রে। তিনি ছলে বলে কৌশলে উস্কে দেন আমাদের রক্ষণা-বেক্ষণী প্রবৃত্তিকে, বলেন: 'হে বীরোত্তম, দেখ তোমাব সাম্নে অসহায়া!' এর পরেও কি পুরুষোত্তম না বলতে পারে যখন তিলোত্তমা তাকে ডাক দেয় রোজ টেনিস খেলতে?"

—"অত অবুঝ ঠাওরালে আমাকে কী ক'রে বলো তো—যখন জানি টেনিসের পরে সন্ধ্যাটা তোমার কাটতে বাধ্য অসহায়ার শিল্পিত কক্ষের স্নিগ্ধচ্ছায়ায়।"

ওরা হেসে ওঠে একসঙ্গে।

মলয় বলল: "সত্যি এ নিরালা যোগাযোগে য়ুমার বড় সুন্দর দু্একটি রূপ চোখে পড়েছিল। ঘণ্টাখানেক আমরা দুজনে টেনিস খেলতাম হাউপ্ত-ষ্ট্রাসের উপরেই একটা টেনিস কোর্টে। তার পর কোনোদিন বা নেকার নদীতে মোটর-বোটে চক্র দিয়ে আসতাম রাইন অব্ধি, কোনোদিন বা ঐ 'শাতো'র ছাদে একটা জাপানি কম্বল বিছিয়ে মুখোমুখি ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময়ের উড়ে-যাওয়ার দৃশ্য দেখা, কোনোদিন বা উধাও হ'তাম গ্রাণ্ড ডিউকের প্রাসাদ দেখতে, কোনদিন বা হানা দিতাম সেণ্ট পিয়েরের গির্জার স্থাপত্যকলার চর্চা ক'রে পণ্ডিতি করতে।"

—"অবশ্য উহ্য রইল একটা কথা।"

—"যথা?"

—"যে, এসবই হ'ল বাহ্য—এরা জোগাত তোমার রসনা-চালনের খোরাক।"

—"তুয়ো হেলেনা—ফের ফস্কে গেলে। যেখানে য়ুমা হাজির সেখানে অন্যের রসনার সাধ্য কতটুকু বলো?"

—"কী এত কথা বলত তোমাকে যুমা?" হেলেনা খুব হাসে।

"কী বলত?" মলয় উচ্চাঙ্গের হাসি হাসে এবার—"কী না বলত বললে বোধ হয় ফিরিস্তি দেওয়া সহজ হবে।—সে কি একটা কথা?—জাপানের 'কাবুচি' নাটকের ভঙ্গির কথা, 'শিবুমি' সংযমের মহিমার কথা, কিয়োস্ক মন্দিরের শোভার কথা, মেয়েদের কবরী-প্রসাধনের কথা, গাইশা জীবনে নর্তকীদের লাস্যলীলার কথা, ওর বাবার বীরত্বের কথা—বাকি রাখত নাকি কিছু?—আর ব'লে ব'লে যখন ক্লান্ত হ'ত তখন নানারকম নাচ দেখিয়ে নিত জিরিয়ে।"

"রোসো রোসো—অত দ্রুত নয়। একটা কথা সাফ ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে নিই: ওর এত শত নাচ দেখে তোমার ওর কাছে নাচ শেখার ইচ্ছে হয়নি?"

—"হয়েছিল কবুল করছি," বলে মলয় সলজ্জে, "ও শেখাতেও চেয়েছিল। কিন্তু—"

—"ডরিয়ে উঠলে?"

—"হেলেনা, মানুষ যে-সব বস্তুকে খুব বেশি চায় সেসবকে যে একটু ডরায় এ-ও কি তুমি জানো না?"

—"বাক্যে জাপানি সংযম আর যাকেই মানাক না কেন মলয়, তোমাকে মানায়না। আর একটু ঘরোয়া গদ্যে কথা কইলেই বা: আমি আলাপে আর্টের চেয়ে প্রাঞ্জলতারই বেশি পক্ষপাতী।"

—"বল্‌তে লজ্জা পায় ব'লেই মানুষ স্বল্পভাষিতার আড়াল খোঁজে সখী! তবে যেহেতু মেয়েরাই সবচেয়ে বেশি চায় ছেলেদের বে-আব্রু করতে সেহেতু—"

—"ফে—র?"

—"না না রাগ কোরোনা সখী, বলছি অকপটে। কি জানো ? নাচ জিনিসটা ছেলেবেলা থেকেই ছিল আমার কাছে নিষিদ্ধ ফলবর্গীয় বহুবাঞ্ছিত দেহলীলা। কিন্তু বাঞ্ছার সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে নিষেধের শাসনও যে বাড়ে এ তো জানো। তাই—"

—"ফের বচনশিল্প ?"

—"আহা একটা পা নৃত্যফাঁদে পা দিতে উস্‌খুস উস্‌খুস্ করে এটাও যেমন সত্যি, অন্য পা-টা না না না না করতে থাকে এটাও ঠিক্ তেম্‌নি সত্যি যে।"

—"নাঃ। হার মানতে হ'ল এবার। কারণ তুমি সত্যিই দার্শনিক হ'য়ে পড়েছ দেখছি।"

—"এ কথা বলতে দার্শনিক হাওয়ার দরকার করে না সরলাবালা, শুধু রাতকানা না হ'লেই চলে।"

—"রাতকানা ?"

—"মেয়েদের যেখানে দিন, অর্থাৎ সুবোধ্য, ছেলেদের সেখানে রাত— গীতায় এই কথাটাই একটু উল্‌টিয়ে বলা আর কি।"

—"এ-রজনীরাজ্যে তোমার চোখ ফোটালে কে ?"

—"যে চোখ ফোটায় পনের আনা ক্ষেত্রে : বাসনার অশান্তি, আর কে বলো ?—প্রথমটায় অবশ্য কবুল করতে চাইনি, কিন্তু ঘটনা যতই ঘনীভূত হ'তে লাগল এ-আত্মবিরোধের স্বর ততই স্পষ্ট প্রবল হ'য়ে উঠতে থাকল। বাসনার সঙ্গে আশঙ্কার সঙ্ঘাতের নামই তো বিবেক।"

—"মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম ! বুকে হাত দিয়ে একটা কথা বলবে কি ?"

—"বলব।"

—"জিজ্ঞাসা করি : যতদিন রোমান্সের দায়িত্বহীন আকাশে বিনা

মেঘে বজ্রাঘাতের আশঙ্কা এসে বিবাহের পিঞ্জরের দিকে না ঠেলে ততদিন এই বিবেক প্রভু থাকেন কোথায়?"

—"বাণটা মোক্ষম টিপ ক'রে হেনেছিলে বটে, কিন্তু লক্ষ্যভেদ করতে পারতে মুনা না হয়ে হ'ত আর কেউ।"

—"হেঁয়ালিটাকে আর একটু প্রাঞ্জল করলেই বা।"

—"ওর পণ ছিল বিয়ে করবে না কোনোদিন। কাজেই মুক্তপক্ষা পক্ষিণী—ও-ই।"

—"অতএব তুমিই হ'লে সদাসজাগ পাহারাওয়ালা—এই তো? কিন্তু যদি—শুধাই যে পাহারাওয়ালা কি সব সময়েই পাহারা দেয় সে সাহসী ব'লে?—না, উল্টোটা?"

মলয় হাসে: "এবার ফস্কায় নি হেলেনা—বিঁধেছ মানছি, তবে এজন্যে আমাকে কাপুরুষ বলবার আগে মনে রেখো যে, দুষ্প্রাপ্য দুরারোহ স্বর্গ-শিখরের ডাক লোভনীয় হ'লেও সে একেবারেই অনধিগম্য হ'লে শিখর-দুরাশীর দৃষ্টি একটু খাটো হ'য়ে আসেই—এবং তার জন্যে দায়িক শুধু ভয় নয়।"

হেলেনা সব্যঙ্গে বলে: "এত বাহারে কথা জেনেও তবু তো জাপান-সম্ভবাকে জিনতে পারলে না! শেক্ষপীয়র ধিক্ ধিক্ করলেন কি সাধে:

That man that hath a tongue, I say, is no man,

If with his tongue he cannot win a woman!"

মলয় কৃত্রিম গম্ভীর স্বরে বলল: "হেলেনা! এত বড় দার্শনিকের দুহিতা তথা শিষ্যা হ'য়েও জানলে না যে ধিক্কারের মধ্যে দিয়েই জাগে সম্ভ্রম, হারের মধ্যে দিয়েই আসে জিৎ? তাই তো আজও ভগবান্ পাতালপুরে বলির দ্বারে বাঁধা—শুনেছ তো?"

—"শুনেছি। কিন্তু তুমি কোন্ হারে অপ্সরীর কাছে জিতলে সেটা যে শুনি নি এখনো।"

—"একটু রসনাকে রেহাই দাও—নইলে শ্রবণ সুযোগ পাবে কোত্থেকে?"

—"তথাস্তু। কেবল মনে রেখো এবার তোমার প্রতিপাদ্য হচ্ছে: ওর কাছে তুমি হেরেও জিতেছ।"

—"শুধু ঐটুকু? এঃ! এ তো ছেলেখেলা!- শোনো।"

—"কিন্তু ছায়া-কূজন আর নয়, চাই এবার স্পষ্ট আলোকল্লোল—কংক্রীটে।"

কল্লোল

উৎসর্গ

সোমনাথ !

কোমলে মধুরে কত স্মৃতি—হাসি-পরিচয়,
কত গান শোনা—কত স্বপনের সহবাস,
আশা নিরাশার আল্পনা-আলো-বিনিময়,
মনের কথায় প্রাণের স্নিগ্ধ উচ্ছ্বাস !

২৯শে মে, ১৯৩৮

১

"তুমি ছায়াকূজনের বিপক্ষে ঠিক সময়েই সাবধান ক'রে দিয়েছ হেলেনা ঐ ইংরাজি কথাটি ব'লে : কংক্রীট। কারণ জীবনে স্বপ্নাবেশ নৈতিকতা দার্শনিকতা সবই কেমন যেন ছায়াময় মনে হয়—কঠিন অভিজ্ঞতার ভিৎ না থাকলে। তাই এবার একটু ঘটনার দিকেই ঝুঁকতে চেষ্টা পাব—পারব কি না সে অবশ্য অন্য কথা।"

—"ধন্যবাদ—আন্তরিক। কারণ এখন সত্যিই জ'মে গেছে। কাজেই অঘটনার আঘাটায় অপঘাত যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলাই ভালো।"

—"তথাস্তু।"

"তোমাকে বলেছি," মলয় ব'লে চলল, "যে আমি এই সুযোগে য়ুমার প্রায় একমাত্র দোসর হ'য়ে উঠেছিলাম—যেহেতু ম্যাক পড়ে গিয়েছিল গুৎমানের দার্শনিকতার অথই জলে। এমন সময়ে হঠাৎ একটা দৃশ্যত সামান্য উপলক্ষ্য তাকে যেন তুলল আমাদের terra firma-য়—গুৎমানের জন্মদিনে। সেদিন—"

—"রোসো রোসো—গুৎমানের সঙ্গে য়ুমার সৌহার্দ্যের ছন্দটা ছিল ঠিক কী ধরণের?"

—"এম্‌নি সামাজিক দস্তুরবাঁধা। তবে গুৎমান ছিল—যেমন অধিকাংশ জর্মনরাই হয় না?—একটু বেরসিক মতন—তাই প্রথম একটু আলাপ হবার মুখেই ওদের হয় ছাড়াছাড়ি। কী একটা মনকষাকষিরও বুঝি সূত্রপাত হয়েছিল—য়ুমা আভাষ দিয়েছিল একদিন—তবে পরিষ্কার ক'রে বলেনি। যাই হোক গুৎমানের জন্মদিনে যেন এ-সব মনকষাকষির

সঞ্চিত উত্তাপ হঠাৎ জল হ'য়ে গেল। য়ুমা যেখানে হোসটেস সেখানে অবশ্য এ-ধরণের আনন্দমেলার কোথাও রসপরিবেষণে খুঁৎ থাকার কথা নয়—তবু একটু কিন্তু ছিল যেন ওরও মনে।"

—"কেন ?"

—"নিশ্চিত ক'রে বলতে পারি না। তবে আমার মনে হয় ম্যাকের জন্যে।"

—"ম্যাক ?"

—"হ্যা। বলি শোনো—অন্তত আমার যা মনে হয়েছিল—কেন না য়ুমা এসব ব্যাপারে চাল চালত অতি সন্তর্পণেই। তবু নানা সূত্রে এটা আমি তখনই টের পেয়েছিলাম।"

—"কী কী ব্যাপার ?"—হেলেনার মুখে কৌতূহলের ঝিকিমিকি !

—"আমার মনে হয় ম্যাকের সঙ্গে য়ুমার প্রথম দিনই কোনো বেবনতি হ'য়ে থাকবে। কারণ, বলেছি, প্রথম কয়েকদিন ওর বাড়ি যাওয়ার পরেই ম্যাক ডুব মেরেছিল দর্শনের অগাধ জলে। য়ুমা হ'তে চেয়েছিল ওর ডুবুরি। তাই গুৎমানের জন্মদিনে ও নিজের বাড়িতেই উৎসব-সভা বসায়—আগে আগে গুৎমান ওকে একটু আধটু জর্মন পড়াত না ?—তারই প্রতিদানে—এই ভাব। কিন্তু ওর আয়োজন দেখেই বেশ বোঝা গেল ও উৎসবের জোগাড়যন্ত্র করেছিল একটু বিশেষ যত্নে, বিলক্ষণ খরচ ক'রেই। শ্যাম্পেন, ডিনার, ফুলের মালা—এসব তো বটেই তার ওপর চেম্বার কনসার্ট ও Cigane Musik—বেদেদের সঙ্গীত—বুদাপেস্ত থেকে আমদানি।"

"বলো কি ?"

—"নৈলে বলছি কি হেলেনা। আমি যদিও বাইরের সাজসরঞ্জাম

সচরাচর বড় লক্ষ্য করি না—মানুষের অন্তরের জগৎ নিয়ে চর্চা ক'রে চোখের শক্তি বিশেষ উদ্বৃত্ত থাকে না ব'লে—তবু একেবারে অন্ধ না হ'লে হঠাৎ রঙচঙে ফোয়ারা চোখে পড়েই।"

—"ফোয়ারা ?"

—"হ্যাঁ ওর মস্ত বৈঠকখানায়। কী চমৎকার ক'রে যে সে ফোয়ারাটি বসিয়েছিল—কত রঙের বিজলি বাতি দিয়ে যে সে একটা দেখবার জিনিষ !"

—"তার পর ?"

—"খাওয়া দাওয়া পাশের ঘরে সারা হ'ল। শাম্পেনের তো বান ডেকে গেল। চীনা ও জাপানি রান্না—ব্যবস্থা করেছিল ও নিজে হাতে। সে যে কী অপূর্ব স্বাদ ও সুরভি হেলেনা ! জিভ-ধাঁধানো কথাটা বললে ভাষাবিৎরা মারতে উঠবেন—কিন্তু ঐ কথাটাই বলতে ইচ্ছে হয়।"

—"তারপর ?"

—"গুৎমান য়ুমাকে তার আর্জি জানাল—দু'একটা নতুন নাচ দেখাতে। য়ুমা কটাক্ষ হানল ম্যাককে। সে গুম্ হ'য়ে রইল। অগত্যা য়ুমা বলল : 'আর একদিন দেখাব আপনাকে হের গুৎমান।' ও চকিতে চাইল ম্যাকের দিকে। কী আর করবে সে ? করল য়ুমাকে অনুরোধ।

"এখানে একটা কথা ব'লে রাখা দরকার যে ম্যাক ছিল সামান্য তোৎলা—বিশেষ ক'রে মেয়েদের সামনে সময়ে সময়ে এ তোৎলামি উঠত বেড়ে। ও য়ুমাকে 'Ich werde ent—ent—entzückt sein Fraulein, wenn S—S—Sie—' * বলতে আচম্কা গুৎমান উঠল হেসে। শ্যাম্পেন সে একটু বেশি খেয়েছিলও বটে।

* আমি উল্—উল্—উল্লসিত হব কুমারী, যদি আপ—আপ—আপ।

"ম্যাক দারুণ চ'টে গেল। বলল ইংরিজিতেই : 'I can't speak your|confounded language Herr GutMann—any more than you cañ speak a civilized language.'"

--"সামান্য ঠাট্টায় ?"

· "রাগ হ'লে ম্যাকের কাণ্ডজ্ঞান থাকত না—বলি নি ? একবার রেগে ও একটা ঘোড়াকে জুতোর স্পার দিয়ে মেরেই ফেলেছিল।"

—"আহা—" হেলেনার চোখে ব্যথা ফুটে ওঠে।

—"হ্যাঁ—ওকে কে যেন পেয়ে বসত ওর মেজাজ খারাপ হ'লে।—কিন্তু সে যাক্।···গুৎমানের জন্মদিনে হঠাৎ ওর এতটা ক্ষেপে যাওয়ার জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিল না। শ্যাম্পেন-উষ্ণ গুৎমানের চোখ জ্ব'লে উঠল, সে 'Donnerwetter' * ব'লেই লাফিয়ে উঠল। অম্‌নি য়ুমা তার জামার হাতা ধ'রে টেনে বসিয়ে ম্যাককে পরিষ্কার ইংরিজিতেই বলল : "But nobody expects you to my friend, why must you ? is n't your own language"—ব'লে গুৎমানকে জনান্তিকে বলল কয়েকটা কথা।"

—"তারপর ?"

—"গুৎমানের চোখের বিদ্যুৎ নিভে এল ; সে শান্ত কণ্ঠে ম্যাককে বলল কিছু যেন মনে না করে ইত্যাদি। ম্যাকও যথাসম্ভব ভদ্রসুরে বলল অপরাধ তারই বেশি ইত্যাদি ইত্যাদি।"

—"সর্বরক্ষে—কিন্তু এমন দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠল দুজনেই—মাত্র একটা কথায় ?"

—"বারুদ জমানো কঠিন হেলেনা, সময়ও লাগে কিন্তু ফাটে মুহূর্তে।

* জর্মনদের swearing—'damn it' ধরণের।

তার পরে শুনেছিলাম গূৎমানেরই কাছে যে, ম্যাকের সঙ্গে তার কী একটা কারণে একটু মনকষাকষি চলছিল ক'দিন থেকে। আর কারণটাও না কি ঐ বিশ্বের প্রেয়সী। তাই হয় ত য়ুনার সামনে ওর হাসিতে এমনি বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।"

—"তাই হবে নিশ্চয়। এরূপ ক্ষেত্রে নীল আকাশে নারীস্মৃতির চূর্ণ মেঘ ছেয়েই থাকে—দম্‌কা বাতাসে একত্র হয় ও ঘটে অমনি বৈদ্যুতিক অঘটন।"

—"যা বলেছ।" মলয় হাসে প্রীত সুরে।

—"যাক্ তার পর ?"

—"যা হবার : গুমট এলো ছেয়ে। সবাই কেমন যেন বিমনা— উস্‌খুস্ উস্‌খুস্ ভাব। গূৎমান্ বুঝল। কি একটা অজুহাতে বিদায় নিল—হঠাৎ।"

—"অম্‌নি গুমট গেল কেটে, এই তো ?"

"অত সহজে না। কেটেছিল অবশ্য—কিন্তু প্রধানত য়ুনারই মলয়-প্রসাদে।

—"শুধু কথার মন্দানিল ?"

—"না, সঙ্গে কটাক্ষের আভা, হাসির ঝরণা, নাচের ছন্দ সবই ছিল অবশ্য।"

—"তাই বলো।"

—"সত্যিই সে বলার মতন কাহিনী হেলেনা,—কেবল বলা যায় না এই যা দুঃখ। য়ুনার সে অবর্ণনীয় মিষ্টতা একটা অনুভূতি—অভিজ্ঞতা—সত্যি। ম্যাক ওকে পরে বলেছিল যে ওকে এতদিন সে জেনেছিল লাবণ্যময়ী ব'লে —সেদিনই প্রথম চিনল সুষমাময়ী রূপে।"

—"আর তৎক্ষণাৎ নব পরিচয়ের শুভদৃষ্টি, কি না ?"

—"অবিকল। ম্যাক বলত এ-দিনটা ওর জীবনের ছিল যেন একটা মোড়বদল।"

—"সে শুনব পরে—যথাস্থানে। এখনো বলো সেদিন কী ঘটল তার পর ?"

—"তার পর যুমা ওকে দেখাল রকমারি নাচ। সঙ্গে কত সরস গল্প —anecdote—নিষ্প্রভ তুচ্ছ কথাকে কণ্ঠভঙ্গিতে স্বরমাধুর্যে কটাক্ষে চিকিয়ে তোলা—হাসি, রংদার উত্তর প্রত্যুত্তর—বলছিলাম না সে একটা অভিজ্ঞতা ? গাইশা শিক্ষাদীক্ষার সে কী বিদ্যুদ্দীপ্তি যে ওর ভাবে ভঙ্গিতে ও ঝরালো সেদিন !—আর যখন মনপ্রাণ ওর হাবভাবে রসিয়ে টস্ টস্ ক'রে উঠেছে ঠিক সেই চরম মুহূর্তে স্থরু করল নাচ।

"আমাদের দেহও যে এমনতর সুষমা বিকীরণ করতে পারে," মলয় ব'লে চলে আবিষ্ট স্থরে, "যেমন ফুল বিকীরণ করে সুবাস…এমন স্বচ্ছন্দে …এমন নিস্পৃহভাবে…একথা সেদিন যেমন উজ্জ্বলভাবে উপলব্ধি করেছিলাম তেমন ক'রে আর কখনো করব কি না জানি না।"

—"উজ্জ্বল ?"

—"সত্যিই উজ্জ্বল। বিশেষ ক'রে এই দেহের তমসের কথা ভেবে যখন দুঃখ পাই তখন নৃত্যের বিদ্যুদ্দীপ্তির কাছে, গতির মাদকতার কাছে কী কৃতজ্ঞ যে মনে হয় হেলেনা। আমাদের কি কম দুঃখ দেয় এই খাঁচাটা ? কম অশুচি মনে হয় নিজেকে এরই হাজারো গ্লানির জন্যে ?"

হেলেনা ওর মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে বলল : "কিন্তু বিদ্যুৎ-শিহরণের জন্যে শুধু কি নৃত্যের কাছেই ঋণী আমরা ?"

মলয় ওর চোখের 'পরে চোখ রেখে বলল: "আমি বুঝেছি হেলেনা কেন তোমার বাধছে।"

—"বাধা কি অন্যায়?" হেলেনা বলে কুণ্ঠিত স্বরে।

—"না। কিন্তু—খোলাখুলি বলব?"

—"সেই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছ মনে নেই?"

—"আমার সত্যি সময়ে সময়ে মনে হয় হেলেনা যে দেহের জড়তাবোধ সবচেয়ে সহজে ঘোচে নৃত্যের আনন্দে—এমন কি···এমন কি প্রেমের আনন্দের চেয়েও।"

হেলেনা কী বলতে গিয়ে মুখ নিচু করে।

মলয় ওর হাতের 'পরে হাত রেখে বলে: "আমাকে ভুল বুঝো না লক্ষ্মীটি। আমি একথা বলিনা যে প্রেমের স্পর্শে দেহের মন্থরতার গ্লানি একটুও কাটে না। কাটে বৈকি—অনেকটা। ভালো যে একবারও বেসেছে সে জানে প্রেমের জাদুতে জড়দেহের অণুতে অণুতে বিদ্যুৎ জেগে ওঠে। কিন্তু···"

—"থামলে যে?"

—"কিন্তু বিদ্যুতে শুধু তো আলোই নেই, তাপের ছোঁয়াচও যে রয়েছে অব্যবহিতভাবে।"

—"কোন্‌টা বেশি?"

—"এ বেশি-কমের কথা নয় হেলেনা—এ হ'ল ভাগাভাগির কথা। প্রেমের স্পর্শে মনপ্রাণ পায় বটে বিদ্যুতের আলোক-উল্লাস—কিন্তু খতিয়ে দেহে বর্তায় ওর তাপটুকুরই উত্তেজনা—অঙ্গারের অবসাদ। প্রেমের অনুভব স্রষ্টা; মানি—কিন্তু সে-সুরের সরিক হয় মন, প্রাণেও বাঁশি বাজে মানি—কিন্তু দেহ থাকে যে-তিমিরে প্রায় সেই তিমিরেই।"

—"সত্যিই কি তিমিরে ?"

"নয় ? ভেবে দেখ দেখি। প্রেম দেহকে কত ভরসা দেয় তার কানে কত আশ্বাসের কুহুধ্বনি করে—কিন্তু সে বাসন্তী কূজন সুরেলা থাকে ক'টা দিন ? শপথ ক'রে এ-জগতে এত বেশি শপথ ভাঙে আর কে ? যাকে কাছে এনে দেবে বলে সে-ই তো সব আগে যায় দূরে স'রে—মিলনের মেলা বসতে না বসতে খেলা ভাঙে—তাসের ঘর পড়ে ধ্ব'সে—ছোট্ট অন্তরায়ও দেখতে দেখতে হয় বিপুলকায়।"

"সাধে কি," মলয় ব'লে চলে একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "আমাদের বৈষ্ণব কবি গেয়েছিলেন যে কৃষ্ণ যখন রাধাকে নিবিড় বাহুবন্ধনে বেঁধে 'দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ' হ'তে চেয়েছিলেন তখন দয়িতার কণ্ঠের একটি চিকণ স্বর্ণহারও হয়ে উঠেছিল দুস্তর বাধা। প্রেমের ঐকান্তিকতার স্বপ্নে এ-বাধা কমবেশি সবাই কি বোধ করে না হেলেনা ? দেহের প্রতি কণিকা যখন চায় রসের আবেশে গ'লে যেতে—আলোতে আভাময় হ'য়ে উঠতে—অনুভবগাঢ়তায় চিন্ময় হয়ে উঠতে—ঠিক তখনই স্থূলতা এসে পথ আগলে দাঁড়ায় না কি ? বিদ্যুতের ঝিলিক নিভে অন্ধকার আসে না কি আরো অন্ধ হ'য়ে ?"

—"একথা যদি মেনেও নিই তাহ'লেও কি বলা চলে যে, নৃত্য প্রেমের চেয়ে বড় অনুভূতি ?"

"—তাতো বলি নি আমি। কেন না প্রেমের অনুভবে দেহের বাদ সাধার কথাটাই তো একমাত্র কথা নয়। আমি এ-তুলনা করতে চেয়েছি শুধু এই অভিজ্ঞতাটির 'পরে জোর দিতে চেয়ে যে, প্রেমের বেলায় যে দেহ হয় আড়াল, নৃত্যের ছন্দলোকে রূপরাগে সেই দেহই রচে জাদু-মন্ত্র। তখন তাকে মনে হয় না আর মাটির কায়া, মনে হয়—এই জড় মেদবহুল কীটের

আবাস, আঁধারের আধারটাই রূপান্তরিত হয়ে গেছে কোন্ এক ঢেউয়ের দোলে, হাওয়ার আদরে, রূপের শিহরণে। সত্যি বলতে কি তখন দেহ আর দেহই থাকে না—হ'য়ে ওঠে এক বৈদেহী জ্যোতির্মণ্ডল যেন—যাকে না যায় ধরা, না যায় ছোঁওয়া, অথচ মন আশ্চর্য হ'য়ে অঙ্গীকার করে অধরাকে পেয়েছি, প্রাণ ঘোষণা করে দুর্লভকে মিলেছে, ইন্দ্রিয় স্তব জুড়ে দেয় : যার পরশে ধূলোও হয় সোনা, স্থাণুও হয় নীলিমা, কঙ্করে জেগে ওঠে পঙ্কজ—"

হঠাৎ হেলেনার ম্লান মুখ ওর চোখে পড়ে। মলয় চম্‌কে উঠে কথাটা অসমাপ্ত রেখেই বলে : "কী ?"

—"না না মলয়—বলো।"

—"না থাক্।"

—"না—বলতেই হবে।"

—"কী বলব বলো ?"

হেলেনা ওর চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে খানিকক্ষণ। তার পর বলে : "ভাবছ আমি দুঃখ পাব আরো বললে ?"

মলয় একটু হেসেই গম্ভীর হ'য়ে বলে : "তাহলে কি একেবারেই ভুল ভাবা হবে ?"

হেলেনা মুখ নিচু ক'রে বলে : "না। একথা আমি মানি যে প্রেমের দৈহিক মিলনে বিদ্যুৎ আছে কিন্তু রূপাভাষ নেই। কিন্তু—" হঠাৎ মুখ তোলে ও : "একথা কি তুমিও মানো না যে নৃত্যে দেহের সার্থকতা যে-দিকে বেঁক নেয় প্রেমের সার্থকতা সে-দিক্ দিয়েই ঘেঁষে না ?"

—"আর একটু প্রাঞ্জল ক'রে বলবে ?"

—"বলা একটু কঠিন যে।" হেলেনার কণ্ঠস্বরে কুণ্ঠা ওঠে বেজে।

—"তবু ?"

হেলেনা সহসা স্বচ্ছ কণ্ঠে বলে : "প্রেমের খোঁজাখুঁজি স্পর্শলোকে নৃত্যের সভা রূপলোকে—এইভাবে যদি বলি তাহ'লে বোধ হয় আর ব্যাখ্যা করতে হবে না ?"

মলয় স্নিগ্ধ হেসে ওর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয় : "না হেলেনা। অন্তত প্রেমিকের কাছে নয়। কিন্তু—"

—"কী ? বলো।"

—"ভয়ে, না নির্ভয়ে ?"

হেলেনা হাসে : "কাঁপতে কাঁপতে বললেও আমার আপত্তি নেই কেবল সাফাইটা জবর হওয়া চাই।"

মলয়ও হাসে : "সে-ভরসা দিতে পারি না—তবে প্রাঞ্জল হবে এ নিশ্চয়।"

—"তাই সই।"

মলয় একটু চুপ ক'রে থেকে বলে : "কি জানো হেলেনা—বাস্তববাদীরা যতই রোখ করুন না কেন অনুভবলোকে স্থূল ও সূক্ষ্মের ভেদ আছেই।"

—"মাপকাটি ?"

—"শান্তির স্থায়িতা, তৃপ্তির গভীরতা।"

—"অর্থাৎ ?"

—"অর্থাৎ—যতই বলো না কেন ত্বকের আনন্দ দৃষ্টির আনন্দ শ্রুতির আনন্দের চেয়ে স্থূল। তাই ভোজন নিয়ে দেহসঙ্গম নিয়ে প্রথম শ্রেণীর কাব্য হয় না—কিন্তু রূপের স্পন্দন ধ্বনির স্পন্দন নিয়ে প্রথম শ্রেণীর কাব্য শিল্প গ'ড়ে ওঠে কেন না ওদের আবেদন এতটা স্থূল নয় !"

—"কিন্তু একটাকে নিয়ে শিল্প হ'লে অন্যটাকে নিয়েই বা হবে না কেন ?"

—"কেন—বলা শক্ত। অন্তত জোর ক'রে কিছু না বলাই নিরাপদ। তবে এটা বোধ হয় বলা চলে যে মানুষের যে-সব নেশার পিছনে জৈব প্রবৃত্তির তাড়না আছে—হঠাৎ যাকে বলি জরুরি প্রয়োজন—নেসেসিটি—সে-সব ক্ষেত্রে মানুষ মূর্ত নয়—তাই সঙ্গম ভোজন পান নিশ্বাস নেওয়া প্রভৃতি দৈহিক আনন্দ নিজের নিজের সীমা ডিঙিয়ে যেতে পারে না। এদিকে অসীমের আভাষ না জানলে তো শিল্প হয় না—মুক্তিও তো আপনাকে উপলব্ধি করতে চায় ঐ পথেই।"

—"বাঃ! প্রেম নিয়ে কাব্য হয় নি? শিল্প হয় নি?"

—"হয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ সে-প্রেম ত্বকের এলাকায় বাঁধা রইল ততক্ষণ নয় মনে রেখো। অনেক ইন্দ্রিয়বিলাসী শিল্পী এতে দারুণ রেগে উঠে গোঁ ধ'রে দেহের সমস্ত গ্লানিকর ক্রিয়াকাণ্ডকেই আঁকতে ঝুঁকেছেন মানি—কিন্তু সে-রোখে তাপেরই আঁচ লেগেছে, আলোর ছোঁয়াচ না। তাঁরা যতই ফোঁশফাঁশ করুন না কেন শেষটায় সবাইকেই হাল ছেড়ে দিতে হয়েছে, মানতে হয়েছে যে ইন্দ্রিয় যতক্ষণ না অতীন্দ্রিয়কে দোসর পায় ততক্ষণ তার নিজের বিলাসও হয় ব্যর্থ। তাই তো স্পর্শোন্মুখ প্রেম নিয়ে যত মাতামাতি তার দশগুণ হাহাকার—বলত ম্যাক।"

—"কিন্তু স্পর্শোন্মুখ প্রেমে—"

—"দেহ কি সত্যিই মুক্তি দেয়? রূপপূজারী শিল্পের সঙ্গে তুলনা করলেই একথা বুঝতে পারবে। যখন আনা পাভলোভার নৃত্য দেখি বা লুভ্রে ভিনাসের প্রস্তরমূর্তি দেখি তখন সত্যিই নারীর দেহসুষমার নির্যাস উপভোগ করি না কি? অথচ প্রকৃতির কোনো অভিসন্ধিতে নয়—কোনো জরুরি প্রয়োজনের তাগিদে নয়। আমি সত্যি জানি এমন অনেক চিত্রকরকে যাঁরা নগ্ন নারীমূর্তি আঁকতে পারেন সম্পূর্ণ অনাসক্ত দর্শনের

আনন্দে। মানে অনাবশ্যক সৃষ্টির আনন্দে! এখানে যে তাঁরা কর্তা—কাজেই স্রষ্টা। কিন্তু স্পর্শোন্মুখ প্রেমের যে-আনন্দ সেখানে তো আমরা কর্তা নই হেলেনা—প্রকৃতির একটা নিহিত প্রয়োজন আমাদের চালায়—যদিও এ-অভিসন্ধি সে প্রাণপণে গোপন রাখে, হাজারো রঙিন প্রবোধ, উজ্জ্বল আশা, স্তোকবাক্য, বড় বড় বুলির সাহায্যে সে কাজ হাসিল করতে চায় কি না। কারণ মুখে যা-ই বলি না কেন হেলেনা, প্রেমে যখন দেহকে ডাক দেওয়া হয় তখন এ-দেহ আমাদেরকে দিয়ে কী চাওয়ায় বলো তো? শিল্পীর অনাসক্তি? স্নেহের মুক্তি? না একটা লুব্ধ পরাধীন শঙ্কিত কাড়াকাড়ির তৃষ্ণা!"

হেলেনা বলল: "তোমার একথাটা···শুনতে···কী বলব?···ভালোই অথচ কিরকম যেন···কী ক'রে জানাই···ঝাপসা···অবাস্তব···একপেশো। লক্ষ্মীটি, রাগ কোরো না—"

—"না না। রাগ করব কেন? আমি কি জানি না এ-ধরণের কথাকে আধুনিক মনের কাছে একটু সেকেলে মনে হওয়াও বিচিত্র নয়—"

হেলেনা বাধা দিয়ে বলল: "না না মলয়—তা আমি বলতে চাই নি—আর কোনো কথা সেকেলে হ'লেই যে নামঞ্জুর এ-ও তো কোনো গভীরদর্শী সন্ধানীই বলেন না—বলতে পারেন না। কোনো সত্যের যাচাই তো তার বয়সের হিসেবে নেই—আসল প্রশ্ন হচ্ছে এটা সত্য কি না—অর্থাৎ মানুষের গভীর অভিজ্ঞতার এজাহার এ-ই কি না।"

—"তোমার বিশ্বাস—নয়, এই তো?"

—"অত জোর ক'রে বলতে চাই না। তবে মনে হয় না হ'তেও পারে।"

—"কেন মনে হয় বলবে?"

হেলেনা চিন্তাক্লিষ্ট সুরে বলল : "বলতে তো চাই মলয়, কিন্তু বলতে কি পারি? তবু চেষ্টা করব। শোনো।"

ব'লে খানিক চুপ ক'রে ভাবল একমনে, তার পরে বলল : "কি রকম জানো? আমার মনে হয় প্রথম কথা এই যে, সত্য যত উর্ধ্বজগতের হোক না কেন এই মাটির জগতে তার কোনো প্রত্যক্ষ মূর্তি, কোনো রূপের প্রতীক না মিললে তাকে বড় জোর পূজা করা যায়—তার ফলও হয়ত ফলে নানা সূত্রে—কিন্তু তার সার্থকতাকে মনপ্রাণ পূরো মেনে নিতে পারে না।"

—"ঠিক কী বলতে চাইছ আর একটু—"

—"ধরো শুনি অনেক তারার আলো আছে যা পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় নি। পৌঁছয় নি ব'লেই তাদের অস্তিত্ব নেই এ-কথা বলা চলে না, কিন্তু যতক্ষণ না পৌঁছল ততক্ষণ সে আছে জেনে তথ্যগত জ্ঞানের পরিসর বাড়লেও উপলব্ধিগত জ্ঞানের সমৃদ্ধি বাড়ে না। বটে তো?"

"—তা তো বটেই। কিন্তু—"

—"ঠিক এই কথাই আমার মনে হয় যাকে তুমি বলছ দেহের চেতনা তারও সম্বন্ধে। দেহ এক দিকে আত্মিক পরমানন্দের বাধা বৈ কি—অথচ আবার এই দেহের মধ্যে কোনো আনন্দ যদি নামতে না পারে তবে তাকে পূরো মেনে নেওয়া কঠিন। সূর্যের আলো বহুদূরে···তবু সে তো মাটির অতলতলের ছায়াগহ্বরেই জোগায় তার আলোর প্রত্যক্ষ রস, আর জোগায় ব'লেই না সে বিভাবসু—আলোর আলো। সে যদি দূরে থাকত এই খেদে যে ভূগর্ভে নামলে তার কিরণের কিরণত্ব অনেকটা বাজেয়াপ্ত অনেকটা আবিল হ'য়ে যায় তাহ'লে কী বলবে? ··বুঝতে পারছ কি—কোথায় আমার বাধছে?"

—"এবার বোধ হয় একটু একটু পারছি," বলে মলয় চিন্তিতসুরে,

"তুমি বলতে চাইছ তো যে মাটির কাছে সূর্যের সূর্যত্ব মঞ্জুর কেবল তখনই যখন মাটির অজস্র বিকৃতি, কাঁকর, জড়তা ও আঁধারের গ্লানি সত্ত্বেও সে ওর বুকে মুক্তিফুল ফোটাতে পারল ?"

—"অবিকল।—কেবল একটু জুড়ে দিতে হবে আরো: শুধু ফুল ফোটানোই নয়। মাটির বিকৃতিকেও তার করতে হবে ঋজু, আঁধারের গ্লানিকে—শৃঙ্খলকেও করতে হবে জ্যোতির নূপুর। প্রেমের আনন্দ দেহের অতীত রাজ্যে স্বয়ংপ্রভ একথা আমি অস্বীকার করি না—সূর্য আকাশে সবচেয়ে উজ্জ্বল, বটেই তো—কিন্তু তাই ব'লে সে-আনন্দ যদি দেহের কোঠায় এসে দেহের মাটিতেও খানিকটা আনন্দের ফুল না ফোটাতে পারে তবে তাকে পূরো মানি কী ক'রে ?"

মলয় কী বলতে গিয়ে চুপ ক'রে গেল।

হেলেনা ওর দিকে একটু চেয়ে রইল উত্তরের জন্যে, পরে বলল: "আমার কি মনে হয় শুনবে? কেবল মনে রেখো যে, আমার মতামত গ'ড়ে ওঠেনি পুরোপুরি: আমি খুঁজছি মাত্র—আর যেটুকু আলো পাচ্ছি তা দিয়ে রসের খোরাক সৃষ্টি করার চেষ্টা পাচ্ছি এই—"

—"মনে রাখব গো রাখব," মলয় স্নিগ্ধ হাসে, "কারণ আমিও প্রজ্ঞাবান্ অভ্রান্তির দাবি করছি না—আমিও সন্ধানী সাধকের বাড়া কিছুই নই—না সিদ্ধ না ঋষি। তুমি বলো। বেশ লাগছে—সত্যিই।"

"ধন্যবাদ"—ব'লে হেলেনা চিন্তিত সুরে ব'লে চলে: "আমার মনে হয়, আমরা এ যাবৎ দেহ ও আত্মা, আকাশ ও মাটি, আলো ও আঁধারের মধ্যে একটা চিরন্তন অহি-নকুল-ভাব স্বতঃসিদ্ধের মতনই ধ'রে নিয়েছি। তাই এটা ধরতে পাইনি যে নিচুর মধ্যে উঁচু নবজন্ম নিয়ে নিজের ঊর্ধ্বসত্তাকে নতুন ক'রে পায় ব'লেই বিশ্বলীলায় উঁচু নিচুর অশ্রান্ত মনোবদলের উৎসব

চলেছে। যদি না চলত তবে না থাকত বিরোধ, না থাকত সমস্যা : সূর্যদেব উড়তেন আকাশে, পাঁক ডুবত পাতালে। কিন্তু সূর্য অমন পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও অহর্নিশ পাঁকের মধ্যে নামেন ব'লেই চলে জীবন। তেমনি প্রেমের দেহাতীত একটা অভিব্যক্তি আছে ব'লেই সিদ্ধান্ত করা চলে না যে সে দেহের মধ্যে আনন্দ খুঁজলে হতেই হবে মহতী বিনষ্টিঃ। একথাটা অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে প্রেমের রবি যতই উঁচু হোক না কেন দেহের পাঁকের মধ্যে ফুলের ছবি আঁকার দায়িত্ব তা'র আছেই। কাজেই এ-দায়িত্ব যদি তিনি না মানেন তবে নিজের সতীত্ব নিয়ে হাজার শুচিস্মিতী হ'য়ে দূরে থাকুন না কেন—তিনি চরম পরীক্ষায় ফেল মারলেন একথা বললে হয়ত খুব ভুল বলা হবে না। দেহের আনন্দ এত প্রত্যক্ষ, এত অবিসংবাদিত, এত তীব্র ব'লেই দেহাতীত প্রেমের এত লোভ তার দেহের ধুলোবালির গ্লানির মধ্যেই নিজের গগনগরিমাকে নতুন ছটায় নব ভূমিকায় দেখবার। বুঝলে কি ?"

—"বুঝেছি হেলেনা," বলে মলয় চিন্তিত স্বরে,"আর একথা যে আমারও মনে হয় নি তা নয় বিশ্বাস কোরো। কারণ···"

একটু থেমে : "প্রতি প্রত্যক্ষ আনন্দেই বিস্ময়ের উপাদান আছে, নইলে আয়াগোর জিঘাংসায়, মাকবেথের নরহত্যায়, সীজারের দিগ্বিজয়েও মানুষ আনন্দে শিউরে উঠত না—জীবনে না হোক শিল্পে। কিন্তু ও-প্রশ্নের কোনো সমাধান করতে পারি নি কেন জানো ?"

—"কেন ?"

—"এই জন্যে যে যে-আনন্দ যত তীব্র সে-আনন্দ যে তত গভীর একথা সত্য নয়। শুধু তাই নয়, দেহের আনন্দের মধ্যে একটা উপহাস আছে। তোমার হাতের রান্না উপাদেয় চপ যখন খাই জিভ আনন্দ পায় না বললে

চপ-হারাম হওয়ার প্রত্যবায়ে নরকে যাব এ নিশ্চয়। কিন্তু তবু একথা সত্য যে এ চপানন্দ তীব্র হ'লেও গভীর নয়। তোমার একটা ছোট্ট চাওনি বা কণ্ঠের একটা স্নিগ্ধ সম্ভাষণ যে আনন্দ বহন ক'রে আনে তার তুলনায় চপানন্দ ঢের বেশি প্রত্যক্ষ তীব্র ও কংক্রীট হলেও তোমার দৃষ্টি বা কণ্ঠস্বরের আনন্দ গভীরতর।"

—"তা বটে, কিন্তু—"

—"শোনো—কথাটা আমার শেষ হয় নি। আমি সেজন্যে চপানন্দ ছাড়তে বলি না—কিন্তু চপানন্দের মুস্কিল এই যে সে উচ্চতর সূক্ষ্মতর আনন্দের স্তরে উঠতে চেতনাকে বাধা দেয়। যৌন আনন্দের সম্বন্ধে একথা আরও বেশি সত্য—কারণ এ-আনন্দের দাম দিতে হয় দেহের সবচেয়ে মূল্যবান্ সম্পদ দিয়ে। দেহের আনন্দের যে পরিণতি আমাদের অধিগম্য হ'তে পারে, এই অমৃত-সম্পদের ঠিক চাষ না করলে সে-পরিণতি হ'য়ে ওঠে অসম্ভব—মানে এ-সম্পদের অপব্যয় করলে। এটা মিস্‌টিকরা যুগে যুগে দেশে দেশে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছেন ব'লেই ব্রহ্মচর্যের—সেকেলে কথাটা ফের ক্ষমা কোরো—সত্যতাকে অস্বীকার করাও হবে তেমনি গায়ের জোর যেমন গায়ের জোর হবে বলছ প্রেমে দেহানন্দকে অস্বীকার করলে।"

—"বেশ লাগছে এবার আমারও কারো মিয়ো—তবে আর একটু বুঝিয়ে বলো—আমি ধৈর্য ধরি।"

মলয় চিন্তিত সুরে বলল: "আমার বক্তব্যটা পরিষ্কার ক'রে বলা বেশ একটু কঠিন হেলেনা—"

—"চেষ্টার অসাধ্য কার্য নেই এ হ'ল লাখ কথার এক কথা।"

মলয় একটু আনমনা ভঙ্গিতে হেসেই গম্ভীর হ'য়ে বলল: "কি জানো ?

প্রেমে দেহের আনন্দ সম্বন্ধে আমার সংশয় নেই একটুও। আমার সংশয় আগে যখন আমি ভাবি সংসারে অধিগম্য ধ্রুব আনন্দকে পেতে চাওয়াই বড়—না, অধ্রুবের জন্যে ধ্রুবকে ছাড়াই বড় ?"

—"আনন্দ যদি ধ্রুব হয়—"

—"শুধ্ ধ্রুব হ'লেই তো হ'ল না হেলেনা—সে-আনন্দের জন্যে কী দাম দিচ্ছি সে-হিসেবও তো অবান্তর নয়।"

—"মানে ?"

—"দেহানন্দ পেতে হ'লে উচ্চতর নির্বাসনা আনন্দের স্তর থেকে চৈতন্যকে নেমে আসতে হয় না কি আসক্তিম্লান দেহের স্তরে ?—একটা দৃষ্টান্ত দেই : ধরো যুদ্ধবিগ্রহের আনন্দ বা জিঘাংসার আনন্দ। গায়ের জোরে একথা বলাটা হবে বোকামি যে এ সবে শুধু দুঃখই সার। তা-ই যদি হ'ত তবে এরা আজো এমন ভাবে জগৎজোড়া হ'য়ে থাকতে পারত না। এসবে তৃপ্তি না থাক নেশার উত্তেজনার ক্ষণিক সুখ আছেই। কিন্তু তবু এ তো বলা চলে যে ঘাতকবৃত্তির আনন্দ হ'ল পাশবিক আনন্দ, কাজেই মানুষের সাজে না ?"

—"নিশ্চয়ই।"

—"তাহ'লে এ-ও তোমাকে মানতে হবে যে এ-পাশবিক আনন্দ মানুষকে কিনতে হয় তার মনুষ্যত্বেরই শুল্ক দিয়ে—কেননা কিছুর বদ্‌লি বিনা এ-জগতে কিছু মেলে না। বটে তো ?"

—"মানলাম। কিন্তু এ শুল্ক দেওয়ার তাৎপর্যটি ঠিক্ কী ?"

—"একটা বড় চেতনালোক থেকে ছোট চেতনালোকে নেমে আসা ছাড়া আর কী বলতে পারি বলো ?"

—"এটা কিন্তু একটু ঝাপসা লাগছে মলয়।"

—"আর একটা উদাহরণ নেও তাহ'লে। ধরো কবি বা সঙ্গীতকারের কাব্যচেতনা। কে না জানে এ-চেতনায় উঠতে হ'লে কবিকে শিল্পীকে বহু সাধনা করতে হয়—মানে অনেক সস্তা সুখ-ছাড়ার দাম দিতে হয় কাব্যসুখের জন্যে। মিলছে কি না?"

—"মিলছে।"

—"বেশ। কিন্তু ধরো যদি কবি সঙ্গীতকার বায়না নেন যে সাংসারিক পরচর্চা দলাদলি মারামারি হাজারো হৈ-চৈ এর হট্টগোলের আনন্দও তো আছেই আছে—তাহ'লে কি তাঁকে বলা চলবে না যে আছে কিন্তু সাবধান বন্ধু, এ আনন্দ যদি তুমি চাও তবে তার শুল্ক দিতে হবে তোমার কাব্য-চেতনা দিয়ে সাঙ্গীতিক চেতনা দিয়ে মনে রেখো—কেননা সংসারীর যা স্বধর্ম তোমাদের তাই-ই পরধর্ম।"

হেলেনা চিন্তিত সুরে বলে: "কথাটাকে ঠিক এদিক দিয়ে ভেবে দেখি নি কখনো।—কিন্তু—তুমি অনাসক্তির উপর জোর দিলে বারবারই, অথচ—মানে—স্পর্শোন্মুখ প্রেম কি দেহ সম্বন্ধে অনাসক্ত হ'তে পারেই না?"

মলয় সন্দিগ্ধ সুরে বলে: "তেমন প্রেমিক কোটিতে গোটিক হয়ত মিলতে পারেও বা হঠাৎ—দুনিয়া কুঁড়লে—"

—"অর্থাৎ ইউটোপিয়া—বলতে চাইছ প্রকারান্তরে?"

—"না ব'লে করি কি বলো?—এমন অহর্নিশই দেখছি যে মানুষকে দেহের চেতনায় বাঁধা রাখবার জন্যে প্রকৃতির বিপুল ষড়যন্ত্র ও সূক্ষ্ম ছলা-কলার সীমা নেই বললেই হয়।"

—"একটু বিশদ ক'রে বলবে ষড়যন্ত্র বলতে ঠিক কী বলছ আর ছলা-কলা বলতেই বা কী ইঙ্গিত করছ?"

—"সেদিনকার কাহিনীটার ব্যাখ্যানেই মিলবে তোমার এ-প্রশ্নের উত্তর। কারণ দেহের স্পর্শোন্মুখতার লীলামাহাত্ম্য আমি সেদিন প্রথম বুঝি হাড়ে হাড়ে। কিন্তু ঐ দেখ—গল্প কোথায় যে ভেসে গেছে—দার্শনিকতার তোড়ে।"

হেলেনা হাসে : "স্বধর্ম কথাটা এইমাত্র বলছিলে না গবেষক মহারাজ? গল্পী হবে কি না শেষটায় তুমি! হায় রে হায়!"

দুজনেই হাসে।

২

মলয় বলল : "সন্ধ্যার আলো যতই নিভে আসে য়ুমা ততই ওঠে ঝিক-মিকিয়ে। নাচ গান গল্পের জোয়ার—না, বলা উচিত বন্যা প্লাবন যায় ব'য়ে। তবু যারই আছে সুরু তারই আছে সারা : এমন সময় এল বৈ কি যখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের প্রস্থানের কথাটা উঁকি দিতে লাগল। এ-হেন সন্ধিলগ্নে হঠাৎ গৃৎমানের পুনরাবির্ভাব।"

—"গৃৎমান্!"

—"হ্যাঁ। ম্যাকের সঙ্গে তার রাতের ট্রেনে ফ্রাঙ্কফোর্ট যাবার কথা ছিল—একেবারে পাকা নয়—তবু প্রায় স্থিরই ছিল। ম্যাকের খুব ইচ্ছা দেখলাম না—কিন্তু খানিক আগেই গৃৎমান্‌কে আঘাত করেছে, এখন প্রায়শ্চিত্তের পালা। সুতরাং উঠতে হ'ল।"

—"নায়কনায়িকাকে নাটমঞ্চের একাধিপত্য ছেড়ে দিয়ে?"

—"তখনও এ-মাননীয় পদবী আমরা অর্জন করি নি," মলয় হাসে, "মানে, আমি না—কেননা য়ুমাকে অবশ্য নায়িকা ছাড়া অন্য কোনো ভূমিকায় কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু—"

—"সে-রাত্রে তোমারও পদবৃদ্ধি হ'ল বৈকি, এই তো?"

—"হ'ত না হয়ত যদি আমি আমার প্রস্থানের সঙ্কল্প বজায় রাখতে পারতাম—কারণ আমার মনে কী একটা স্বর যেন বলছিল—সময় এসেছে বন্ধু সাবধান—আর না। বাইবেলের কথা কেন জানি না কেবলই কানে গুনগুনিয়ে উঠছিল : 'Lead us not unto temptation.'"

"তবু," মলয় ব'লে চলে, "কি একটা তাড়না যেন অলক্ষ্যে থেকে ঠেলছিল আমাকে ঐ প্রলোভনেরই দিকে। কাজেই আমি উঠতেই যুথা যেই বলল: 'তোমার তো আর কোনো ফোর্টে কামান দাগতে যেতে হবে না– না হয় এখানেই আর একটু শান্ত হ'য়ে বসলে'—"

—"সে-ই পলাতক মীন জালকে আঁকড়ে ধরলেন, কেমন?"

—"অতটা বলা ভালো কি?"

—"তবে না হয় বলি ছাড়া মাছ জেনেশুনেই গিলল বাঁধা টোপ।"

—"সত্যি না, হেলেনা, বিশ্বাস কোরো। কারণ—"

—"কী?"

মলয় ঈষৎ কুণ্ঠিত সুরে বলল: "এসব কথা বলতে বাধে যে—"

"—ফে—র? যাও আর কক্ষনো—"

—"আচ্ছা আচ্ছা বলছি শোনো," মলয়ের মুখের চেহারা বদ্‌লে যায়, "তোমাকে বলেছি, ছেলেবেলা থেকে অনেক সময়েই নানারকম আলো মূর্তি প্রভৃতির যেন ছায়াবাজি হ'ত আমার চোখের সাম্‌নে। এই সময়ে এসব ছায়া যেন আরো একটু কায়া ধরেছিল। সেদিনই হঠাৎ একটা সময়ে এই ধরণের একটা গর্ভাঙ্ক আমার মানসমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল, শুনলেই বা।"

কৌতূহলে হেলেনার মুখ নিবিড় হ'য়ে ওঠে।

"দেখলাম যেন একটা তুষার-শুভ্র আলোর হিল্লোল সুমুখ ভাগে চলেছে সরল রেখায়। তাদের মধ্যে কতরকম রং যে···নীল পীত সবুজ গৈরিক··· কত রকম বিস্ফারণ নিয়ে ভেসে চলেছে···সমুদ্রের বুকে ঢেউ যেমন অনেকখানি বিস্তৃতি নিয়ে ফুলে ওঠে না, অনেকটা সেইরকম কদমে। হঠাৎ দেখলাম একটা সারে দুটো আলোর অর্ধচন্দ্রের মাঝে লুকিয়ে কালোর একটি কেন্দ্র দুলছে। প্রতি অর্ধচন্দ্র তাতে নিষ্কাশিত করতে চায়—কিন্তু পেরেও

যেন পারে না—যেন চায় না। গতি তাদের তাই থামে থেকে থেকে···
এরা দেয় বাধা যেন···তবু আবার শুভ্র গতির প্রেরণায় চলে ওরা।···

"হঠাৎ—সেই কালোর কণিকাটি একটা থমকানির প্রশ্রয় পেয়ে দুটো অর্ধচন্দ্রকে পরস্পরের পানে দিল টেনে। এ দুটো ইতিপূর্ব্বে চলেছিল ঋজু শুভ্র রেখায়, অথচ মধ্যে ফাঁক ছিল। তবু চলেছিল যেন গতির আনন্দেই পরস্পরের মৈত্রীর সুখাবেশে! পরস্পরের বুকে দেখেছিল ওরা রক্তের লাস্য লীলা···আর সেই অনুভবে ওদের পায়ে বেজে উঠেছিল সুখাভিসারের নূপুর।···কিন্তু কৃষ্ণ কণাটির পরামর্শে দর্শনের গতির অনাসক্ত আনন্দ ছেড়ে যে-ই পরস্পরের আসক্তির স্পর্শ চাইল সে-ই 'ওদের অর্ধচন্দ্র দুটো মিলল এসে: অমনি ওদের শুভ্রতা ধীরে ধীরে ধূসর হ'য়ে শেষটায় একটা ধূমল জ্বালায় পড়ল ফেটে।"

—"ধূমল জ্বালা ?"

—"জ্বালা বললে ঠিক যা বোঝায় তা নয়—এসব দর্শন বর্ণনা করা এত মুস্কিল—কেন না ঠিক জ্বালা তো নয়—অথচ জ্বালা বা পিঙ্গলাভ আঁচ ছাড়া অন্য কোনো কথাও খুঁজে পাচ্ছি না।"

—"ঠিক কখন দেখলে সেদিন ?"

"সকালে, শাতোর সাম্‌নে—একটা গাছের তলায় শুয়ে ভাবছিলাম এমন সময়ে।"

—"তার পর ?"

—"কি জানি কেন মনে হ'ল—আজ ঘুমার নিমন্ত্রণ না নিলেই ভালো হবে। ঐ আলোর অর্ধচন্দ্রযুগলের জ্বালার বৃত্তে অসার্থক সমাপ্তিতে মনটা একটু খারাপও হ'য়ে গিয়েছিল। অথচ তখন কী যে হ'ল—ঘুমার নিমন্ত্রণকে না-করবার সময় ছিল না।"

—"ইচ্ছাই কি ছিল কারো মিয়ো ?"

—"ইচ্ছা একটু ছিল হেলেনা, বিশ্বাস কোরো। কিন্তু প্রায় প্রতি পিছু-হটার ইচ্ছার ওপিঠেই লুকিয়ে থাকে একটা আগুটান যেমন প্রতি এগুবার ইচ্ছাকে বাঁধে একটা পিছুটান—এর চারা কী বলো ?"

—"কিছু মনে কোরো না মলয়, তোমাকে আমি অবিশ্বাস করতে চাই নি একটুও—"

—"খানিকটা করলেও যে ভুল করবে তা তো নয় হেলেনা—কারণ কোন্ ইচ্ছাটা যে আমাদের বিশেষ ক'রে নিজের ইচ্ছা আমরা নিজেরাই কি সব সময়ে ঠিক বুঝতে পারি ?—এই দেখ না, আমার কি জানি কেন এই সময়ে মনে হচ্ছিল ওটাই ভালো : ম্যাকদের সঙ্গে আমার ঠিক ফ্রাঙ্কফোর্ট যাবার কথা না থাকলেও এ-রকম একটা প্রস্তাব গৃৎমান্ করেছিল। ফ্রাঙ্কফোর্ট দেখার ইচ্ছাও ছিল দুদিন আগে প্রবল। অথচ সে-ইচ্ছার এসময়ে আর চিহ্নও পেলাম না।"

—"তার পর ?"

—"তবু উঠি উঠি করছি—প্রায় মনস্থির ক'রে ফেলেছি যে ওদের সঙ্গে ফ্রাঙ্কফোর্টেই যাব—এমন সময়ে ম্যাক বলল না মলয় তুমি থাকো—যখন য়ুমার এত ইচ্ছা। ব'লেই বেরিয়ে গেল দ্রুতপদে—য়ুমাকে Auf Wiedersehen পর্যন্ত না ব'লে।"

—"তার পর ?"

—"য়ুমা মুহূর্তের জন্যে যেন একটু বিমনা হ'য়ে পড়ল—মৃদু হেসে আমাকে শুধাল : 'কী ?' আমি বিপন্নকণ্ঠে বললাম : 'কী প্রশ্নের মানে ?' ও বলল : 'একটু অন্যায় হ'য়ে গেল না কি ?' আমি বললাম :

'কেন ?' ও বলল : 'শুধু তোমাকে আগলে রাখতে চেয়ে—ওকে একটু ধরলেই ও-ও থাকত, নয় কি ?'

"আমারও একথা মনে হয়েছিল। কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করলাম—কিন্তু কেন যে গুছিয়ে বলতে পারব না। একটা কিসের যেন আব্‌ছায়া—ইংরাজিতে বলে না premonition ?"

—"হ্যাঁ—কিন্তু কিসের ছায়া ?"

—"সেইটেরই তো ঠিকানা পাই নে।"

—"যাক্ তারপর কী হ'ল বলো।"

—"ওরা চ'লে যেতেই য়ুমা ঘরের চেয়ারগুলো এক কোণে ঠেলে দিয়ে 'এসো মলয়' ব'লেই আমার হাত ধ'রে টেনে এনে বসাল মাটিতে—ঘরের এক প্রান্তে একটা কাঠের ফ্রেমে আঁটা জাপানি মাদুরে-ঢাকা তোষকের ওপর। ওরা এই ধরণের তোষকেই বসে মাটিতে।"

—"তোষক ?"

—"গদি মতন, কিন্তু ওপরে চিত্রবিচিত্র করা মাদুর-আঁটা দৃঢ় ক'রে। যেমন দেখতে সুন্দর তেম্‌নি ব'সে আরাম।"

—"তার পর ?"

—"'একটু রোসো মলয়'—ব'লেই য়ুমা চ'লে গেল ওর ছোট্ট প্রসাধন-কক্ষে। কয়েক মিনিট বাদে একটি অপরূপ ছাইরঙের কিমোনো ও সোণালি 'ওবি' প'রে এলো চুলে এসে বসল পাশে।"

মলয় বলতে লাগল : "এলো-চুলে ওকে কখনো দেখি নি এর আগে। ও বলল : 'জানে, আমরা এলো-চুলে যার তার কাছে আসি না ?'"

—"মন্ত্রমুগ্ধ এ-সম্ভাষণের মান রাখলেন কী ক'রে তার বর্ণনা কিন্তু বাদ দিয়ো না, লক্ষীটি।"

—"দেব না—যদি শুনতে তোমার সত্যি সাধ হয়।"

—"যার না হয় সে শুধু অমানুষ নয়—অ-মেয়ে।"

মলয় আন্‌মনা হাসে: "আমি কী বলব ভেবে পেলাম না। মন্ত্রমুগ্ধ না হোক—খানিকটা বিপন্ন বোধ করছিলাম এ নিশ্চিত। কারণ এ-কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ও আমার আরো কাছ ঘেঁষে অর্ধশায়িত ভাবে হেলান দিয়ে বসল।

"দেহের রেখা ওর তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে স্বচ্ছ কিমোনোর অন্তরালে। পশ্চিমে মেঘ গেছে কেটে। তরল স্বর্ণাভ বিদায়-তরণীতে স্বর্ণরাজ উধাও কোন্ অস্তনিশীথের তটে পাড়ি দিতে। তাঁর সে মায়াময় রক্তাভ স্বপ্নরাগ লুটিয়ে পড়েছে কতই আদরে ওর মুখে কণ্ঠে গ্রীবায় আধ-উন্মুক্ত পীতাভ বক্ষে। কী অপূর্ব যে দেখাচ্ছে! ঠিক্ যেন ছবি!"

—"না—" হেলেনা আবদার ধরে—"একটি কথাও বাদ দিলে চলবে না কিন্তু—কথা দাও।"

—"আচ্ছা," মলয় হাসে ঈষৎ সকুণ্ঠে, "শোনো—লুকোবো না কিছুই, দিচ্ছি কথা।"

"অবশ্য জীবন্ত ছবির আবেদন যে ভিন্ন এ তো বুঝতেই পারো।" মলয় ব'লে চলে, "কাজেই সাড়াও যায় বদ্‌লে। আমি এ-ছবিকে যে ঠিক্ ছবির মতন উপভোগ করতে পারি নি এ-ও কল্পনা করতে পারবে আশা করি?"

—"কল্পনার উপর বরাৎ দিলে চলবে না কারো গিয়ো—চাই বিশদ বর্ণনা—ব্যাখ্যান।"

মলয় ফের একটু ইতস্তত করে, পরে জোর ক'রে কণ্ঠে সহজ সুর টেনে এনে বলে: "প্রথমে হ'ল কি, আমি ওর দিকে ভালো ক'রে যেন

তাকাতেই পারি না—কোনোমতেই না। যতই চেষ্টা করি সহজ হ'তে ততই মনে নানা ঘন আড়াল ওঠে আরো বেঁকে তেরিয়া হ'য়ে—দৃষ্টি হ'য়ে আসে আরো আবিল। যতই চাই সরল পাল তুলে সুখচ্ছন্দে সাম্‌নে চলতে ততই বুকের ঘূর্ণীতে ছপ ছপ ক'রে পড়ে রক্তের দাঁড়—যেন স্পষ্ট শুনতে পাই···আর অম্‌নি সে-তালে-তালে কি একটা নেশার ফেণা ওঠে ঝিকমিকিয়ে···ফুলে ফুলে···দুলে দুলে। এম্‌নি সময়ে হঠাৎ দেখলাম যেন চোখের সামনে একটা গোলাপ ফুলের জাপানি বাগান। টকটকে লাল গোলাপ ফুটেছে স্তবকে স্তবকে এখানে ওখানে···কোথাও বা আফোটা কুঁড়িরা হেলছে দুলছে ডাকছে যেন হাতছানি দিয়ে আশামুকুলের ভঙ্গিতে। মন চায় ঢুকতে···অথচ কী একটা কাঁকরের অতৃপ্তি···কাঁটার আবছা ভয় —যদিও কাঁটা দেখা যাচ্ছে না—বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে শুধুই গোলাপ ফুল ও আধফোটা কলি। তবু···কী ক'রে বর্ণনা করব সে-দর্শনকে সে-অনুভবকে···সে তো বাগান নয়—একটা অনুভবের প্রতীক যেন ফুল হ'য়ে ফুটেছে···যে চাইছে ফুটতে অথচ ঝরার প্রত্যাসন্ন দীর্ঘশ্বাস, আশা-ভঙ্গের আশঙ্কা, কাঁটার শাসানি···আরো কি একটা গোপন লজ্জার বাধা··· যেন ফুলরা ডাকে অথচ সে-নিমন্ত্রণে সাড়া দিতেও সঙ্কোচ···সে এক বিচিত্র অনুভূতি হেলেনা!"

—"তার পর?" বলে হেলেনা প্রায় রুদ্ধনিশ্বাসে।

—"হঠাৎ ও ব'লে বসল: 'খানিক আগের সেই দার্শনিক কোথায় গা-ঢাকা হ'ল কারো মিয়ো?' আমি একটু ওর দিকে তাকিয়েই খোলা জানালার পথে তাকালাম পশ্চিম গগনের রক্তচিতার দিকে। সেখানে সূর্য নেমেছেন পাটে: সোণালি রং গাঢ় হ'তে হ'তে সিঁদূরের আগুন উঠেছে ঝলমলিয়ে। য়ুমা বলল: 'আহা সূর্য তো রোজই অস্ত যায়—

বন্ধুত্বের স্বাদ এত নিবিড় ভাবে পেয়েছিলাম কী ক'রে দেহবাসনা জাগবার পূর্বে ?"

হেলেনা কী বলতে গিয়ে থেমে যায়।

—"ঘৃণা যখন দেহের আগুনকে জাগিয়ে তুলে তাকে এম্‌নি অকারণেই নিভিয়ে দিল তখন এই কথাটা এত প্রত্যক্ষ ক'রে উপলব্ধি ক'রেছিলাম হেলেনা যে, বলবার নয়।"

—"কোন্ !"

—"ঐ যে বললাম মনে বুঝলাম বন্ধুত্ব দেহাসক্তির চেয়ে বড়, কিন্তু তবু কোনো মতেই বড়কে আর ঠাঁই দিতে পারলাম না তো। ছোটই এসে তাকে করল স্থানচ্যুত। দেখলাম—স্পষ্ট—যে পুঁথিতে শাস্ত্রতে যা-ই থাকুক ছোটকে পেলে বড়কে আর চায় না মানুষ—অন্তত এ-সব ক্ষেত্রে তো নয়ই।"

হেলেনা একটা ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, কোনো কথা না।

মলয় ওর হাত দুটো চুম্বন করে ফের: "দুঃখ দিলাম না কি হেলেনা—অতর্কিতে ?"

—"দিয়েও যদি থাকো" বলে ও ম্লানকণ্ঠে, "তবে দেনেওয়ালা তো তুমি নও মলয়, তাই যাক ও-সব আক্ষেপ। জীবনে অনেক গভীর কথায়ই তো মন আমাদের ঘা খায়। তবু—ব্যথা পেলেও—অস্বীকার করব না যে গভীর কথাটাই সত্যের বেশি কাছ দিয়ে যায়—হৃদয়কে গড়বার জন্যেই হৃদয় ভাঙতে হয়" ব'লে একটু থেমে: "তাকে মানতেও হয়ত সেই জন্যেই বাজে···কে জানে ?—কিন্তু যাক এ আক্ষেপ, বলো—তারপর ?"

মলয় ওর হাত ছেড়ে দিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল: "কতক্ষণ পরে জানি না—হঠাৎ ওর একটা দীর্ঘনিশ্বাস কানে গেল। মুখ তুলে দেখলাম ও

পশ্চিমাকাশের ম্লায়মান আলোর দিকে চেয়ে। আমি ওকে ডাকলাম : 'য়ুমা !'

"ও তাকালো বিষণ্ণ দৃষ্টিতে।

"আমি বললাম : 'কিছু মনে কোরো না য়ুমা, আমি এখন যাই।' ও বলল : 'এম্‌নি ক'রেই কি বিদায়ের পালা সুরু করে ?'

"আমি বললাম : 'কেমন ক'রে ?' ও বলল : 'ছোট দানের বদলে যে বড় উপহার দিতে চাইছি—তাকে ফিরিয়ে দিয়ে ?' আমি সব্যঙ্গে বললাম : 'য়ুমা, আমরা ছোটরই পসারী, বড় দান সইতে পারব কেন বলো ?' 'বিদ্রূপ কোরো না মলয়', বলল ও ক্লিষ্ট কণ্ঠে, 'প্রণয়ী হিসেবে না হোক্ বন্ধু হিসেবে তুমি যে আমার কত বাঞ্ছিত--' আমি উঠে দাঁড়ালাম : 'যাক এ-প্রসঙ্গ য়ুমা।' ও-ও উঠল, কিছুক্ষণ স্থিরনেত্রে শুধু আমার পানে তাকিয়ে রইল। আমি চোখ নিচু করলাম—বিষাদের কালো মেঘে আমার মনের আকাশে আলোর প্রতি রন্ধ্র গেছে বুঁজে। ও আমার হাত ধ'রে বলল : 'ক্ষমা করবে না তাহ'লে ?' আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ম্লান হেসে বললাম : 'ক্ষমা ? বাঃ, কিসের ?'

"ও বলল : 'তোমাকে আমি বলি নি যে, আমার পণ—বিবাহ কখনো করব না, প্রণয়ে কখনো গা ভাসিয়ে দেব না ?'

"আমি বললাম : 'প্রথমটায় যদি এত বিমুখতা তবে দ্বিতীয়টা—' ও বাধা দিয়ে বলল : 'আমিও তো মানুষ মলয়, সব কথা আমার তুমি তো জানো না।' আমি বললাম : 'জানতে আমি চাই এটা ধ'রে নিলে কেন ?' ও বলল : 'এতটা ?' আমি একটু নরম সুরে বললাম : 'ও-কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি।' ও বলল : 'আগে হ'লে কি এ-সাজা আমাকে দিতে পারতে ?'

"আমি বললাম : 'যুমা, বিপ্লব ঘটতে লাগে বটে এক মুহূর্ত, কিন্তু তার পরে আসে যুগান্তর।'

"'এ-সব উপমা ছাড়ো মলয়,' ও বলল ব্যথিত কণ্ঠে, সহজ সরল ভাবে ক্ষমা করো আমায়—আর কখনো এমন অপরাধ করব না।'

"আমি বললাম : 'কেন বৃথা আত্মগ্লানিকে প্রশ্রয় দিচ্ছ? তোমার তো বিশেষ কোনো অপরাধই ঘটে নি—দেহ যখন দেহের স্ফুলিঙ্গ নিয়ে ফুল কাটতে যায় তখন দু-একটা ফোস্কা পড়লে দোষ দিলেও গায়ে পেতে নেবে কে?' ও বলল : 'শুধুই কি একটু ফোস্কা?' ইচ্ছা ক'রেই তাচ্ছিল্যের সুরে আমি বললাম : 'তোমার কি ধারণা অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেছে?' ওর মুখ ঈষৎ লাল হ'য়ে উঠল কিন্তু ও সহজ সুরেই বলল : 'না—কিন্তু হঠাৎ ম্যাক এসে না পড়লে ঘটতেও তো পারত।' আমি বললাম : 'কী ক'রে? তুমি তো খেলাচ্ছিলে?' ও বলল : 'মলয়, তুমি কি জানো না আগুন নিয়ে খেলতে খেলতে খেলা অনেক সময়েই খেলার নিয়মকানুন ডিঙিয়ে যায়?' আমার মনের ধিক্কৃত পৌরুষ এবার জ্ব'লে উঠল, বললাম : 'তবে বললে কেন এইমাত্র যে, এ-খেলার সময়ে মনে প্রাণে তুমি ছিলে একেবারে সতী?'

"ব'লেই আমার এত অনুতাপ হ'ল! এ-ধরণের কথা যে আমি কোনো মেয়েকে বলতে পারি বোধ হয় কল্পনাও করতে পারতাম না দুদিন আগে।"

—"দুঃখ কোরো না মলয়, সব সময়ে সব কথা আমরা বলি না তো, ঘটনাচক্র আমাদেরকে দিয়ে বলিয়ে নেয়—পুতুল খেলায়। তাই পরিতাপ রেখে বলো বরং ও কী বলল এ-কথায়?"

—"ও চম্‌কে উঠল প্রথমটায়—মুখ গেল ওর ছাইয়ের মতন শাদা

হ'য়ে, ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলল: 'তুমি রূঢ় ভর্ৎসনা করো মলয় যত ইচ্ছে—এ-এক্তিয়ার তোমার আছে। কিন্তু আমাকে ভুল বুঝো না লক্ষ্মীটি!' আমি বললাম: 'ভুল মানে?' ও বলল: 'না? তুমি এটুকু কেন বুঝতে চাইছ না বলো তো যে—কী ক'রে বোঝাব তোমায়—তুমি কি জানো না, যে কোনো ভূমিকা অভিনয় করতে করতে অভিনেত্রীদের মনে হয় ভূমিকাটাই তাদের সাক্ষাৎ জীবনলীলা?' আমি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললাম: 'অভিনয়ের নটীলীলায় আমি তো তালিম কখনো নিইনি য়ুমা, জানব কোত্থেকে?'"

মলয় বলতে লাগল: "কথাটা এবার আমি বলতে চেয়েছিলাম সাবধান হ'য়ে, সংযত ব্যঙ্গের সুরে, কিন্তু আমার গুপ্ত ক্ষোভ আমাকে দিল ধরিয়ে—আমার নিজের জলুনির আঁচ আমাকেই লাগল বেশি, কিন্তু কখন যে কোন্ ঢেউ কি ভাবে কথা হ'য়ে লাফিয়ে ওঠে..."

মলয়ের সুর আসে স্তিমিত হ'য়ে।

—"তার পর?"

—"একটু আগেই আমার একটা কাঁধের 'পরে ও হাত রেখেছিল সাদরে—নামিয়ে নিল ধীরে ধীরে...খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বাইরের অস্ত-গগনের দিকে চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ ধাক্কা-খাওয়া পাষাণ-প্রতিমার ম'ত ভেঙে পড়ল।.. সে কী কান্না হেলেনা! ওর তন্বী দেহলতা—কিন্তু তার বর্ণনা হয় না—সে একটা দৃশ্য—ঘটনা।"

—"বেচারি!" বলে হেলেনা আর্দ্রকণ্ঠে।

—"আমারও মনে ঠিক এই কথাটাই বেজে উঠেছিল মনে আছে।"

—"তারপর?"

—"মন থেকে মুছে গেল স—ব; য়ুমার হাতে আমার অপমান,

আমার প্রতি ম্যাকের ঘৃণা, তার সম্বন্ধে আমার গোপন জ্বালা স--ব ওর কান্নার তুফানে গেল ডুবে—মুহূর্তে।"

মলয়ই ভাঙল ঘরের উচ্ছল নৈঃশব্দ্য :

"সংসারে যত করুণ দৃশ্য আছে হেলেনা, তার মধ্যে সব চেয়ে শোকাবহ দৃশ্য কী জানো?"

হেলেনা প্রশ্নগাঢ় নেত্রে শুধু তাকিয়ে থাকে।

"কাউকে ব্যথা দিয়ে তার ফল চাক্ষুষ করা। আত্মধিক্কারে আমি যেন নিজের চোখে ছোট হ'য়ে গেলাম। ওর বেপথু দেহলতাকে আদরে জড়িয়ে ধ'রে বসলাম অতি ধীরে। নিজে বসলাম পাশে : ওর মাথাটি বুকে টেনে নিয়ে ওর ঢেউ-খেলানো এলোচুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম! মনে হ'ল নিমেষে যেন আমার ভিতরকার কোনো একটা মূল উপাদানের হ'য়ে গেলে অদলবদল : কোথায় বা সে দেহের উন্মাদনা, কোথায় বা সে নেশার রঙ, কোথায় সে বাসনার স্ফুলিঙ্গরা। তার জায়গায় এমন এক নরম স্নেহ শুভ্র অনুকম্পার আলোয় উঠেছে নিষিক্ত হ'য়ে—! সব ক্ষোভের কালো সে-আলোয় ধুয়ে মুছে গেছে···শুধু কোমলতা কোমলতা কোমলতার সাতরঙা বর্ণধনু রাঙিয়ে তুলেছে আমার বিতৃষ্ণাপাণ্ডুর চিত্তাকাশ!"

—"এর মূলে আছে কী—তোমার মনে হয়? অনুকম্পা না দরদ?"

—"বলা মুস্কিল," বলে মলয় উন্মনা স্বরে, "কারণ এ-সময়ে গোনাগুন্তি করতে আমি পারি না—এত বিচলিত হই আমি নারীর কান্নায়। একে আমার দুর্বলতা বলতে চাও বলো অনুকম্পাশীলতা বলতে চাও বলো—কিন্তু—"

—"থামলে যে ?"

—"যদি ভাবো উচ্ছ্বাস ভয় হয় যে—"

—"মলয়," হেলেনা হাসে ব্যথার হাসি, "তোমাকে অনুকম্পাশীল বলা হয়ত চলে কিন্তু ক্ষমাশীল বলা চলে কি ?"

—"এ সন্দেহ কেন ?"

—"তবে কোন্‌দিন তর্কের ঝোঁকে বা ঠাট্টার রোখে তোমাকে উচ্ছ্বাসী বলেছি—সেজন্যে এখনো ঠোঁট ফুলিয়েই আছে তোমার অভিমানী মন।—না, প্রতিবাদ কোরো না। আমি তো তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। আমি যে মানি—শুধু মানি না, জানি—যে এইখানে তোমার যে-দুর্বলতা তার দরুণই তুমি মানুষের এত স্নেহ পাত্র—বিশেষ ক'রে মেয়েদের।"

—"বিশেষ ক'রে মেয়েদের ?"

—"হ্যাঁ মলয়। ভূগোলে বলে না এক জায়গায় বায়ুর চাপ তরল হ'লে দুনিয়ার ঝড় সেখানে টিপ্ ক'রে ধেয়ে আসে। যারা স্নেহ করতে জেনে অভিমানের দুঃখ-বহনের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয় তাদের কেন্দ্র ক'রে এম্‌নিই ঝড় বয়।"

—"কি রকম ঝড় শুনিই না ?" মলয় হাসে একটু।"

—"মেয়েদের আহা-হা-র ঝড়। যে লোক বাইরে দেখতে সবল তাকে ভিতরে দুর্বল দেখলে সব চেয়ে বেশি খুসি হয় তারাই যে। তাই তোমাকে অভিমানে যখন নির্মম দেখি তখনো আমরা, মেয়েরা, খুসি হই, কেন না আমরা সে নির্মমতার মধ্যেও দেখি মমতা, হোক না সে দুর্বলতার মমতা—তবু মমতা তো বটে।"

—"যদি ব্যঙ্গ ক'রে কেউ বলে—না মমতা নয়, তাহ'লে ?"

—"মেয়েদের কান্না দেখে যে এত বিচলিত হয় তার দুর্বলতাকে মমতা ছাড়া আর কী নাম দেবে বলো?—কি বলো? এখনো প্রায়শ্চিত্ত হয় নি কি?"

—"হয়েছে হেলেনা—ও কি! ছি ছি এতেও চোখের জল?"

চোখের জল মুছে জোর ক'রে হেসে হেলেনা বলে: "ছাড়ো ছাড়ো দয়াল, ঢের হয়েছে বলো এখন। দুর্বলতার ছোঁয়াচে দুর্বলতা জাগবে না তো জাগবে পাষাণশিলার গাম্ভীর্য?"

ওরা হাসে—ব্যথায় করুণ তৃপ্তির হাসি···

হেলেনা ওকে বোঝে···তৃপ্তি আসবে না? মলয় ক্ষমা করতে না পারলেও ও তো ক্ষমা করতে কসুর করে না? আসবে না কৃতজ্ঞতা?···

—"সত্যি হেলেনা," মলয়, ব'লে চলে, "তোমার চোখের জলে আমার সেই বেদনারই ছায়া যেন নতুন ক'রে দেখলাম। শুধু—"

—"বলো মলয়, লক্ষীটি, আর যা করো করো—শুধু আচমকা থেমো না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

—"কী বলচ হেলেনা?" মলয় ওর দুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয় "উচ্ছ্বাসের ব্যাপারটা অনুভবে থাকে গাঢ়, কিন্তু বলতে গেলেই ফিকে। তাই কী ক'রে বোঝাব বলো—তোমাদের চোখের জল দেখলে কেন আমার মাত্রাজ্ঞান লুপ্ত হয় বেদনার সুখে, সুখের বেদনায়? তখন যে সে-বেদনায় ছোটকে দেখি বড় ক'রে। জানি হয়ত এ-উচ্ছ্বাস দীর্ঘায়ু নয়—জানি হয়ত এর মধ্যেও লুকিয়ে আছে নানান্ আহাপনা, নটবৃত্তি, আত্মশ্লাঘা—এ-ও জানি যে জীবনের ঢের দুঃখ এর চেয়ে বড়, কিন্তু তবু

তখনকার মতন সব যাই ভুলে। বলছিলে না দুর্বলতার ছোঁয়াচে দুর্বলতাই জাগে—এ-ও হয়ত তাই। তবে নিদান যাই হোক না কেন—ব্যাধি সাংঘাতিক। তাই এ-উচ্ছ্বাসের কবলে যখন পড়ি তখন ভুলে যাই যে জীবনে ঢের দুঃখ আছে যা চোখের জলের বেদনাবিলাসের চেয়ে বেশি শোকাবহ। তাই তখনকার মলয়ের অনুভবছন্দ যায় বদলে—সে কিছুতেই মনে করতে পারে না যে জীবনের যুগযুগান্তরের বিষাদ নারীর কান্নায় যেমনতর গাঢ় হ'য়ে জমাট হ'য়ে দেখা দেয় তেমন ছন্দে দেখা দেয় অন্য কোনো দুর্ঘটনার দুর্যোগে।"

—"তুমি অনুভবে দুর্বল হ'লেও বাক্যবিন্যাসে দুর্বল নও মলয়! না—প্রতি-উত্তর না। বলো তারপর কী হ'ল ?"

—"আমি ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি এমন সময়ে হঠাৎ ও মুখ তুলে ওর অশ্রুসিক্ত চোখ দুটি আমার চোখের 'পরে রেখে বলল: 'দুঃখ যদি পেয়ে থাকো আমার দুঃখে, ক্ষমা যদি ক'রে থাকো আমাকে, তবে কথা দাও আমাকে ছেড়ে যাবে না।' আমি বললাম: 'এ-কথা চাইছ কেন ?' ও মুখ নিচু ক'রে রইল অনেকক্ষণ, তারপর অস্ফুটে বলল: 'আমার বাইরেটাই কি দেখেছ এতদিন, চোখে পড়ে নি—আমি কত একলা!' আমার বুকের মধ্যে আবার ঢেউ জাগল সেই উচ্ছ্বাসের, কিন্তু প্রাণপণে সংযম ক'রে বললাম: 'কিন্তু তোমার কাছে থেকেই বা তোমাকে কী দিতে পারি বলো ?' ও দুটি হাতের মধ্যে আমার মুখ আদর ক'রে চেপে ধ'রে বলল: 'তুমি কত দিতে পারো তা কি তুমি নিজে জানো মনে করো ?'

হেলেনা চমকে ওঠে···

—"কী ?"

—"কিছু না। তারপর ?"

—"এক একটা কথা আছে না গানের অন্তিম রেশের মতন—সুরের মূর্ছার মতন? তারপর কথা আর দাঁড়াতে পারে না যেন—ঘুমিয়ে পড়ে। আমি একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম ওর চোখের পানে। মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠতে লাগল শুধু কোথায়-শোনা একটি আধভোলা শেষ চরণ :

রসনা নীরব রবে যা কবার তা কবে আঁখি।"

—"তারপর?"

—"বললাম না—কথার এল মূর্ছালগ্ন। ও মুখ ফেরাল, চেয়ে রইল বাইরের দিকে…অনেকক্ষণ। আমিও ওর দৃষ্টিকে করলাম অনুসরণ।

"সেখানে…সূর্য হঠাৎ একটা ধূসর মেঘের ব্যূহে রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে উঠেছে আরো রাঙা হ'য়ে। একটা ছোট রজতাভ রন্ধ্রপথে যেন তারই কান্নার রক্ত-অশ্রু ঝরছে ফিন্‌কি দিয়ে—কিন্তু উপর দিকে, মাধ্যাকর্ষণের সব শাসন উপেক্ষা ক'রে।…সেদিন…"

—"কী?"

—"মনে হয়েছিল একটা কথা বড় বেশি ক'রে।"

—"কী!"

—"অশ্রুও রক্ত-রাঙা হ'য়ে উঠতে পারে প্রাণের তাপে।"

ওদেরও কথার ছন্দের রেশ আপ্‌না আপ্‌নি যায় মিলিয়ে।…

২

—"তারপর ?"

মলয়ের চমক ভাঙল, একটু ম্লান হাসল : "কী বলছিলাম ?"

—"ও বলল : পুরুষ স্বভাব-কৃপণ, নির্মায়িক।"

—"বলল বটে। মনে আছে সেই মেঘে-ঢাকা সূর্যদেবের রক্তক্ষরণের দৃশ্যে এই কথাটাই ক্রমাগত গানের করুণ আস্থায়ীর মতন মনের আকাশে বেজে বেজে উঠছিল।…কতক্ষণ জানি না। হঠাৎ ওর দীর্ঘনিশ্বাসে চমক ভাঙল। চোখোচোখি হ'তেই ওর রক্তহীন মুখে গোলাপ উঠল ফুটে। ও বলল : 'আমাকে ক্ষমা কোরো মলয়। জাপানি নামের, জাতের আমি কলঙ্ক।—তবে—তবে বিশ্বাস কোরো আচম্‌কা এতটা ভেঙে পড়তে যে আমি পারি তা আমার নিজেরই জানা ছিল না। থাকলে সতর্ক হতাম নিশ্চয়ই।' আমি একথার কি উত্তর দেব ভেবে দিশেহারা-প্রায় এমন সময়ে ও-ই ফের বলল : 'তবে আমি শিক্ষাদীক্ষায় ঠিক জাপানি তো নই। একে গাইশা, তার ওপর মা-র আদরিণী মেয়ে যে, বলিনি ?' আমি হাসলাম : 'আমি কি তোমাকে তিরস্কার করেছি যে এ-সাফাই ?' ও হেসে বলল : 'মেয়েদের স্বভাব জানোই তো বন্ধু, পরে পাছে তিরস্কার করো সেই ভেবে এখন থেকে তার পথ মেরে রাখছি।' আমি বললাম : 'বেশ কথা। কেবল তাহ'লে আরো একটু গোড়া বেঁধে কাজ করো—সাফাইটা নিখুঁৎ ক'রে গেয়ে রাখো।' ও হাসল, বলল : 'তবু কৌতূহলী এ অপবাদ কেবল মেয়েদের কপালেই দেগে দিলেন বিধাতাপুরুষ।' আমি বললাম : 'অপরের মনের অন্দরের তত্ত্ব নিতে

উৎসাহ যদি মেয়েলি অগুণ হয় তবে আমাকে তোমাদের দলে ভর্তি করতে পারো—যত অপবাদ রটুক, সইব যদি কেবল মনের দুয়ার খোলো ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ।' ও মৃদু হেসে বলল: 'কী জানতে চাও বলো? আমি বলব আজ।' আমি উৎফুল্ল হ'য়ে বললাম: 'পুরুষদের সম্বন্ধে অমন ধারণা হ'ল কেন—পয়লা নম্বর।'

"ও একটু চুপ ক'রে রইল মুখ নিচু ক'রে। বললাম: 'যদি জিজ্ঞাসা ক'রে অন্যায় ক'রে থাকি—' ও বাধা দিয়ে বলল: না না সেসব কিচ্ছু না, আমি শুধু ভাবছিলাম—' ব'লে থেমে যেন সাগ্রহেই জিজ্ঞাসা করল: 'শুনবে আমার কাহিনী মলয়? তোমায় আমি সব বলতে পারি। শুধু তোমায়।' বিষাদের মাঝেও শিহরণ জাগল ফের আমার দেহে মনে। সাদরে বললাম: 'এইমাত্র বললাম না অন্যের মনের পরশ আমার কাছে কত ঈপ্সিত—বিশেষ বিদেশে বিভূঁয়ে এ-পরশে আমার জীবনের কতখানি ফাঁকা যে—' ও বাধা দিয়ে বলল: 'সে আমিও কল্পনা করেছি মলয়। আর তাই তো তোমাকে মনে হয় এত চেনা!' ওর একটি হাত মুঠোর মধ্যে নরম ক'রে চেপে ধ'রে বললাম: 'সত্যি হয় যুনা?' ও বলল: 'বিশ্বাস হয় না?' একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম: 'সত্যি বলব?' ও বলল: 'ভয়টা কিসের?' বললাম: 'ভুল-বোঝার।' ও বলল: 'সে ভয় নেই—তাই দুঃসাহসী না হ'য়েই বলতে পারো।' বললাম: 'তোমাকে কতটুকু চিনি যুনা? তার ওপর যে-চাপা মেয়ে তুমি—' ও বলল: 'ওগো অন্তর্মুখী জাতের প্রতিনিধি! তোমাদের দৃষ্টি না অন্তর্ভেদী?' বললাম: 'তোমরা চাপা ব'লে কি প্রমাণ হ'ল নাকি যে আমার ধ্যানদৃষ্টির ফোকাস বিগড়েছে? ও বলল: নিশ্চয়, দেখতে যে শিখেছে সে দেখতে পায় যে বাইরে যাদের যত সংযমের

বাঁধ অন্তরে তারা ততই নিঃসহায় নির্বল। ম্যাক বাইরে কী নারীবিমুখ, অথচ অন্তরে—জানো না কি হাড়ে হাড়ে—এখনো ?' আমি মুখ নিচু ক'রে বললাম : 'জানি। তবে একথা এর আগে ওর কাছেই শুনেছি। ও উৎসুক কণ্ঠে বলল : 'কী ?' আমি বললাম : 'ম্যাক বলে যে, রাশ বেশি কষে তারাই হুমড়ি খেয়ে পড়ার ভয় যাদের বেশি।'"

—"একথা খুব সত্যি। বাবাও প্রায় বলেন।" হেলেনা বলে গম্ভীর স্বরে।

—"বহুদর্শী মানুষ মাত্রেই বলবে" বলল মলয় মৃদুকণ্ঠে : "আর তাই তো আমি প্রায়ই কোন জাত সম্বন্ধে খুব ব্যাপক সিদ্ধান্ত করতে ক্রমশই নারাজ হ'য়ে উঠছি। য়ুনার কাছে আর কিছু না শিখি এটা শিখেছি অন্তত যে, চাবির দিশা জানলে খুব কম হৃদয়ের তালাই আছে যা দাঁতে দাঁত চেপে মুখ বন্ধ ক'রে থাকে।"

—"বড় অহঙ্কার !"

—"অহঙ্কার না, হেলেনা—গৌরব। কারণ বিশ্বাস কর যে সত্যিই আমি কোনো মেয়ের মনের-কথা-শুনতে-পারাকে আমার সৌভাগ্য ছাড়া আর কিছু মনে করিনি কোনোদিন। অহঙ্কার করি আমি অনেক কিছু নিয়ে—নিত্যই করি, কিন্তু কোনো বন্ধুর বা বান্ধবীর মনের প্রাণের পরশ যখনই পাই মনে করি—সেই আমার পরমতম পুরস্কার। তাই-তো দুঃখও পাই এত !"

—"বাজে ঠিক কখন ?"

—"যখন কোনো বন্ধুর বা বান্ধবীর কাছে আসতে চেয়েও দেখি সে দূরে ঠেকিয়ে রাখে।"

—"ম্যাকের কথা বলছ বুঝি ?"

—"শুধু ম্যাকের কেন? কত বন্ধুর। তুমিই কি কম দুঃখ দিয়েছ মনে করো?"

—"কিন্তু বুঝতে না কি তুমি—"

—"না হেলেনা! কারণ সত্যিই আমি বিশ্বাস করতে পারি নি যে, ভালো তুমি আমাকেই বেসেছ।"

—"সেই প্রথম দৃষ্টিতেই মলয়!" বলে হেলেনা অতিমৃদুকণ্ঠে। আবেশে মলয়ের মন ছেয়ে আসে।…ওকে সে কাছে নেয় টেনে!…

"আর একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হেলেনা যে, কোনো মেয়ে যখনই আমাকে ভালোবেসেছে আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। বার বার পেয়েছি তাদের ভালোবাসা অথচ তবু বারবারই মন শুধিয়েছে কেমন ক'রে পেলাম! য়ুমাকেও ব'লেছিলাম একথা।"

—"কী?"

মলয়ের কানে এ-প্রশ্নটা যায়নি। সে নিজের মনেই ব'লে চলে: "আমি অভিমানী অহঙ্কারী—মানি—বলেছিলাম সেদিন আমি য়ুমারই কাছে—কোন্ এক উচ্ছ্বাসী মুহূর্তে। তবু—"

—"থামলে?"

—"নিজের কথা এত বলা—"

—"ফে—র?"

—"না হেলেনা। আমার এটা খুব দোষ আমি জানি। পরের মনের পরশ আমি চাই সত্য—কিন্তু বার বার ঠেকে ও ঠ'কে তবুও কেন যে এত ক'রে চাই নিজেকে অপরের বোধগম্য করতে—তার অন্তরঙ্গ হ'তে!"

—"সেটা কি দোষের ?"

—"এক হিসেবে দোষের বৈ কি। এরই নাম তো আত্মাদর—amour-propre অথচ ঘা যে এত খাই তবু চৈতন্য তো কই হয় না !"

—"এ দোষ, থুড়ি গুণ, উচ্চবিকশিত মানুষের সহজাত যে মলয় উপায় কি ? তাই বলো—কী বলেছিলে য়ুমাকে সেদিন ঐ উচ্ছ্বাসের রাঙা লগ্নে। ঐ লগ্নেই তো আমরা নিবিড় ভাবে বাঁচি।"

মলয় প্রীতকণ্ঠে বলল : "তোমাকে ভালো না বেসে মানুষ পারে না এই জন্যেই হেলেনা।"

হেলেনার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে : "কী জন্যে ?"

—"তুমি মানুষের বড় দিকটা জাগাতে পারো তোমার দরদে, আদরে স্নেহে বেদনায়। ঐ দেখ, উচ্ছ্বাসে কুণ্ঠা গেছে কেটে—কেবল এর জন্যেও দায়িক তুমিই মনে রেখো।"

—"রাখব গো রাখব—কেবল বর্ণনার ফোকাসটি সরিয়ে নিয়ে ফেলো এবার য়ুমার 'পরে—আমি তো আছিই ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো।"

মলয় হেসে বলে : "য়ুমাকে সেদিন—ঐ দেখ ভুলে গেছি—কী বলছিলাম।"

—"যে তুমি অহঙ্কারী হ'লেও—এর পর তুমি থেমে গিয়েছিলে কাজেই আমিও থামলাম।"

—"হ্যাঁ। মনে পড়েছে। য়ুনাকে বলেছিলাম সেদিন কি একটা আবেগের ঝোঁকে যে আমি অহঙ্কারী সত্য—তাই তো কত ক্ষেত্রেই চেয়েও পাইনি—বিশেষ ক'রে সেসব ক্ষেত্রে যেখানে মনে হয়েছে সহজেই মিললে যা চাই। সেখানে ঘা খেয়ে আমার লাভই হয়েছে বটে। কিন্তু ঢের বেশি লাভ হয়েছে সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে না চাইতেই পেয়েছি—অথচ

মনে হয় নি যে এ-পাওয়ার আমি যোগ্য। বার বার মনে হয়েছে বিধাতার এ-করুণা আমি পেলাম কেমন ক'রে—কারণ মানুষের বিশ্বাস নির্ভর এত সহজে আমাকে আশ্রয় করে আমার কোনো গুণে তো নয়—

"সত্যি, অহরহ নিজের সহবাস ক'রেও নিজেকে আমরা সাথী পাই কই? তাই তো মানুষ জন্ম-নিঃসঙ্গ···অথচ একটা ছোট্ট নিশ্বাসের হাওয়ায়, অপল্‌কা প্রাণমর্মের হৃদয়ের বাগানে ফুলের পর ফুল ওঠে জেগে—আর রঙের স্বপ্নের মণিমহলের রত্নদ্বার যায় খুলে···আবার কত সময়ে প্রাণমন বিলিয়ে দিয়েও বন্ধুত্বের দেউড়ির সিংহদরজা একটু কেঁপেও ওঠে না তো!"

—"কিন্তু—তোমার কি কখনো মনে হয়নি মলয়", হেলেনা বলে, "যে মনের প্রাণের কথা বলার একটা লগ্ন আছে যেমন আছে নিশান্তে উষার হাসি ফোটার লগ্ন, শীতান্তে ফুলের রং-জাগানি লগ্ন?"

মলয় চম্‌কে ওঠে যেন : "জানো হেলেনা—এ-কথাটা ঠিক যেন এই সুরেই বলত ও।"

—"কে! য়ুমা?"

—"নইলে আর কে বলবে ফুলের কথা এত আদরে?

—"ফুল ও ভালোবাসত বুঝি খুব?"

—"তাকে ভালোবাসা বলে না হেলেনা, বলে আরাধনা। প্রায়ই ওর মুখে শুনতাম ওদের নানান ফুলোৎসবের কথা—বিশেষ চেরি ফুলের। ও বলত : ফুলকে ওদের মতন এমন ভালো আর কেউ কখনো বাসেনি বাসবে না।"

—"কাদের মতন?"

—"জাপানিদের। ও বলত : ফুলে ওরা জাগায় এক নতুন রঙ—ওদের হৃদয়ের।"

—"মানে ?"

—"সে ব'লে বোঝানো যাবে না হেলেনা—সে নিত্য চাক্ষুষ করতে হয় তবে যদি বোঝা যায় একটু। ওদের ফুলের তোড়া ফুলদানি সাজাবার সে যে কী বাহার—সত্যি সে তো ফুল সাজানো নয়—ফুলের ছলে হৃদয়কে ফুটিয়ে তোলা—বলতাম আমি ওকে প্রায়ই—লজ্জা দিতে।"

—"লজ্জা পেত ও তাহ'লে ?"

—"ঠাট্টা করলে পেত না কিন্তু ওর কোনো গুণপনা নিয়ে আন্তরিক তারিফ করলে পেত। তখন ওর গাল দুটিতে ফুটে উঠত চেরি ফুল—বলত ম্যাক, আর চোখে—নববধূর সরম—বলতাম আমি।"

—"ও কী বলত তাতে ?"

—"বলত—এ দুর্বলতা এসেছে ওর জাভা থেকে।"

—"জাভা !—"

—"হ্যাঁ—বলিনি ওর শৈশব কেটেছিল জাভায় আর জাপানে ?"

—"না তো। জাভায় কোথায় ?"

—"বিখ্যাত ব্যুটেনজর্গের (Buitenzorg) বিশ্ববিশ্রুত বটানিকাল গার্ডেনের কাছেই ওদের ছিল একটা ওলন্দাজ ভিলা—সেখানে ওর মা ওকে নিয়ে বছরে চার পাঁচ মাস কাটাতেন।"

—"তাই বুঝি ও প্রকৃতিতে পুরো জাপানি ছিল না বলছিলে ?"

—"তাই। আর সেইজন্যেই ও অতটা উগ্রভাবে জাহির করত নিজের জাপানিয়ানাকে।"

—"ও—কিন্তু—"

দোরে খুব মৃদু টোকা—দুজনেই চম্‌কে ওঠে। হেলেনা মলয়ের কোলে মাথা রেখে শুনছিল—উঠে বসল।

—"কে?"

—"আমি।"

—"নোরা? এসো এসো।"

পাথার

উৎসর্গ

শ্রীমতী লীলা মিত্র

সুরের পথে আলাপ-হাসি
স্নেহের পানে চলিল ঃ
কুণ্ঠা-ছায়া কাটিল—যবে
আলোর বাঁশি রচিল।

১৩.৬.৩৮

৮

—"সুপ্রভাত মলয়," নোরা বলে হেসে।

—"সুপ্রভাত নোরা!"

—"সারারাত গল্প, না অতঃপরও আছে?"

হেলেনার গাল দুটি রঙিয়ে ওঠে: "সুরু থাকলেই তার কিছু না কিছু পরিণতি যে থাকে সেটা অবশ্য বুঝতেই পারো। তবে তাই ব'লে রক্ষক যে সব সময়েই ভক্ষক হ'ন এ-ভয় অমূলক।"

—"এর মূলে সত্যের ভিৎ লুকিয়ে থাকলেই বা ভয় ডর কিসের দিদি? আংটি দেখতে ছোট, কিন্তু বড় বনেদ সে-ই গাঁথে।" মলয়ের দিকে চেয়ে: "অত লজ্জা কেন ভাই? দিদি তোমাকে বলেনি কি আমাদের সেই সুইড ছড়াটির কথা—

> রাতে যুগল আংটিবদল করে
> প্রাতে দেখে আংটি হ'ল মালা:
> এম্‌নি ক'রেই প্রেমের কলস্বরে
> এক হয় আর, তাই তো ভুবন আলা।"

—"এত প্রফুল্ল যে—হঠাৎ?" মলয় বলে হেসে।

—"মনটা আজ এত ভালো আছে ভাই—বাবা উঠেছেন।"

হেলেনা সশব্যস্তে উঠে বলল: "উঠেছেন? কেমন আছেন এখন?"

—"বেশ ভালো—একটু দুর্বল এই যা।"

মলয় বলে : "দুর্বলতা দুদিনেই কেটে যাবে, কেবল—"

—"না সে ভয় নেই। একেবারে সহজ মানুষ। তাই তো আমার এত আনন্দ হ'ল যে তোমাদের—" ব'লে মলয় ও হেলেনার পানে পর পর চেয়ে : "প্রেমের সুরেলা আলাপিনীতে বিস্বর পর্দার মতন ঝুপ্ ক'রে এসে পড়লাম।"

হেলেনার চোখ দুটিতে হাসি উঠল ফুটে। নোরার গলা জড়িয়ে ধ'রে তাকে চুম্বন ক'রে বলল : "মিছেই ছলতে এসেছ নোরা! তোমার আবির্ভাব যে কারুর কাছেই বিস্বর হ'তে পারে না এ তুমি বেশ জানো মনে মনে।"

নোরা ওকে প্রতিচুম্বন দিয়ে হাসিমুখে বলল : "দেখা যাবে দিদি, দেখা যাবে, মনে আছে তো আমাদের সেই ঘরোয়া ছড়াটা :

চাই যারে আজ, কই : "মহারাজ!"
কাল বলি তায় : "তুই কে রে?"
কয় বিরহী : "এই ধরণই হয় মিলনীর—প্রেম-ফেরে।"

দোরে টোকা ফের।

কফি রুটি মাখন ডিম···

মলয় বলে : "এ কী? কে আনতে বলল?"

নোরা হেসে বলল : "আমি ভাই আমি। সারারাত প্রেম করেছ

একটু চাঙ্গা হ'য়ে নেও শেষরাতে। আবার ভোর বেলায় সুরু কোরো,"
ব'লে হেসে বলল : "আমাদের আরও একটা ছড়া আছে :

যতই কেন বলিস ওলো সজনী,
ভরা পেটেই স্বপন দেখে স্বপনী
ভুখা হ'য়েও চায় যে মিলন-রজনী
নয় সে পুরুষ। কী নাম তার ?—রমণী।"

হাসতে হাসতে ওদের প্রস্থান।

২

মলয় ডেকে উঠে এসে রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়।

চারটে। শেষ রাত। তবু এখানে আকাশে আলোর হোলিখেলা উঠেছে জেগে।···কোথাও ছায়ার লেশও নেই। সাম্‌নে নীলকল্লোল সিন্ধুর 'দক্ষিণ' মূর্তি। এ-ও যে কখনো রুদ্ররূপ ধরতে পারে কে বলবে আজ? অগুন্তি ফেনার মুকুট প'রে ঊর্মিবালারা চলেছে কার নাচদুয়ারে —ঐ দিগন্তের পারে? দৃষ্টির প্রদীপে জ্বলেছে যেন তাদেরই আলো— মনেও ছড়িয়ে পড়েছে প্রকৃতির দিগন্তহারা আনন্দের ঝঙ্কার।···দূরে একটা পাল-তোলা জাহাজ চলেছে ধীর গমনে যেন একটা বিপুলকায় সামুদ্রিক পাখি—সিন্ধুবাদের সেই অতিকায় শুভ্রপর্ণ বাজপাখির কথা মনে প'ড়ে যায়। এখানে ওখানে ছোট ছোট মাছ ধরার নৌকা—ফিয়োর্ড তো ওরা পেরোয় নি—তাই নির্ভরসার ভাব নেই কোথাও। মানুষ ডাঙার জীব···জলকে সে ভালোবাসতে পারে কিন্তু হাতের কাছে স্থলের আশ্বাস থাকলে তবেই। নইলে এ রেল মরুভূমির বুকেও মানুষ শুকিয়ে ওঠে, হাঁপিয়ে ওঠে, না? মলয়ের মনটা কানায় কানায় ভ'রে উঠেছে আজ! বিধাতার করুণার কথা মনে হয় কত স্মৃতির রেশেই যে! প্রতি দুঃখের স্মৃতিচারণেও আজ তার মনে বিছিয়ে যায় কত···কত···কত সুখের জন্যে কৃতজ্ঞতা! অদ্ভুত নয়? দুদিন আগে রুমার কথা ভাবতে ও দুঃখে বেদনায় মুহ্যমান্ হ'য়ে পড়েছিল!···মানুষের চৈতন্যলীলার কত যে ছন্দ! মনে প'ড়ে যায় আরব সাধিকা রাবেয়ার কথা—যখন তার উরু কেটে

বাদ দিতে হয়েছিল তখন সে-যন্ত্রণার মধ্যেও সে-ভক্তিমতীর মনে কেমন ক'রে এ-কৃতজ্ঞতার সুরই উঠেছিল জেগে?—

গাঢ় স্নেহনীড়ে করুণায় ঘিরে
রেখেছিলে মোরে— কত না আঘাত হ'তে যে বাঁচায়ে জীবনে—
বুঝাতে কি আজ ওগো প্রেমরাজ,
একটি অঙ্গ হরিলে—তাই কি সুধা ঝরে রাঙা বেদনে?

মনে পড়ে আজ যে, কত সময়েই ওর মনে হয়েছে যে এরই নাম তো সেণ্টিমেণ্টালিটি—বেদনা বেদনা-ই, গরল কখনোই সুধা নয়। কিন্তু আজ যেন একটা অপরূপ উপলব্ধির পূর্বরাগ ধীরে ধীরে রঙিয়ে তোলে ওর চিত্তাকাশকে। মনে হয় যে, চেতনার দীপ্তিলোকে যে-উপলব্ধি সত্য ব'লে বোধ হয় চেতনার ছায়ালোকে তাকে মিথ্যা মনে হওয়া হয়ত স্বাভাবিক, কিন্তু তাই ব'লে এ-কথা বলা যায় না যে সূর্যলোকের উত্তাপের অভিজ্ঞতা চন্দ্রলোকের হৈমন্তী জড়তার সাক্ষ্যে নামঞ্জুর করা সঙ্গত। কারণ এ তো ন্যায়শাস্ত্রের কথা নয়—এ যে উপলব্ধির কথা। এই তো দুদিন আগে ওর মনে হ'ত ক্রমাগতই যে, বিধাতা কী কঠোর যে, প্রফেসর হাইবার্গের বোধশক্তি কেড়ে নিলেন। কিন্তু আজ ওর মনে হয় কেবলই রাবেয়ার ঐ প্রার্থনার কথা। মন কৃতজ্ঞতায় যেন লুটিয়ে পড়তে চায় তাঁর পায় যাঁর দাক্ষিণ্যে এ সুন্দর ভুবনে এত আলো এত হাসি এত ছন্দ এত ফুল এত রঙের রেখার গন্ধের দোললীলা। বেদনার মসীলোকে এ হাসির জ্যোতির্মণ্ডলকে মনে হ'তে পারে পরিহাস, মৃত্যুর কৃষ্ণদংষ্ট্রার নিষ্পেষণে জীবনের সৌম্য আশ্রয়ের কথা মনে হ'তে পারে মায়া—কিন্তু তা ব'লে নিম্ন চেতনার এজাহার ঊর্ধ্ব চেতনার অঙ্গীকারকে

অবিশ্বাস করা চলে কি ? ঐ তো ঢেউগুলো উপরে উঠছে···ঐ ঐ ঐ··· উঠবার সময়ে ওদের বুকে ফলছে লাখো বৈদূর্যের রাগরশ্মি। কিন্তু ঐ ঐ ঐ···ওরা নামবার সময় আবার সেই উর্মিমালার বাঁকা গহ্বরে কেঁদে উঠছে শুধু অনালোকের ভস্মছায়া। বলব কি—এই নিরালোকের নিরানন্দই প্রতি ঢেউয়ের বাস্তব পাথেয়, আর ঐ কিরণমালার ঝিকিমিকি হ'ল ক্ষণস্ফুরৎ—মায়া ?

সত্যি, আজ ওর রোমে রোমে যেন উচ্ছ্বাসের শিহরণ ঝলমল ক'রে উঠতে চায়—এ অহেতুক শিহরণের আনন্দ-তন্ময়তাকে ও পরম সত্য ব'লে না মেনে পারে কখনো ? এই-ই তো ওর ঊর্ধ্ব-চেতনার চরম সাক্ষ্য—'যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি'—যার আলোকে ভুবন আলো। তাই তো প্রফেসরের উন্মাদ অবস্থার কথা ভেবেও ওর আজ ভয় আসে না, মনে হয় রাবেয়ার কথাই ফিরে ফিরে : কোনো দুঃখ যখন পাই তখন কেন মনে রাখি না এরকম দুঃখ থেকে কতবার—অগুন্তি বার—তিনি বাঁচিয়েছেন ? প্রফেসর দুদিন আগে অসুস্থ হয়েছিলেন একথা ভেবে ভগবানকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে না চেয়ে কেন তাঁকে বলি না—"প্রভু দুঃখ যদি দাও দিয়ো—কেবল এই কোরো যেন তার আলোয় আমরা আরো গভীর ক'রে পাই তোমার করুণার মধুর উপলব্ধিকে—যেন মনে করি আরো বেশি ক'রে যে তুমি—

গাঢ় স্নেহনীড়ে করুণায় ঘিরে
রাখো আমাদের কত না আঘাত হ'তে যে বাঁচায়ে নিয়ত !"

ওর সর্বাঙ্গে কী যে একটা অপরূপ দীনতার সাড়া জেগে ওঠে···কানে ভেসে আসে বাঁশির সুর···বাঁশি, বাঁশি, বাঁশি ! এত ইচ্ছা করে

সবাইকে ডেকে বলতে···কিন্তু হায় তারা যে হাসবে! দুঃখ হয়—কিন্তু তাদেরই জন্যে। নিজের জন্যে না। নিজেকে মনে হয় আজ ধন্য—এ পুণ্য উপলব্ধির প্রসাদে।

অথচ এ আনন্দের মধ্যে আছে একটা নব সুর—বৈরাগ্যের। একথা ওর মনে হচ্ছিল এতক্ষণ চাপা সুরে—হঠাৎ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে কিসে?—একটা সামান্য জাহাজের বাঁশির সুরে। জাহাজের বাঁশির সুর বরাবরই ওর কাছে এত মধুর লাগে—বিশেষ ক'রে সমুদ্রবক্ষে!···এত উদাস··· মধুর!···মনে হয়—এই একই বাঁশি ও কতবারই তো শুনেছে—কত সময়েই!—কিন্তু প্রতিবারই যেন কোন্ এক অপার সুরের অনুরণনে, নয়?

মনে সেই চেনা বিবাগী শুভ্রতা বায় বিছিয়ে। জীবনে বৈরাগী সুরটা নঙর্থক বলে কে? বৈরাগী সুরের মধ্যে এই যে একটা নব-আগমনীর সদর্থক সুর ওর রোমে রোমে হিল্লোল জাগালো তাকে অস্বীকার করবে ও কী ক'রে?

অথচ তবু কি-একটা বিসর্জনীর সুরও রণিয়ে ওঠে না কি প্রতি বৈরাগী আলাপিনীতে? যা পেয়েছি, যা ধ্রুব, যা করায়ত্ত তাকে বিদায় দেওয়ার একটা আবছায়া ডাক নেই কি এ-সুরে?

মনে পড়ে য়ুমার কথা। কী করছে সে আজ ওয়ার্স'য়? খানিক আগের ধ্যানদর্শনটা মনে প'ড়ে যায়। সত্যি কি অস্কার ও ম্যাকের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে?···সেই আবছা শঙ্কা ফের ঘনিয়ে আসে যেন···

শুধুই কি শঙ্কা?···মনটার মধ্যে কোথায় যেন ব্যথিয়ে ওঠে!···জোর ক'রে এ-চিন্তাকে চায় প্রত্যাখান করতে, কিন্তু পারে কই? য়ুমা···য়ুমা··· য়ুমা বেশি দূরে সে তো নয় আজ। বেতার বার্তাবহে দু' ঘণ্টায় জবাব আসতে পারে আজকের দিনে।···মানুষ আকাশের দূরতাকে কত সংক্ষেপই না

করেছে···কিন্তু···কিন্তু···মনের প্রাণের?···য়ুমার প্রাণে এ-প্রসারের ছোঁয়াচ লাগল না কেন? সে কেন ভাবে না ওর কথা?—ভাবে না? হয়ত ভাবে। না না—সে হ'ল স্বভাব-প্রজাপতি—যে-ই তাকে কিছু মধুর রেণু দেবে তাকেই সে করবে বরণ—কিন্তু দুদিনের জন্যে। তার শেষ চিঠিটার কথা মনে পড়ে ফের। এ কি! বুকের মধ্যে এখনো এমন করে কেন সে-কথা ভাবতে?

মনে পড়ে খানিক আগে হেলেনার আত্মগ্লানি সে মলয়ের কাছে আত্ম-গোপন করেছিল ব'লে। এ-কথায় ওর মনে অনুশোচনা জেগে ওঠে হঠাৎ। সত্যিই কি ও-ও লুকোয় নি কিছু? সত্যিই কি ও যে-ভাবে য়ুমার কথা হেলেনাকে বলেছে তাতে এই ইঙ্গিত নেই যে অন্তত এখন য়ুমা মলয়ের আর কেউ নয়? য়ুমারই একটা ফরাসী উক্তি মনে পড়ে: "L'insouciance c'est ma boussole, mon ami, dans la vie marine sans but" * ও কি হেলেনার কাছে আনন্দটা এই ভাবই প্রকাশ করে নি যে, য়ুমার সম্বন্ধে ও সম্পূর্ণ নিরুৎসুক, নিরুদ্বিগ্ন? ভাবে ভঙ্গিতে কি নিরন্তরই ওকে বুঝিয়ে দিতে চায় নি যে, য়ুমা এসেছিল ওর চিত্তাকাশে ছিন্ন মেঘেরই ম'ত—গেছে স'রে তেম্‌নি নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে। তাই যেন মলয়ের হৃদয়ে আজ হেলেনার প্রেম তারার ম'ত জ্বল্‌ জ্বল্‌ করছে। এই আশ্বাস কি ও হেলেনার মনে বপন ক'রে দেয় নি?—একথায় ওর মনে হয় যে এত শত খুঁটিনাটি-বিচার বাড়াবাড়ি। বলে নিজেকে: এসব গল্পে লিখলে গল্পের ম'তই শোনাবে। কিন্তু হায় রে, মনের রাজ্যে এই সব নগণ্য ভূমিকম্পই যে ওর মস্ত মস্ত আশা কল্পনার সৌধকে ভূমিসাৎ ক'রে দেয় একথা বোঝাবে ও তাদের কেমন

* জীবনের অকূল পাথারে নির্ভাবনাই হ'ল আমার কম্পাস বন্ধুবর!

ক'রে যারা চায় শুধু গল্পের যথাযথ যৌক্তিকতা—সংবদ্ধতা। ওর জীবনে যা ঘটেছে অনেক সময়ে গল্পের মতনই শোনাবে হয়ত—কিন্তু তাই ব'লে সে সব ঘটনা তো আদৌ গল্প নয়—অঘটন হ'তে পারে, তবু ঘটেছে তো। গল্পামোদীদের 'পরে জাগে ওর হঠাৎ এমন নিবিড় অনুকম্পা! হায় রে, চায় তারা কেবল পৌর্বাপর্য, সুগ্রথিত যাথাযথ্য। হাসি পায়! যেন জীবনের ইতিহাস শিল্পের পৃষ্ঠপোষকদের সেলামি দিতে রাজি হ'তে পারে! কেন দেবে? হায় রে এস্থীট! কতটুকু জানে তারা? কতটুকু বোঝে? তাদের কেমন ক'রে ও বোঝাবে যে হেলেনা যে আজ ওর মুখে যুমার কথা শুনতে চায় তার কারণ এ নয় যে এ-গল্পে ওর এতটুকু খাঁটি ঔৎসুক্য আছে, হেলেনা যুমার সম্বন্ধে কৌতূহলী শুধু এইটে নিশ্চিত জেনে যে এক সময়ে সে মলয়ের জীবনে যতখানি স্থানই দখল ক'রে থাকুক না কেন, আজ—এখন, এই মুহূর্তে—সমস্ত দখলিয়ানা একা হেলেনারই। এ স্বত্বজ্ঞানে হেলেনার যে-ই সন্দেহ এসেছিল সে-ই কি ওর মন বিষাদে ভ'রে যায় নি—চাপা দাহ দেয় নি দুঃখ? হেলেনার এ-দুঃখ ও দূর করেছে কী ক'রে? কী ব'লে? মিথ্যা ব'লে নয় বটে, কিন্তু সত্য কথা আর সত্যাচার কি এক বস্তু? যা বলেছে ও হেলেনাকে সবই সত্য বটে, কিন্তু সত্য হ'য়েও মিথ্যা নয় কি? কারণ মৌখিক সত্যের বাঁকা আড়ে এই সোজা কথাটা ও ঢেকে রাখে নি কি যে যুমার আলো এসেছিল ওর প্রাণের বাগানে—শুধু দুটো ক্ষণিকের ফুল ফুটিয়ে অতীতের আলোয় নাস্তির গর্ভে লীন হ'য়ে যেতে? সত্য বটে সে স্পষ্টাস্পষ্টি এটা বলে নি—কিন্তু অস্পষ্ট ইঙ্গিতের প্রচ্ছন্ন চাতুর্যে?—

ধিক্ শ্রীহীন চিন্তা! ওর মনের উদাস বৈরাগী সুরটি আবার লুপ্ত হ'য়ে যায় ধীরে ধীরে। দিগন্তে কখন যে এক রাশ মেঘ সুরু ক'রে দিয়েছে

কানাকানি! আকাশের কাছেও পৌঁছেছে সে-ষড়যন্ত্রের কানাঘুঁষো। তাই সে ছায়াভ হ'য়ে এসেছে ওদের অকৃতজ্ঞতায়। তাই বিবর্ণ হ'ল সাম্‌নের নীলাভ জল। ওর নিজের মনও। তাই হয়ত এ আবছা ধিক্কারে ওর দুঃখ হয় ভাবতে যে য়ুমার খবর পেতে এখনো ওর ইচ্ছা করে। য়ুমার সম্বন্ধে ওর নিজের ঔৎসুক্য কমে নি ভেবে দুঃখ যে হয় না তা নয়—অথচ সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও জাগে।…কেন, কে জানে—আজ কেবলই মনে পড়ে তার সেদিনকার ছলছল চোখ দুটি, সেই নিবিড় অনুতাপ—বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। হেলেনাকে তার কাহিনী বলতে গিয়ে সে-বলার দর্পণে য়ুমার ছায়া যেন নতুন ক'রে ফলল! আশ্চর্য! এ-ও কি হয়? যা হ'য়ে গেছে স'রে গেছে, মুছে গেছে—তাকে ফের ফলিয়ে তুলতে গেলে কি সে নতুন ক'রে সত্য হ'য়ে ওঠে? মৃতদেহকে আঁকতে গেলে শুধু রঙের জাদুতে পারে সে জেগে উঠতে?

না পারলে জীবনের নাটমঞ্চের প্রসার হ'ত কতটুকু? মানুষের বর্তমানের পরিসর কতটুকু? ধরতে গেলে বর্তমানের মতন মায়া আর কী আছে? একদিকে অসীম অতীত, একদিকে অগাধ ভবিষ্যৎ। বর্তমানের জন্ম অতীতে, নয় ভবিষ্যতে—কিন্তু সে নিজে কতটুকু? এই দুই অপার অনায়ত্ত অস্তিত্বের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে লীয়মান বিন্দুসেতু…একেই শুধু ধরা যায় ছোঁওয়া যায়…অথচ যায় কি? এই তো খানিক আগে হেলেনা ছিল ওর বাহুবন্ধনে…পলকে সে হ'য়ে গেছে অতীত—শুধু স্মৃতিলতা তার বেশি তো নয়। আশা ছোটে ভবিষ্যৎকে ধরতে—ঐ জাহাজের সম্মুখ বিন্দুটি যেমন যায় দূরের জলকে কাছে পেতে। কিন্তু পেতে না পেতে সম্মুখের জল পিছনে। প্রতি চেতনার বিন্দু জীবনে চির-প্রবহমান সিন্ধুকে ছোঁয় কতটুকুর জন্যে? পায়…পায়—ঐ পেল না—দেখ ভবিষ্যৎ

এগিয়ে আসে ধীর পদক্ষেপে কিন্তু বর্তমানকে ছুঁতে না ছুঁতে নক্ষত্রবেগে হ'য়ে গেছে অতীত—চিরকালের জন্য অলভ্য অপরিবর্তনীয়। মানুষ বর্তমানে বাঁচে কতটুকু বা? বিচ্ছিন্ন মায়াময় মুহূর্তের মালা দিয়ে সে চায় জীবনকে বরণ করতে···কিন্তু পারে না। বর্তমানের প্রত্যক্ষলোকে জীবনকে সে পায় না···যদিও বর্তমানই একমাত্র বাস্তব···যেহেতু ভবিষ্যৎ —অজ্ঞাত, কালকের অতীতও—নীহারিকার চেয়েও সুদূর—সে যে নেই। তবু মানুষ বাঁচে শুধু অতীতের স্মৃতিলোকে আর ভবিষ্যতের আশালোকে। তাই স্মৃতিচারণে মৃত অতীত ক্ষণে ক্ষণে পায় নবজন্ম। এ কবি-কল্পনা নয়। এ ওর জীবনের একটা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি···অথচ কে বুঝবে? গল্পে বললে রসিকরা বলবেন—এর নাম গল্প নয় কাজেই উপন্যাসের উপজীব্য নয়। বলুন গে—তবু এ সত্য: আর শুধু সত্যই তর্পণীয়: ন গল্পেন তর্পণীয় মনুষ্যঃ। জীবনে মরণে সে যেন সত্যেরই পূজারী থাকে, আর কিছুর নয়। যদি কখনো তার বিচিত্র জীবনের কথা সে বলে বলবে এই সব অসম্ভব অভিজ্ঞতারই কথা—অসম্ভব যার রূপ, বাণী যে তার সত্য এই ছবিই আঁকবে—এদেরকে এমনকি সম্ভবপর রেখারাও এঁকেও ফলিয়ে তুলবে না। কেন না মিথ্যার তন্তু দিয়ে যে শিল্পের বয়ন সে-শিল্পকে আর যে-ই চায় সে চায় না। ক্ষণিক আমোদের জন্যে তো নয়, শিল্পকে চায় সে জীবনের সত্য দুরাশা ফুটিয়ে তুলতে, প্রত্যক্ষ উপলব্ধিকে চেতনার বিকাশ-কাহিনীকেই আঁকতে। এজন্যে শিল্পের মাধ্যস্থ্য চায়—কেন না শুধু শিল্পেরই আছে সেই জাদু যাতে একের জীবনসত্য অন্যের জীবনপটে স্থায়ী রেখা টানতে পারে। এই জন্যেই শিল্প বরেণ্য—তার কাছে। মনে প'ড়ে যায় য়ুমার কথা: একথা যে সে-ও বলত প্রায়ই। শিল্প···শিল্প··· শিল্প···জীবনের সত্যতম দীপ্তি ফুটে ওঠে শুধু শিল্পেরই ইন্দ্রজালে—বন্ধুত্বে

নয়, প্রেমে নয়, সাংসারিকতায় নয়। শিল্পপ্রেমের পূর্ণদীক্ষা ওকে দেয় তো য়ুমাই সর্বপ্রথম। শিক্ষাদাতাকে মানুষ ভুলতে পারে কিন্তু দীক্ষা-দাত্রীর স্থান যে অস্থিমজ্জায়। সে মিথ্যা হবে কী ক'রে ? না—হেলেনাকে ও বলবে—বলবে—বলবেই। মিথ্যাচারী হবে কেমন ক'রে এমন সত্য-সাধিকার কাছে ?

অথচ ব্যথা বাজে।···মিথ্যা ? মিথ্যা তো সে বলে নি। কী ? সত্য-গোপন ? কিন্তু—ভাবতে ব্যথা বাজে—তবু মন বলে : কিছু সত্য-গোপনের দায় নেই কোন্ প্রেমেরই বা ? জীবনে কি এক পা-ও চলা যায় পূরো অহিংসা বা পূরো সত্য মেনে ? দাঁড়াবার ভিৎ যখন আলোয় ছায়ায় গড়া তখন শুধু আলো-কে পাথেয় ক'রে চলতে পারে কে ?

অথচ তবু অভীপ্সা তো নেভে না—নির্মম সত্যের জন্যে, বিশুদ্ধ অহিংসার জন্যে, ছায়ালেশহীন প্রেমের ধ্রুবলোকের জন্যে।

তাই তো জীবন এত বৃথা মনে হয়। তাই তো বৈরাগী সুর ওঠে বেজে···সব পেয়েও পাওয়া হয় না কিছুই। কে যেন বলে—এমন পাওয়া আছেই যার পাশে সব পাওয়াকেই মনে হয় অপ্রাপ্তি, এমন কান্তি আছেই যার পাশে তিলোত্তমাকেও মনে হয় নিষ্প্রভা।

—"সুপ্রভাত, হের মলয়।"

—"সুপ্রভাত কাউণ্টেস্," মলয় চম্‌কে ওঠে, "এত ভোরে ? চারটেও যে বাজে নি।"

—"জাহাজে আমার ঘুম কোথায় ?" কাউণ্টেস হাসেন "তাছাড়া সূর্যোদয়ের সময় আমি কেবিনে থাকতে পারি না। ঐ—ঐ—দেখুন—"

টুপ্ ক'রে একটি সোনার চাউনি···বিন্দুর চাউনি। চাইতেই—

সাম্‌নের জলের ঠিক উপরেই—এক ঝাঁক মেঘ রাঙা হাসি দেয় ছড়িয়ে মুঠো মুঠো। এত সুন্দর—যেন বিশ্বাস হয় না!

—"ঐ দেখুন, কী অপূর্ব! বিন্দুটা দেখতে দেখতে হ'য়ে দাঁড়ায় বাঁকা রেখা···ঐ···বড় তাড়াতাড়ি···সোনার নকিবের যেন আর তর সয় না নিজের তহবিলের নাম হাঁকতে—বলত য়ুমা প্রায়ই।"

মলয় চম্‌কে তাকায় তাঁর দিকে : "য়ুমা?" মেরুদণ্ডের মধ্যে কোথায় শির্ শির্ ক'রে ওঠে!···

—"হ্যাঁ। সে বড় ভালোবাসত সমুদ্রে সূর্যের উদয় অস্ত দেখতে। ভালো কথা জানেন হের মলয়, এইমাত্র জাহাজের বেতারের কৃপায় তার একটা তার পেলাম।"

মলয়ের বুকের রক্ত দুলে ওঠে : "য়ুমার?"

—"হ্যাঁ। সে এক জবর তার—প্রকাণ্ড—চিঠিকেও টেক্কা দেয়—জানেনই তো লম্বা তার করতে ওর কী আনন্দ!"

—"কী লিখেছে?"

কাউণ্টেস হাসেন : "আপনার কথাও আছে তাতে অবশ্য।"

—"আমার! কী ক'রে—?"

—"আমি খানিক আগে ওকে তার করেছিলাম—এম্‌নিই—ও খুসি হয় বড় তার পেলে—চিঠি পেলে—জানেনই তো।"

—"কী লিখেছিলেন আপনি ঠিক? হেলেনার কথাও কি?"

—"হ্যাঁ। হেলেনাকে আপনি মালা দিতে যাচ্ছেন শুনে ভাবলাম—সে খুসি হবেই ভেবেই—কী—অন্যায় করেছি না কি?"

—"না না—তা করবেন কেন—" মলয় হাসে মনমরা হাসি—"কী—লিখেছে ও?—মানে, বলতে যদি বাধা না থাকে অবশ্য—"

—"না না বাধা থাকবে কেন ? লিখেছে কত কথা। সব মনে নেই। তবে লিখেছে কাল রাতে ওর অস্কার, আর সেই কী নাম যেন—আইরিশ বন্ধুটির ?"

—"ম্যাকার্থি !"

—"হ্যাঁ—তার সঙ্গে দেখা হয়েছে।"

—"হয়েছে ?" মলয়ের বক্ষস্পন্দন দ্রুত বয়।

—"হ্যাঁ।"

—"তার পর ?"

—"সে না কি এক ড্রামা। পরে লিখছে সব কথা চিঠিতে—লিখেছে। তবে লিখেছে—খুব নাচ হ'য়ে গেল হোটেল ডি ভিলে—লোকে সবাই উৎসাহে উন্মত্তপ্রায়—ওর এ বন্ধু দুটিও।"

মলয়ের মুখ শাদা হ'য়ে গেল : "ওরাও ছিল ?"

—"হ্যাঁ। লিখেছে ওকে তার করতে কালমারে আপনার ঠিকানা—আপনাকে ওর কী দরকারি কথা জানাবার আছে—জরুরি।"

—"জরুরি ?" মলয় নিজের হৃৎপিণ্ডের হাতুড়ি যেন শুনতে পায় স্পষ্ট।

—"হ্যাঁ—ঐ ড্রামা সম্পর্কেই বুঝি। লিখেছে আপনার খবর হঠাৎ পেয়ে ও যে কী খুসি হয়েছে, ওর বিশেষ দরকার আপনাকে কি যেন জানানোর।"

—"কী দরকার, কোনো আভাষ দিয়েছে ?"

—"না—"

হঠাৎ ষ্টুয়ার্ডের অভ্যুদয় : "কাউণ্ট আপনাকে ডাকছেন কাউণ্টেস—কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

—"হ্যাঁ যাচ্ছি এক্ষুনি—"

—"তিনি বললেন—দেরি না করতে।"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ যাচ্ছি—Auf Wiedersehen হের্ মলয়—আপনার ঠিকানাটা য়ুমাকে তার করব কি?"

—"আমি করেছি কাউণ্টেস।"

কাউণ্টেস বিস্মিত সুরে বললেন: "সে কি? কখন?"

—"কাল রাত একটার সময়ে।"

—"ও, অর্ডিনারি তার বুঝি? তাই সে তার পেতে তার দেরি হ'ল একটু—হোটেল ডি ভিলে আজ যখন পাবে তখন ও কী খুসিই যে হবে—"

—"আর কী লিখেছে?"

—"কত কী—যে লম্বা তার, সব কথা কি মনে থাকে—জানেনই তো টাকার তো ওর অভাব নেই—যাক ভালোই হ'ল—হয়ত আপনিও শীঘ্রই তার পাবেন"—ফিরতেই—"এ কি সুপ্রভাত ফ্রয়লাইন হাইবার্গ—এত ভোরে?"

হেলেনা হাসিমুখে বলে: "সুপ্রভাত কাউণ্টেস—আমিও তো ঐ প্রশ্নই করতে যাচ্ছিলাম আপনাকে।"

—"হের্ মলয়ের মতন—" কাউণ্টেসের ওষ্ঠপ্রান্তে দুষ্টুমির হাসি বাঁকা হ'য়ে ওঠে, "তা হবে না? দুটো হৃদয়তন্ত্রী যখন এক সুরে বাঁধা হ'য়েই রইল—য়ুমা বলত আরো জুৎসৈ উপমা দিয়ে।"

হেলেনার মুখের হাসি নিষ্প্রভ হ'য়ে আসে: "তারই কথা হচ্ছিল বুঝি?"

—"হ্যাঁ। সে বেতার টেলিগ্রাম করেছে কি না ওয়ার্স থেকে—"

—"কখন?"

—"এইমাত্র। আপনাদের বাগ্দানে শুভ ইচ্ছা জানিয়েছে।"

—"কে জানালো তাকে ?"

—"আমিই কাল বেতারে খবর পাঠিয়েছিলাম—লম্বা লম্বা তার করার রোগও আমার হয়েছে ওরই ছোঁয়াচে—"

হেলেনা বাধা দিয়ে বলল : "আর কী লিখেছে—জিজ্ঞাসা করতে পারি ?"

—"বিলক্ষণ !—লিখেছে—আপনার ওঁকে এইমাত্র বলছিলাম—ওঁর ঠিকানা যেন তাকে তারে পাঠাই—তার কি যেন জরুরি কথা জানাবার আছে ওঁকে।"

ওদের চোখোচোখি হয়—মলয় কিছুতেই পারে না—চোখ নেমে আসে আপ্‌নিই। কেন এমন হয় ?

—"তা উনি বললেন," কাউণ্টেসই কথা কইলেন, "আপনারা জানিয়েছেন আপনাদের কালমারের ঠিকানা কালই বেতারে।"

—"হুঁ।" হেলেনা ওদিকে একটা পাহাড়ের এক ঝাঁকড়া মেঘলা চুলের পানে তাকিয়ে থাকে—আন্‌মনা।

—"হয়ত এখুনি পাবেন তার টেলিগ্রাম—বেতার হওয়ায় কী সুবিধেই হয়েছে, না ?"

—"হুঁ।"

ষ্টুয়ার্ডের পুনরাবির্ভাব : "কাউণ্টেস, কাউণ্ট আপনার জন্যে কফি ঢেলে ঠায় ব'সে আছেন—"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ যাচ্ছি যাচ্ছি—আউফ ভীদর জেহ্‌ন—"

"আউফ ভীদর জেহ্‌ন্‌" বলে মলয়, হেলেনাও অস্ফুট স্বরে বিদায়োক্তিতে সায় দিল।

৩

—"এসো হেলেনা ডেকেই বসি—বড় সুন্দর হাওয়া—"

ওরা বসল পাশাপাশি দুটো আরাম কেদারায়। এখনো কেউ ওঠে নি। হাওয়ায় একটু শৈত্য আছে কিন্তু কী যে মিষ্ট—।···পূর্ব দিগন্তে মেঘের কিনারায় পীতাভ একটা ফালি চিক চিক করে। নিচের দিকটা এখনো ধূসরাভ কিন্তু এখানে ওখানে রাঙা আলোর ঝিলিমিলি। যেন আলোর অনুচররা মেঘের আড়াল থেকে সোনার দূরবীণ দিয়ে দেখছে বিধ্বস্ত ছায়াবাহিনীকে···

কেউ কথা কয় না। সাম্‌নের নীরন্ধ্র নৈঃশব্দ্যের ছোঁয়াচ লেগেছে দুজনের মনে।

মলয়ের মনে কী এক ধরণের অস্বস্তি জাগে···কোন্ দম্‌কা হাওয়ায় যে কোন্ অচিন মেঘের পর্দা টেনে আনে···অম্‌নি আলো আসে ঝাপসা হয়ে।···কেন যে···!

মলয় ভাবে। এম্‌নিই···কত কথা! ··হেলেনার পানে চায় একবার আড় চোখে···ওর মুখে কিসের যেন ছায়া।···

—"তোমার বাবা এখন কেমন হেলেনা?"

—"বেশ ভালো। কফি খেয়ে সোফায় বসে পড়ছেন।"

* * * * *

মলয় আর কথা খুঁজে পায় কই?···হেলেনা কী ভাবছে? সত্যি, কেন ওর চারদিকে দূরত্বের এই ঘেরাটোপ?···ও কি ভাবছে মলয়ই কাউন্টেসের সঙ্গে বার বার যুমার প্রসঙ্গ তোলে?···কত বড় ভুল!···

অথচ···অথচ একথা বলারও উপায় নেই···তাহ'লে ওর যদি মনে হয় মলয় সন্দেহ করছে যে হেলেনার মনে এ-ধরণের সন্দেহ বাসা বাঁধছে !···ছি। খোলাখুলি সন্দেহ তবু ভালো, কিন্তু সন্দেহ এসেছে ব'লে যখন বন্ধু বন্ধুকে সন্দেহ করে···ধিক !

তবে—কোত্থেকে একটা বিষাদমতন এসে পড়ে মলয়ের মনে—সত্যিই তো···সন্দেহ যদি ওর এসেই থাকে···যদি মনে ক'রে থাকে ও যে দূরবর্তিনী একটু একটু ক'রে ফের ওর মনে ঠাঁই পাচ্ছে···তাহ'লে···দূর্—একথা যে ও ভাবতে পারে এমন কথা-ই ও মনে ঠাঁই দেবে না--দেবে না, দেবে না, দেবে না।

হেলেনার পানে চকিতে একবার তাকায় : ও পূর্বদিগন্তের পানে তেম্‌নি একদৃষ্টে চেয়ে !···

"হেলেনা !"

হেলেনা ওর পানে তাকায়।

—"আমার সে-দর্শনটা মিথ্যা নয়—"

—"কোন্ ?"

—"যে, অস্কার ও ম্যাকার্থির সঙ্গে য়ুমার দেখা হয়েছে।"

—"হয়েছে !"

—হ্যাঁ—য়ুমা টেলিগ্রামে জানিয়েছে কাউণ্টেসকে।"

—"ও।"

* * * * *

আবার সেই নীরবতার আড়াল !···কেন এমন হয় ? কোত্থেকে কী উড়ো মেঘের ছন্দ এল ভেসে—এ অবাঞ্ছিত অন্তরাল প্রশ্রয় পায় কোথায় ?··· কার মনে ?···

বুকের মধ্যে এমন করে কেন? অস্কার বা ম্যাকার্থিকে তো য়ুমা ভালোবাসে না। তবু কেন মনে শঙ্কা জাগে—?

দূর হোক্ এ ছায়াবিষণ্ণ চিন্তা। কেন সেই হারানো স্মৃতির গন্ধ নিবিড় হ'য়ে ওঠে ওর অনামা তৃষ্ণার নিকুঞ্জে? সেই বিশ্বের প্রেয়সী নূপুরিকাকে কেনই বা দেখতে ইচ্ছা হয় গৃহ-লক্ষ্মীরূপে?—হয় কি? না না। কেন হবে? আগে তো হ'ত না···অথচ তবু আজ হয়··না হয় না—না না না···এ-সব কী শ্রীহীন জল্পনা কল্পনা!···তবু তৃষ্ণা নিবিড় হ'য়ে ওঠে। য়ুমা ওকে জরুরি কথা কী জানাবে? ভাবতেও বুকের পঞ্জরতটে রক্তের ঢেউ পড়ে আছড়ে। ঘ্রাণে ভেসে আসে তার কবরীবদ্ধ ফুলের গন্ধ··· চোখে ফুটে ওঠে তার কিমোনোর 'পরে সেই অপরূপ রঙে-ভরা ময়ূরটির ছবি···আর ওষ্ঠে জেগে ওঠে তার দ্রাক্ষাসরস অধরের ·না না না—ঠেলে দেবে ও এসব চিন্তাকে···কিন্তু তবু য়ুমার ছায়া-প্রতিমা ধীরে ধীরে ধীরে··· না না—

"হেলেনা!"

হেলেনা তাকায় ওর পানে, এক ছিটে হাসির কণা ওষ্ঠ-উপান্তে··· মলয় হাত বাড়ায় হেলেনা হাত দেয়···কিন্তু এত ঠাণ্ডা কেন?

—"আমি—ও হেলেনা!"

হেলেনা মৃদু হাসে এবার: "কী?"

—"কী ভাবছ?"

—"জানো না কি?" হেলেনার হাসিটুকু যায় উবে।

—"জানি, কিন্তু—"

—"কী?—ভুল ভাবছি?"

—"অন্তত ঠিক ছন্দে ভাবছ না।"

—"ভাবনার কোন্ ছন্দটা ঠিক মলয় ?"

মলয় উত্তর খুঁজে পায় না, বলে কেমন যেন খাপছাড়া ভাবে : "ঘুমা অঙ্কার সম্বন্ধেই কিছু জানাতে চায়—মনে হয় না তোমার ?"

হেলেনা ওর চোখে চোখ রেখে বলে : "না মলয়।"

মলয়ের হৃৎস্পন্দন আরো দ্রুততালে বেজে ওঠে···

হেলেনা বলে তেম্‌নি স্থিরদৃষ্টিতে ওর পানে চেয়ে : "সত্য বলব ও কী চায় ?—যদিও তুমি নিজেও জানো সেটা।"

মলয় ওর চোখের পানে কাষ্ঠহাসি হাসে : "অন্তরযামী ?"

—"ঠাট্টা ক'রে কী হবে মলয় যখন তুমি নিশ্চয় জানো যে তোমাকে ও দেখা করতে অনুরোধ করবেই ওর সঙ্গে।"

মলয়ের কান বেয়ে রক্ত উঠতে থাকে রগে···কপালে···ব্রহ্মতালুতে। জোর ক'রে হেসে বলে : "পাগল ?"

হেলেনা সাগ্রহে বলে : সত্যি বলো, আমার এ শং—এ-ধারণা ভুল ব'লে মনে হয় তোমার ?"

মলয় জোর ক'রে ফের হাসে—সেই শুষ্ক হাসি : "ভুল বৈ কি।"

—"কেন ভুল, বলবে ?"

—"ও···নিজেকে বলত উল্কা—একবার জ্ব'লেই নিভে যায়—তার পর আর জ্বলে না।"

—"উপমাটা ঠিক হয় নি মলয়। বরং ধূমকেতু বললে বেশী কাছাকাছি যেত।"

মলয় চুপ ক'রে থাকে।

হেলেনা বলে : "কিন্তু ধূমকেতুও এক কক্ষাতেই ঘোরে···তাই ফিরে আসে।"

মলয় ওর পানে চায় চকিত চাহনি : "মানে ?"

হেলেনা দু-হাতে মুখ ঢাকে হঠাৎ।

"ও কী হেলেনা ?" মলয় ওর দু-হাত জোর ক'রে ছাড়িয়ে নেয় মুখ থেকে। ও ঝুঁকে মলয়ের কোলে লুটিয়ে পড়ে।

তারপর সে কী কান্না···কান্না···

—"তুমি কি পাগল হয়েছ হেলেনা ? শোনো লক্ষ্মীটি। সব শোনো। সব বলব আজ।"

—"ছাড়ো ছাড়ো—এটা ডেক্—" সাম্‌লে ওঠে প্রাণপণে।

—"চলো আমার কেবিনে তবে।"

মলয় হেলেনার কটিবেষ্টন ক'রে নিয়ে গেল নিজের ঘরে।

৪

ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং।

—"ক'টা?" হেলেনা চম্‌কে ওঠে।'

—"পাঁচটা।"

হেলেনা মলয়ের সোফায় হেলান দিয়ে শুয়ে।...হঠাৎ চোখ ঢাকে ফের।

মলয় ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে: "আবার—?"

হেলেনা মুখ ঢেকেই বলল: "না ভয় নেই, আর অমনধারা করব না। একটু—লক্ষ্মীটি মলয়—"

হেলেনা উঠে বসে সোফায়। মলয় স'রে বসে—একটু দূরে।

—"ও কি? কাছে এসে বসবে না?"

মলয়ের বুকে অভিমান জেগে ওঠে অকস্মাৎ: "ভাগ্যে মনে হ'ল!"

হেলেনাও অভিমানে বলল: "তোমারই যেন হয়।"

—"হবে কোন্ সাহসে শুনি?"

—"কেন? নির্ভরসার কী কারণ ঘটালাম শুনতে পাই?"

গুমট একটু কাটে বৈ কি কথার ঝড়ে মলয়ও মৃদু হাসে: "তোমাদের মনখানি যে মুঠোর মধ্যেকার জল—যত আঁট ক'রে ধরি ততই হারাই।"

হেলেনার হাসিতে বিষণ্ণ একটা আভা ফুটে ওঠে: "সংসারে সব মনই তাই, একই উপাদানে গড়া, স—ব।"

—"ভুল করলে হেলেনা। কথাটা উপাদান নিয়ে নয় ছন্দ নিয়ে।

একই বিদ্যুৎকণা সব ধাতুরই মূলে, কেবল গতি ও পরিক্রমা ভেদেই বস্তুভেদ।"

হেলেনা একটু চুপ থাকে, পরে বলে: "কেবল কথার প্রবোধে কি সত্যিকার দূরত্বের ক্ষতিপূরণ হয় মলয়?"

মলয় কাছে এসে বসল সোফায়।

—"আরও কাছে। এ—সো।"

মলয় হাসে: "বা রে! স'রে বুঝি তুমি আসতে পারো না?"

—"দূরে সরালো একজন, কাছে টানবার দায়িত্ব আর একজনের?"

—"দূরে সরিয়েছি? আমি?"

হেলেনার মুখে তরল হাসির ঢেউ হঠাৎ যেন জমাট হ'য়ে গেছে: "সরাও নি? সত্যি বলো তো।"

মলয়ের হৃৎস্পন্দন আরো জলদ বাজে। মেয়েরা কেমন ক'রে টের পায়?···সত্যি, কতবারই তো দেখেছে ও। দেখেছে য়ুমার ক্ষেত্রেও—যা ঢাকতে চেয়েছে তাই সব আগে টের পেয়েছে সে। একটা ছোট্ট স্পন্দন, একটা ছোট্ট অস্বস্তি—অমনি ধরতে পারে ওরা। পুরুষরা করে বুদ্ধির জাঁক···কিন্তু মনের এ-শক্তি কি উচ্চতর চেতনার ছন্দ নয়—ওই সহজবোধ, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, প্রত্যক্ষ অনুভবের অণুবীক্ষণ? অণুবীক্ষণেরও বাড়া—এই বোধে-বোধ?

—"'আমাকে ক্ষমা কোরো' মুখে এসেছিল হেলেনা কিন্তু—"

—"না মলয়, ক্ষমার কিছু নেই। সব কিছু তো আমাদের হাতে নয়—অনেক কিছু ঘটেও আমাদের অগোচরে। তাছাড়া—"

—"কি ?"

—"তাছাড়া মানুষ যা দিতে পারে তার চেয়ে বেশি সে দিতে পারে না, এ কথাটা শুনতে সহজ হ'লেও বুঝতে অনেক সময়েই বেগ পেতে হয়, নয় কি ?"

মলয় শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে: "এতটা গভীরের দিকে না-ই ঝুঁকলে হেলেনা! মানি অক্ষমতাও অপরাধ হয় অনেক সময়ে—কিন্তু তারও লঘুপাপে গুরুদণ্ড হ'তে পারে না কি ?"

হেলেনা ওর হাতের 'পরে হাত বুলোয়: "ছি মলয়, আমি দুর্বল—কিন্তু দণ্ড দিতে পারে মানুষ কাকে ?"

—"তুমিই বলো না।"

—"শুধু যে পর, তাকে। আপনার জনকে দণ্ড দেওয়া তো নিজেকেই দণ্ডিত করা।"

ওর ঠোঁট দু'খানি থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে। মলয় ওকে কাছে টেনে নেয়। হেলেনা ওর বুকে মুখ ডুবিয়ে চুপ ক'রে থাকে। মলয় ওর চুলের মধ্যে অন্যমনস্ক ভাবে হাত বুলোয়, মনটায় ওর স্নিগ্ধতা ফিরে আসে ধীরে ধীরে। ঘন অস্বস্তি আসে ফিকে হ'য়ে।...

কেন এত ভয় করে মানুষ ? যেখানে মন মনকে মালা দিল সেখানেও মালার ফুলগন্ধে আস্থা হারায় সে কী ক'রে ? ফুলের পাপড়ি ঝ'রে যায় ব'লে ?" কিন্তু যায় কি ? সত্যি যেতে পারে ? কোনো আলো একবার জ্বললে পারে নিভতে ? যে-আঁধারে আলো জ্বলেছে সে-আঁধারে আলোর শিখা নিভ্‌লেও দিশা হারিয়ে যায় কি ? কে বলবে আলোর স্মৃতি আলোরই এক নবরূপ নয়—যেমন মেঘ জলের এক নবরূপ ? সত্য পাওয়া কি কখনো মিথ্যা হারানোর মধ্যে ব্যর্থতা খুঁজে ফিরতে পারে ?

অস্তি নাস্তির মধ্যে পারে পরিণতি চাইতে?···তবে! কেমন ক'রে একটা টান একটা আকর্ষণ আর একটা টানকে নামঞ্জুর করবে?

হঠাৎ য়ুমার কথা মনে হয় ফের—এই টানের প্রসঙ্গে। তারও জীবনের দুঃখ তো কম নয়। কী জরুরি কথা লিখবে ওকে? কোনো নতুন বেদনার?···ভাবতেও ব্যথিয়ে ওঠে মনের মধ্যে। এ-ব্যথা ওর সত্য কিন্তু তাই ব'লে য়ুমার জন্যে এ-ব্যথায় হেলেনা যে-ব্যথা পাচ্ছে তার জন্যে মলয়ের ব্যথা কি একটুও কম সত্য? একটা ব্যথা অন্য ব্যথাকে পারে নাকচ করতে? আনন্দ আনন্দের কণ্ঠরোধ করবে কী ক'রে? অথচ তবু করে তো! অন্তত মনে তো হয়। কেন হয়? কেন—কেন—কেন? প্রশ্ন নিবিড় হ'য়ে ওঠে। কে? কে বলে ঐ: হয় কেবল তখনই যখন ভাবতে যাই আপাত সুখের তরফ থেকে।—কিন্তু দৃষ্টির পরিধি যদি বিস্তীর্ণ করা যায়? সুখের বিলাসকে যদি লক্ষ্য ব'লে মেনে না নিই? ব্যাপ্তির দায়িত্ব বেশি, সরলের চেয়ে জটিলের কৃতার্থতা বেশি কঠিন, বটেই তো। কিন্তু সার্থকতাও বেশি নয় কি! তা-ই যদি না হবে—তাহ'লে সঙ্কীর্ণ চেতনার চতুঃসীমা ছেড়ে ব্যাপ্ত চেতনার আকাশ চাইত কে? কে বলে—অল্পে সুখ নেই—ছোট্ট চেতনার সুখ নেই? পুঁজি যার বেশি বাজে তো তাকেই বেশি, কেন না হারায় সে-ই বেশি। হারানোর সান্ত্বনা সহ্য হ'তে পারে, কিন্তু তবু ব্যথা—ব্যথাই: বিষাদ উল্লাস নয়, হার জিৎ নয়। তবু রক্তক্ষরণেও তো মনোভূমি উর্বর হয়, হার মেনেও তো মানুষ জেতে। তবে? কেন ছোট স্বস্তির জন্যে বড় আকাঙ্ক্ষাকে ছাড়তে বলে সমাজ? শুধু সমাজ হ'লেও বা কথা ছিল—কেন প্রেমিকও চায়? হেলেনা কেন চায়—ও য়ুমার ব্যথায় ব্যথা না পাক্? অনুভবের পরিধি বাড়লে প্রেমাস্পদ ব্যথিয়ে ওঠে কেন সব

আগে ? এইমাত্র. ও যে কাঁদল—ঝুমার ওকে স্মরণ করার কথায়—ও কী ক'রে সম্ভব হ'ল এমন স্নিগ্ধ উদার মেয়ের পক্ষে ? হেলেনার ব্যথা-পাওয়া যে মলয়কে বাধা দেয় ঝুমার ব্যথার ব্যথী হ'তে। মুখে ও বলে না বটে—ঝুমার ব্যথায় ব্যথা পেয়ো না—কিন্তু মুখের উক্তি বলে কতটুকুই বা ? সবচেয়ে জোর যে অনুক্ত অনুরোধেরই, একি ও না বুঝে পারে ? তাই তো ওর এত আত্মগ্লানি ও কেঁদেছে ব'লে, দুর্বল ব'লে। তাই কি ? না অন্য কোথাও বেজেছে ওকে ?

হেলেনা মুখ তুলে চায়—মলয়ের বুকে মাথা রেখেই।

মলয় চম্‌কে ওঠে : "কী ?"

—"এতক্ষণ ছিলে কোথায় ?" হেলেনা হাসে স্নিগ্ধ হাসি।

মলয় হাসে—ওর চুলের মধ্যে আঙুল দিয়ে বিলি কেটে দেয় নিঃশব্দে।

—"বলো না মলয়। আর আমি এমন করব না—কথা দিচ্ছি।"

"কেমন ?"—শুধাতে যাবার মুখে ও থেমে যায়।

—"ভাবছ এ-ভরসার মূল্য কতটুকু ?"

মলয় একটু চুপ ক'রে থেকে বলে : "না হেলেনা।"

হেলেনা ওর কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে বলে : "সত্যি বলছি মলয়, খুব ভালো হয়েছে আমার এ-বেদনা পেয়ে।"

—"কি রকম ?"

—"বেদনার আলোতেই গ্লানির ছায়া কায়া ধরে। তাই তো আসে ব্যথা। যতক্ষণ তার হাতে কাজ থাকে ততক্ষণ তাকে মনিব রেহাই দেবেন কেন বলো ?".

—"মনিব ?"

—"আমাদের মনের পিছনে যে-মন রয়েছে তারই কথা ভাবছি। সে যে চায় বড় হ'তে। নয় কি ?"

—"বড় ?"

—"নয় ? ভেবে দেখ, জীবনে যা-কিছুরই সাম্‌না সাম্‌নি আমরা আসি তার একটা-না-একটা তাৎপর্য থাকেই। কিন্তু সব জড়িয়ে বাইরের পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে সব চেয়ে বড় লাভ কী বলো তো ?"

—"তুমিই বলো এবার—আমি ঢের বলেছি।"

নিজের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়া—আমাদের ঐ মনের পেছনে যে-মনটি ধরা-ছোঁওয়া দিতে চান না তাঁরই নাগাল পাওয়া। তাই প্রতি জড়বস্তুর সঙ্গে ঠেকাঠেকি হ'লেও আমাদের চেতনা আনন্দ পায়—সে সংঘাতে আমরা নিজেকে বেশি চিনতে পারি ব'লে। বেদনার বেলায় একথা আরও দশগুণ খাটে যে। তাই তো সে বাহাল থাকবেই যতক্ষণ তার চেতনাকে জাগানোর কাজ না ফুরুবে।"

মলয় চম্‌কে বলল : "আশ্চর্য, হেলেনা !"

—"কী ?"

—"ঠিক এই কথাই বলেছিল য়ুমা একদিন।"

—"বেদনা পেয়ে যে একেবারে পাষাণ হ'য়ে গেছে সে ছাড়া আর সবাই বলবে মলয়," হেলেনা ম্লান হাসে। একটু পরে: "জানো ? একথা আজ কেন বললাম ?"

—"কেন ?"

—"বাবা বললেন।"

—"কখন ?"

—"এই একটু আগে।"

—"এম্‌নি গুছিয়ে ?"

—"হ্যাঁ মলয়, ঠিক সহজ মানুষ এখন তিনি ফের। বলছিলেন কী—জানো ?"

—"কী ?"

—"বলছিলেন বুদ্ধি তাঁর এভাবে কিছুদিনের জন্যে বিকল হওয়ারও দরকার ছিল।"

—"দরকার ?"

—"হ্যাঁ। বাবা বলছিলেন : নইলে তিনি এ-সত্যকে এমনভাবে প্রত্যক্ষ করতেন না যে বুদ্ধিকেও চালায় বুদ্ধি না—বুদ্ধির অতীত কোনো শক্তি। তারই নাম করুণা—বলছিলেন।"

মলয় চুপ ক'রে রইল। হৃদয়ের কোন্ একটা তার ওর বেজে ওঠে যে—!···

—"ঝুমার সম্বন্ধে আমার বিবেক বিকল হওয়ার মধ্যে দিয়েও আমি এই ধরণেরই একটা সত্য প্রত্যক্ষ করেছি—নিজের মধ্যে।"

—"কী ?"

—"যে, আমরা মুখে যতই বলি না কেন প্রেম শিকল নয়—মুক্তি, কিন্তু ওর মতন ব্যথার বন্ধন দুটি নেই।"

—"ব্যথার ?"

—"নয় ? লোহার চেন দিয়ে বাঁধলে ব্যথা বাজে, কিন্তু স্থূল ব্যথার মধ্যে একটা অসাড়তার ক্ষতিপূরণও থাকেই—তাই ওকে বাইরে থেকে দেখতে যত সাংঘাতিক মনে হয় আসলে ও তত প্রাণান্তিক নয়। কিন্তু সরু তার দিয়ে বাঁধলে সে মাংস কেটে হাড়ে পৌছয়। কর্তব্যের বাঁধন

দুঃখ দেয় কিন্তু স্থূল সে-দুঃখ—অন্তত প্রেমের সূক্ষ্ম বন্ধনদুঃখের সঙ্গে তার দুঃখের তুলনাই হয় না। হয় মলয় ?”

মলয় একথার উত্তর দেয় না, আর্দ্রকণ্ঠে বলে : “কত যে ভালো লাগল তোমার এ-স্বীকারোক্তি হেলেনা! কত শ্রদ্ধা যে হয়—”

—“শ্রদ্ধার কথা ফের যদি তোলো মলয়,” হেলেনা ওর মুখ চেপে ধরে, “তাহ'লে মনের কথা আর কোনোদিনো যদি খুলে বলেছি—”

—“সর্বনাশ! অপরাধ ?”

—“শ্রদ্ধাই যে সব চেয়ে বড় অন্তরায় অকপট হবার পথে। গভীর সুরে গভীর কথা বলা এত কঠিন কেন জানো না কি ?”

—“আমি হয়ত এক রকম জানি, তুমি কি রকম জানো শুনলামই বা।”

হেলেনার মুখে বাঁকা হাসি : “আমি তোমাকে কত সময়েই বলি নি কি যে প্রেমাস্পদের কাছে নিজেকে ছোট করতে বাধে না ?”

—“ভুল বলেছ কি ?”

—“বলেছি। কারণ বাধে না কেন সবাই জানে।”

—“কেন ?”

—“আমরা জানি ব'লে যে, সত্যি যে ভালোবেসেছে তার কাছে নিজেকে ছোট ক'রেই লাভ বেশি—তাতেই তার চোখে বড় হওয়া যায় কম খরচায়।”

—“হেলেনা,” মলয় বলে ওর হাত দুটি চুম্বন ক'রে, “এ তো বড়-ছোটর কথা নয়—এ হ'ল তীর্থপথের দিশা খোঁজা। এ অন্বেষণের সুর যখানেই বেজে ওঠে মানুষ ধূমল পথে পায় তীর্থের দেবতাকে।”

এ সুর কত কম বেজে ওঠে···দুজনেই ভাবে বুঝি !···মুখের কথায় হৃদয় যখন স্পন্দিত হ'য়ে ওঠে···

চোখে ওর জল চিকচিক করে···মলয় চেয়ে থাকে সমানে।

—"অন্য দিকে তাকাও," বলে হেলেনা কুপিত স্বরে। "কী যে—না, শোনো গুণীরা বলেন আত্মস্তুতি কানে শোনা মহাপাপ। প্রায়শ্চিত্তের পালা এল।"

—"পন্থাটা কী ?"

—"পরের স্তুতি শোনা।"

—"কার—এক্ষেত্রে ?"

—"য়ুমার।"

—"না। য়ুমার কথা আর বলব না আমি। ওকে ভুলে যেতেই হবে। যা গেছে তাকে বিদায়ই দেব—স্থির করেছি।"

—"এখনো অবিশ্বাস গেল না ?"

—"সে কি !"

—"যাকে ভুলতে পারো না, যার কাছ থেকে লাভ করেছ তাকে বিদায় দিলেই আমাকে বেশি ক'রে পাবে—এ লাভক্ষতি-কষা যদি অবিশ্বাস না হয় তবে অবিশ্বাস কার নাম শুনি ?"

—"যাদের বুঝতে দেরি হয় তাদের জন্যে একটু প্রাঞ্জল ক'রে বললেই বা।"

হেলেনা ওর কাঁধে মাথা রেখে বলল: "এমন অনেক কথা নেই কি যাদের প্রাঞ্জল করতে গেলেই আরো গোল বাধে ?"

মলয় ওর কপোলে চুম্বন ক'রে বলল : "এবার কিন্তু বুঝে ফেলেছি হেলেনা !"

হেলেনা মুখ তুলল : "সত্যি ?"

—"হ্যাঁ। য়ুমাকে মনে রাখলে তোমাকে ভুলব এ কথায় তোমার প্রতি অনাস্থা দেখানোই হয় এই না ? হাওয়াকে বিদায় দিলে আলো-কে বেশি পাওয়া হয় না।"

হেলেনা ওর দুটি হাত চুম্বন করল পর পর : "ধরেছ মলয়, কেবল—প্রতিজ্ঞা করো একথা কাজেও দেখাবে।"

—"কী ক'রে ?"

—"ওর কথা সব ব'লে, স—ব।"

—"সত্যি চাও শুনতে ?"

—"সত্যিই চাই মলয়। কারণ ওকে জানলে তোমাকেও যে জানব। প্রিয় যে তাকে জানার লোভ হয় না কার বলো ?"

—"দুষ্টু ! তবু বলা হয় মঞ্জুবাক শুধু পুরুষই।"

—"তোমরা কেন বলো—অবলা শুধু মেয়েরাই ?"

—"নও ?"

—"কক্ষনো না। খাঁটি অবলা হ'ল পুরুষই।"

—"কী যুক্তিতে মহারাণী ?"

—"অবলাকে হারাবার ভয়ে যারা সত্য-গোপন করতে চায় শুভ স্মৃতিকেও বিদায় দিতে চায় তাদের চেয়ে দুর্বল কে ?"

মলয় হাসল : "হার মানতে হ'ল এবার—কবুল করছি।"

—"করছ ?" হেলেনা প্রফুল্ল হ'য়ে ওঠে, "তবে বলবে ?"

—"কী ?"

—"ফে—র ? যা—ও" ওকে দিল ঠেলে।

—"আচ্ছা গো আচ্ছা বলছি। শোনো।"

হেলেনা তর্জনী তুলে : "কিন্তু সেই কড়ার—কোনো কথা—"

—"না গো না—গোপন করব না—গোপন করব না—গোপন করব না—তিন সত্যি করছি—আমাদের কাপুরুষ ধর্মবীর যুধিষ্ঠিরকে প্রত্যক্ষ ক'রে।—এবার ?"

—"হ্যাঁ, সন্ধি।"

এ কী! মেঘমুক্ত নীলিমার স্বচ্ছতা ওর মুখে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে!

৫

—"একটা কথা তোমার কাছে একটু আড়ালে রেখেছিলাম—"

—"কুণ্ঠা রেখে তাকে পূরোপূরি বে-আব্রু করা ছাড়া প্রায়শ্চিত্তের আর কোনো পথ নেই—" হেলেনা তর্জনী তোলে ফের।

—"করছি গো করছি। অত শাসায় না।"

—"কথাটা এই যে আমাদের প্রাণের রঙ্গমঞ্চে ম্যাকের আবির্ভাবের আগেই য়ুমা আকারে ইঙ্গিতে আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে আমার কাছে ওর নিজের জীবনের নানা কথা বলবার ও যেমন আগ্রহ বোধ করে তেমন আগ্রহ ও য়ুরোপে এসে অব্‌ধি আর কারুর কাছে করে নি। শুধু য়ুরোপে কেন, ওর খুব প্রিয় বান্ধবীর কাছেও—ও বলেছিল একবার—ও যে-সব কথা বলে নি খুলে বলতে ও চায় আমার কাছে।"

হেলেনা বলল : "কিন্তু কেন চায় সেটা কি বলেছিল খুলে ?"

—"না। তবে একথা বলেছিল যে ওদের জাপানে একটা প্রবচন আছে :

একটু চিনেই যারে মনে হয় চিনি চিনি,
তারি সাথে প্রাণ চায় যে প্রাণের বিকিকিনি,
হাওয়ায় পাতায় কেন এত সুর-কানাকানি ?
যুগ যুগ ধরি' তাদের যে মন-জানাজানি।"

—"বেশ ছড়াটি তো।"

—"হ্যাঁ। আর সত্যি এরকম ঘরোয়া ছড়ার মধ্যে দিয়ে একটা জাতের মন কম চেনা যায় না, মনে হয় না তোমার?"

—"হয় না? বাঃ! এই সব ঘরোয়া ছড়ার মধ্যে দিয়েই তো ফুটে ওঠে অনেক গভীর দৃষ্টিভঙ্গি, প্রজ্ঞা—প্রতি জাতেরই—ইংরাজি ভাষায় যার নাম wisdom."

—"সত্যি কথা। আর এরকম প্রবচন যে ও কত বলত কী মিষ্টি হাসি কটাক্ষ ঠাট্টা তামাসার সুরে—এক অপূর্ব মিতালির স্বাদ ফুটে উঠত সে-রেশে। সত্যিই মনে হ'ত আমারও যে ওর সঙ্গে আমার অফুরন্ত চেনা—যুগান্তরের বিকিকিনি। এ পরিচয়ের ভূমিকা না থাকলে সেদিন ওভাবে কাঁদতে ও পারত না আমার কোলে।"

—"কোলে?"

—"সে কী কান্না যে কাঁদল হেলেনা—মনে পড়ছিল জানো—যখন তুমি কাঁদছিলে। আশ্চর্য, ঠিক কি একই ভাবে মানুষ কাঁদে যখন চায় সে প্রিয়জনের সান্ত্বনাস্পর্শ? চাপা কান্নায় তার দেহলতাও ঠিক কি তোমার মতনই কেঁপে উঠেছিল! কিছু মনে কোরো না হেলেনা তবে সব বলব ব'লেই বলছি—তুমি যখন কাঁদছিলে তখন হৃদয় আমার এত ব্যথিয়ে ওঠা সত্ত্বেও তার কান্নার সঙ্গে তোমার কান্নার এ আশ্চর্য সাদৃশ্য মনে পড়ছিল কেবল কেবলই।"

—"মনে করব কেন মলয়? আমি কি জানি না যে বেদনার স্মৃতি-পটের রেখারঙই জীবনে সবচেয়ে স্থায়ী হয়? তবে একটা কথা। এ-সময়ে ম্যাকের সঙ্গে ওর আলাপ তো ছিল না?"

—"সে সময়ে ও তা-ই বলেছিল।"

—"কিন্তু তাহ'লে ম্যাক তোমাদের অন্তরঙ্গতা দেখে এতটা জ্ব'লে উঠল কেন?"

—"সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য।"

—"ও—গল্পের যথা-পর্যায়?"

—"তাই। কী? এতে নারাজ?"

—"না না। খুবই রাজি। ব'লে চলো।"

—"আমাদের অন্তরঙ্গতা দেখে প্রথম দিকে যেন ম্যাকের চমক ভাঙল। ও ঝুঁকল যেন হঠাৎ য়ুমার দিকে। সময়ে সময়ে আসা সুরু করল টেনিস খেলতে, অনাহূত ভাবে চা খেতে, নাচতে, দাঁড় টানতে শেষটায় নাচ শেখবারও সে কী চাড়!"

—এই সময়েই বুঝি ও তোমার কাছে য়ুমার কথা বলত-টলত?"

—"হ্যাঁ। সে আর এক অভিনব অধ্যায় যেন হঠাৎ খুলে গেল আমাদের জীবনের। কল্পনা করতে গেলে সহজেই বলা যায় প্রতিযোগিতা। কিন্তু এক বিচিত্র প্রতিযোগিতা!"

—"কেন?"

—"কারণ য়ুমা যে বিবাহ করবে না আমাদের কাউকেই জানতাম দুজনেই। তবু দুজনেই ভাবতাম, য়ুমাকে জিতে নেব। মনে মনে দুজনেই বেশ জানতাম এ হবার নয়। তবু আশা ছাড়তাম না কেউই।"

—"এ তো মামুলি কাণ্ড মলয়, বৈচিত্র্য এতে কোথায়?"

—"এ কেমন ধারা বৈচিত্র্য জানো?" মলয় চিন্তাবিষ্ট সুরে বলে, "কী ক'রে বোঝাই?—এ যেন—কী বলব—এ যেন—অভিমানের ব্যথা—তার মানকে যে হৃদয়ের মর্যাদা দেয় সে-ই বুঝল, এ-প্রত্যাশার আলোছায়া যার মনে খেলে সেই চিনল, নইলে চোখে আঙুল দিয়ে এসব দেখানো

ভার। আমাদের নিত্য নতুন হাজারো অনুক্ত দাবিদাওয়া, গোপনিকতা, ঠোঁট-ফোলানোর বেলাও ঐ কথা। বৈশিষ্ট্য ছিল সত্যিই। কারণ প্রথম : ম্যাক ও আমার মধ্যে বন্ধুত্ববন্ধন শিথিল হয়নি। বিদ্বেষ তো দূরের কথা —দুজনেই যেন জানতাম দুজনেই হারব—তাই পরস্পরের প্রতি কেমন যেন একটা দরদও অনুভব করতাম। অথচ জ্বালা ঈর্ষা তলে তলে এরাও যে ছিল না এমন কথাও জোর ক'রে বলা চলে না। একেও বৈচিত্র্য বলবে না ?—না, এখনো ঝাপসা লাগছে ?"

হেলেনা চুপ ক'রে একটু ভাবে : "মন্তব্য পরে দেব। এখন ব'লে চলো তো।"

মলয় বলল : "যুমার সঙ্গে ম্যাকের একটা জায়গায় ছিল মস্ত মিল : যুমার মধ্যেও স্বতোবিরোধ ছিল খুব বেশি। প্রতি পদে ও-ও হ'ত আত্ম-জর্জর। সেই জন্যে কোনো তকরার হ'লে—কারণ এসব তো হ'তই, বুঝতেই পারছ—ও ম্যাককেই সমর্থন করত বেশি।"

হেলেনা হাসল : "তাতে নিশ্চয় তোমাতে-ওতে বাধত তুমুল অবিশ্যি ভদ্র রেষারেষি ?"

—"রেষারেষি ছিল তো বটেই—কিন্তু বাধত কথাটা বললে একটু ভুল-বোঝানো হবে হয়ত। কারণ প্রকাশ্য কোনো প্রতিযোগিতা তো ছিল না। তবে ভদ্র রেষারেষি—এমন কি ভদ্র ঠোকাঠুকি পর্যন্ত হ'ত বৈ কি সময়ে সময়ে।"

—"হ'লে ও কী করত ঠিক ? ম্যাকের ওকালতি ?"

—"হ্যাঁ। না, ঠিক ওকালতি নয়। তবে বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে

দিত বৈ কি—অমুক অমুক জায়গায় ম্যাক কেন ভুলচুক করল, কেনই বা নিজেকে সামলাতে পারল না ইত্যাদি। আর এমন অপূর্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে অথচ মিষ্ট হেসে আঘাত না দিয়ে ও আমাদের চরিত্রের বিশ্লেষণ করত যে সময়ে সময়ে অভিভূত হ'য়ে পড়তাম আমরা দুজনেই।"

—"খুব অন্তর্দৃষ্টি ছিল বুঝি ওর?"

—"সহজাত বললেই হয়। তার ওপরে ও এ-অন্তর্দৃষ্টির সাধনা করেছিল ওর মা-র শিক্ষাদীক্ষায়।"

—"ওর মা-র?"

—"হ্যাঁ। বলেছি তিনি বিবাহের আগে গাইশা নর্তকী ছিলেন। মানুষের দুর্বলতার নানা কালো দিকের ওপর তাই তিনি ফেলতে শিখেছিলেন প্রবল আলো। অথচ যুমা অতটা নিষ্করুণ ছিল না। নিষ্ঠুরতার মধ্যেও তার দরদ ছিল। ভালোবাসত ব্যথা দিতে, কিন্তু সে শুধু ব্যথা পেতে।"

—"ওর মা-র কথা একটু বলো না মলয়।"

—"বেশি বলবার নেই যে হেলেনা। ওঁর সম্বন্ধে ওর কোথায় একটা ভারি ব্যথার স্থান ছিল—তাঁর প্রসঙ্গ এলে প্রায়ই এড়িয়ে যেত।"

—"তবু?"

মলয় ভাবল একটু, পরে বলল : "তবু?—কী-ই বা?—হ্যাঁ, মনে আছে একদিন এইটুকু ব'লেছিল ওর শামুরাই বীর পিতা ওর মাকে কী চোখে দেখত। ওর বাবার নাম ছিল বুঝি মিৎসু, না যুযুৎসু, না হস্কুৎসু মনে নেই।"

হেলেনা হেসে বলল: "না থাকলে একটুও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, কেননা ওসব নামাবলী নিয়ে আমার মাথা-ব্যথাও নেই। কিন্তু শামুরাই বস্তুটি কী? পেতে শোয়, না, গায়ে দেয়?"

মলয় হাসল : "এ-ও জানো না ? লো সুইডিনী, সাধে কি তোমরা এমন আদর্শ গৃহলক্ষ্মী। য়ুরোপের বাইরেও যে মানুষ আছে তা জানো ?"

কুপিত স্বরে ও বলল : "আ—হা—"

—"না না রাগ কোরো না মানময়ী। বলছি।" একটু থেমে : "শামুরাইরা হচ্ছে জাপানের chevalier—ক্ষত্রবীর—যাদের কীর্তিকলাপে আজও ওরা সাড়া দেয় মনে প্রাণে।"

—"আমরাই কি দিই না বন্ধু ? দ্যুমা অতি বাজে ঔপন্যাসিক হ'য়েও এত নামডাক করলেন কী ক'রে ? তাঁর Mousquetair-দের মারামারিকে পৌরুষের চরম ব'লে গণ্য করে এখনও কত প্রবীণ নাবালকের দল—অস্কারের সঙ্গে ক্রিস্‌টিয়ানিয়াতে দেখলে তো স্বচক্ষে বয়স্কদের হাততালির ঘটা ?"

মলয় শুধু হাসে একটু। হেলেনার হাসিতে ব্যঙ্গের ঝাঁঝ ওঠে ফুটে : "মানুষ যে-স্বভাব নট বন্ধু! তাই যারা হাঁকডাক করে বেশি তাদেরই নাম বীর, সাহসী, রোমান্টিক। এই সব বিশেষণের মোহে প'ড়েই তো গুপ্তহত্যা, ষড়যন্ত্র, Vendetta এসব নামে প্রবীণ মনেও জাগে রোমাঞ্চ।"

—"কথা সত্যি, কেবল এ-রোমাঞ্চের জন্যে বেছে বেছে শুধু প্রবীণ মনকেই দায়ী কোরো না। প্রবীণ মনও কাঁচা ফাটলে ভরা—যেখানে নিকষ কালো অন্ধকার জমাট হ'য়ে থাকে—পুষে রাখে তারাই তো আমাদের আদিম বর্বরতাকে—রক্তলোলুপতাকে—য়ুমা বলত।"

—"বলত ?"

—"বলত না ? এসবে ওর বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল—বলত কত শ্লেষের মধ্যে দিয়েই যে—vendetta বলতে মনে পড়ল ও একদিন বলছিল হেসে যে ওর বাবার নাকি দারুণ গর্ব ছিল যে তাঁর 'শিউ-গো-সিন্‌'

খেতাবী পিতা তাঁদের কি একটা পারিবারিক অপমানের জন্যে অপমানকারীর পিছনে দশবছর ঘুরে তবে তাকে হত্যা করেছিলেন।"

—"মাগো!"

—"শিউ-গো-সিন কী জানো?"

—"বুঝিয়ে দেবে সেই আশাপথই তো চেয়ে আছি কারো মিয়ো!"

—"দুর্ধর্ষ বীরত্বের জন্যে ও-উপাধি দেওয়া হয়। তিনি নাকি একটা যুদ্ধে দশ দশটি অজাতশ্মশ্রু কিশোরের মুণ্ডু কেটে তাদের কবন্ধ নিয়ে করেছিলেন শোভাযাত্রা—যেমন আকেলিস করেছিলেন—পারিসের মৃতদেহ রথের পিছনে বেঁধে নিয়ে। এর পরেও একটা গালভরা খেতাব যদি না দেওয়া যায় তবে আর জাপান সভ্য জাত ব'লে মাথা তুলবে কোন্ গৌরবে বলো?"

হেলেনার মুখ ঘৃণায় কুঞ্চিত হ'য়ে ওঠে: "সত্যি মলয়, সময়ে সময়ে আমার লজ্জা হয় আমাদের এই সভ্যতার জন্যে। শুনেছি হিংস্র বাঘও শুধু খাবার জন্যেই প্রাণিহত্যা করে। কিন্তু মানুষ যে সভ্য—তাই সে নিষ্ঠুরতাকে কলাবিদ্যা হিসাবে চর্চা ক'রে তুলল গৌরবের শিখরে। নইলে মানুষ উপাধি তাকে সাজবে কেন বলো?"

—"কিন্তু জাপানি হিংস্রতার একটু আলাদা ছন্দ মনে রেখো। ওরা শুধু আমোদের জন্যেও নিষ্ঠুর হয় না—ওদের নিষ্ঠুরতা হ'ল একটা পৈশাচিক ব্যাপার। হারিকিরির নাম শুনেছ নিশ্চয়ই?"

—"শুনেছি। আঃ বোলো না—নিজের পেট নিজে চিরে ফেলা—অন্য কথা পাড়ো মলয়—" ওর দেহে স্পষ্ট একটা জুগুপ্সার ঢেউ খেলে যায়।

—"কিন্তু মনে রেখো," মলয় হাসে, "যে ওদের কাছে এসব প্রায়

চড়ুইভাতি। ধরো যুমার এই যে রণধুরন্ধর জন্মদাতা তাঁরই কাকা এক যুদ্ধে হেরে বাড়ি ফিরে 'কলঙ্কিনী' নাম ঘুচালেন যুমারই সাম্‌নে হারিকিরি ক'রে। আর যুমা ঠায় দাঁড়িয়ে দেখল।"

—"আঃ—" মলয়ের বাহুমূল দুহাতে চেপে ধ'রে হেলেনা বলল—"অন্য কথা পাড়ো না মলয়—"

মলয় মৃদু মৃদু হাসে।

—"বলতে পারো মলয় মানুষ কেন সভ্যতার স্বাদ পেয়েও বর্বরতায় মেতে ওঠে? সত্য বীর্য কী তার স্বাদ পেয়েও এ-পাশবিক আমোদের স্বাদে মুখ বদ্‌লাতে ছোটে কেন?"

—"আমার মনে হয় হেলেনা," মলয় বলে চিন্তিত সুরে, "যে অন্য সব কিছুর মতন আমাদের বীরত্বের ধারণাও ক্রমবিকাশ লাভ করে এই সব বর্বরতার পাশবিকতার স্বাদ পেয়ে 'নেতি নেতি' করতে করতেই—তার আগে নয়। গুহায় অরণ্যে আমাদের জন্ম—তার হাজারো আঁধারবৃত্তি আমাদের মনের পাতালে সুপ্ত রয়েছে আজো—এসব অভিজ্ঞতার নাড়া পেলে তারা বেরিয়ে আসে আলো পেতে—নইলে আমাদের সত্তা শুদ্ধ, জ্যোতির্ময় হবে কী ক'রে?"

—"একথাটা ঠিক বুঝলাম না কিন্তু।"

—"কি জানো হেলেনা? আলোর সাম্‌নে সবাই তো নিজেকে ফুলের মতন খুলে ধরতে পারে না। অনেক গহ্বরবৃত্তি আছে যারা আলোর পরশ পায় কেবল ভূমিকম্পেরই প্রসাদে। আমার মনে হয় মানুষের এই যে সব হিংস্রতা এরা নিজেদেরকে এভাবে ভূমিকম্পের উগ্র তাণ্ডবে প্রকাশ করে আসলে আলোর আকণ্ঠতৃষ্ণার তাগিদেই—ক্রমে ক্রমে সার্বভৌম মানবমনের ঘৃণা জাগাতেই। তবে এ ছাড়া আরও একটা কথা আছে—" বলে মলয়

থেমে, "শামুরাইরা যে-সহিষ্ণুতা ও নিষ্ঠার চর্চা ক'রে সমস্ত জাপানে আজও সম্মান পেয়ে থাকে আদর্শের দিক দিয়ে তার সত্যমূল্য না থাকতে পারে—কিন্তু অসাধ্য-সাধন হিসেবে সেসবের বীর্যমূল্যকে অস্বীকার করলে দেখাটা সত্য দেখা হবে না।"

—"এ আমিও অস্বীকার করি না। কেবল আমার আপত্তি যখন দেখি এ-যুগেও মানুষ সেই সাবেকি ঘাতকবৃত্তির দিকে চেয়ে হাতজোড় ক'রে তাকেই দিলে মনুষ্যত্বের সেলামি। সভ্যতার শৈশবে এ-ধরণের নিষ্ঠুর বীর্যের হয়ত একধরণের সার্থকতা ছিল—কিন্তু প্রবীণ বয়সেও তার শেখা উচিত কিসে সে সত্যি বড় হয়, কিসে তার কলঙ্ক। ছেলেমানুষ যদি ছেলেমি করে মন্দ লাগে না—কিন্তু বুড়োও যদি বিছানায় শুয়ে হাত পা ছুড়তে ছুড়তে আধ আধ কথা বলে, কেমন লাগে?"

—"য়ুমাও এই কথাই বলত, জানো? বিশেষ ক'রে ওর ব্যথা ছিল শামুরাইদের মেয়েদের প্রতি ব্যবহারে। অনেক শামুরাই লর্ড আজও মেয়েদের এত অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকেন যে—য়ুমা বলত—স্ত্রী অসতী হ'লেও তাঁরা ভ্রূক্ষেপ করেন না।"

হেলেনা ফিক্ ক'রে হেসে বলল: "এখানে কিন্তু অনেক য়ুরোপীয় লর্ডের সঙ্গে মেলে শামুরাই বীরোত্তমদের—হুবহু।"

—"না হেলেনা। এখানে স্ত্রীকে লর্ডরা যদি অসতী হ'তেও দেয়, সে এই ব'লে যে পত্নীর সতীত্ব অসতীত্ব তার নিজের বিচার্য—পতির নয়। মানে, যাই বলো না কেন, য়ুরোপে নারী আজ ঠিক তৈজসপত্রের সামিল নয়—যেমন শামুরাইদের আসরে। ওরা যখন দেখে স্ত্রী অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে ভ্রষ্টা হ'ল—ভাবে এল গেল কি? য়ুমা বলত—শামুরাইরা অনেকে আজও স্ত্রীকে মনে করে—কী বলব?—ঠিক যেন

টবি : নিশ্ছিদ্র থাকে ভালো—না থাকে বদ্‌লে নিলেই চল্‌বে—বা মেরামত ক'রে।"

—"টবি ?"

—"ও বলি নি বুঝি ? টবি হচ্ছে জাপানি মোজা। ওরা ঘরে জুতো পরে না তো ? তাই এ-মোজাগুলো এমন ভাবে বোনা যাতে ক'রে পায়ের আঙুলগুলোর ব্যবহার হ'তে পারে।"

—"যাক। তারপর ?"

—"বলছিলাম ওরা মেয়েদের ব্যবহার করে এইরকম বর্হিবাস হিসেবে : অর্থাৎ শতছিদ্র হ'লেও ক্ষতি নেই—যদি জোড়াতাড়া দিয়ে কাজ চলে। য়ুরোপের পুরুষেরা মেয়েদের সতীত্বের প্রতি যখন উদাসীন হ'ন তখন তাঁদের মনোভাব ঠিক এ-ধরণের নয়—তোমাদের গুণকীর্তনে একথা বলতেই হ'ল।"

—"ধন্যবাদ প্রিয়ংবদ," হেলেনা বলে ফরাসি ভঙ্গিতে অভিবাদন ক'রে, "স্বাজাত্য-বোধকে যতই নিন্দা করি না কেন, আমাদের সভ্যতার কোনো সুখ্যাতি শুনলে মনের কোথায় একটা অংশ এখনও খুসি হ'য়ে ওঠে।"

—"এ-ধরণে আক্ষেপ য়ুমার মুখেও শুনতাম প্রায়ই। মনে আছে একবার সে বলেছিল জাপানি রণলিপ্সা ও শামুরাইপনাকে সে যতই বিষচক্ষে দেখুক না কেন যখন চীনের সঙ্গে কি একটা যুদ্ধে ওর বাবা প্রাণ দিলেন তখন ওর বুক ফুলে উঠেছিল—গৌরবে। শুধু তাই নয়, ওর মাকে যে ওর বাবা পোষা কুকুরের মতন মনে করতেন তাতেও ওর মনে হ'ত যে ওর বাবা কী আশ্চর্য রাশভারি তেজস্বী পুরুষ! এতে ও ব্যথাও পেত অবশ্য। অথচ কোনো মেয়ের পায়েই যে ওর বাবা নিজেকে একেবারে বিকিয়ে দিতে পারতেন না এতেও আসত ওর পিতৃগর্ব। বলছিলাম না, ও ছিল স্বতোবিরোধে ভরা ?"

—"এটা কিন্তু আমরা ঠিক পরিপাক করতে পারি না মলয়, ক্ষমা কোরো। আমার মা-র দোষ ত্রুটি ছিল অগুন্তি মানি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে যদি বাবা ও-চোখে দেখতেন—"

—"তা তো বটেই হেলেনা। আর আমিও তো ঐ কথাই বলছিলাম যে, য়ুরোপকে যতই গালিগালাজ করো না কেন, নারীর প্রতি নির্ভেজাল শ্রদ্ধা যদি আধুনিক জগতে কোনো জাত প্রবর্তন ক'রে থাকে তবে সে য়ুরোপ—আর মধ্যযুগের য়ুরোপ নয়, আধুনিক য়ুরোপ—বৈশ্য সভ্যতার পুরোহিত য়ুরোপ, যান্ত্রিকতার য়ুরোপ, বৈজ্ঞানিক য়ুরোপ। আমার সময়ে সময়ে মনে হয় যে বৈশ্য য়ুরোপ জগতের অশেষ অকল্যাণ ক'রেও যে টিঁকে আছে সে হয় ত তার এই পুণ্যফলে।"

—"তাই তো বলছিলাম হেলেনা," মলয়ের মুখে বিষণ্ণতার ছায়া পড়ে, "আমাদের দেশ কি তোমার সইবে—যে-দেশে নারী-লাঞ্ছনার সীমা নেই—আজও?"

হেলেনা মুখ নিচু করে: "কিন্তু য়ুমা? ওর তো এজন্যে কোনো অগৌরব-বোধও ছিল না।"

—"না। তবে হয়ত নারীজাতির এই লাঞ্ছনা ওর খানিকটা গা-সওয়া হ'য়ে গিয়েছিল ব'লেই এ-ক্ষতও ওকে ব্যথা দিত না।"

—"কোন্ ক্ষত?"

—"যে ওর মা যৌবনে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেছিলেন—নর্তকী হ'য়ে। ভদ্র পরিবেশের বিবেকে ওর মন সায়ই দিত না এসব নৈতিকতা সম্বন্ধে।"

—"উচ্ছৃঙ্খল বলতে এখানে কী বুঝছ মলয়? একেবারে পণ্যা স্ত্রী নয় আশা করি?"

—"না—অতটা নয়। অন্তত যুমার মার বেলায় নয়। তাঁর ছিল—কি বলব ?—খানিকটা আমাদের দেশের বাইজীদের ম'ত বলা যায়—রক্ষিতার জীবন। তবে পূরো না। কারণ আমাদের দেশে রক্ষিতারা প্রায়ই সুরক্ষিতা থাকেন ব'লে শুনেছি। যুমার মা-র প্রিয়পাত্রদের জেলখানায় কড়া পাহারার ব্যবস্থা ছিল না। তবে এ সম্বন্ধে যুমা বেশি কিছু বলেনি—পরে নানা সময়ে বিশেষ ক'রে ম্যাকের সাম্‌নে—বলেছিল দু-একদিন মাত্র—কিন্তু সংক্ষেপে—এম্‌নি কথায় কথায়। এইটুকু আমার ভালো লেগেছিল শুনে যে ওদের দেশে গাইশারা ঠিক্‌ 'পতিতা' ব'লে গণ্য হয় না। মুসলমানদের মধ্যে যেমন, ওদেরও অনেকটা তাই: পতিতারা বিয়ে করলেই জাতে উঠ্‌ল। ওদের কাছ থেকে পুলিশে বুঝি টেক্স নেয়—কিন্তু বিয়ে করলেই আর না। সেই মুহূর্তে'ই ওরা সুভদ্রা।"

—"একথা শুনে কিন্তু মনটা খুশি না হ'য়ে পারে না। পড়ে সবাই, কম আর বেশি—তবে যারা বেশি পড়ে সুযোগ পেলে তারাই আবার বেশি উঠতে পারে এও জীবনের একটা গভীর সত্য। কিন্তু—রোসো—একটা প্রশ্ন—গাইশারা কী করে ? শুধুই নাচে ?"

—"নানা জায়গায় বোধ হয় নানা রকম। কোথাও বা শুধু নাচে—তাদের কী বলে ওরা মাইক—না কী যেন ? মনে থাকে না ওদের সব উদ্ভট নাম ছাই।—এরা নাকি একটু কাঁচা বয়সের। এদের মধ্যে যারা একটু ডাঁশা—তারা নাচের সঙ্গে আবার গায়ও—তোমাদের ঐ গিটারের মতন কি একটা যন্ত্র বাজিয়ে—তারও নাম—শামিসেন না কি—ভুলে গেছি। কোথাও বা অতিথি অভ্যাগতেরা আহারে বসলে গৃহকর্তা পাশে এক একটি আস্ত গাইশাকে বসিয়ে দেন: এদের কাজ নিমন্ত্রিতদের চিত্তরঞ্জন করা খাওয়ার সময়ে। তোমাদের যেমন পুরুষের পাশে টেবিলে

বসেন ভদ্রমহিলা—ওদের দেশেও তেম্‌নি বসে এ-সব গাইশা। তাদের মজুরি দেওয়া হয় প্রিয়ংবদা হওয়ার জন্যে, মনতোষিণী হওয়ার জন্যে। অপরূপ প্রথা বটে, নয়?"

—"কিন্তু একদিক দিয়ে সুপ্রথা বৈকি।"

—"অর্থাৎ?"

—"দিনমজুরদের মধ্যে যারা খনিতে নামে তারা সবচেয়ে বেশি মজুরি পায় কেন বলো তো?"

—"সব চেয়ে একঘেয়ে ও বিপজ্জনক কাজ তাদের করতে হয় যে।"

—"মেয়েদের বেলায়ও মিলিয়ে নাওনা এ দর-কষা: বেরসিক পুরুষদের কাঠের ম'ত মনে রস-জোগানোর চেয়ে একঘেয়ে কাজ আর আছে? এখানে তাই জাপানিরাই জিৎল।"

—"জিৎল?"

—"নয় তো কি? য়ুরোপের ভদ্রসভায়ও সুভদ্রাদের 'পরেই ভার দেওয়া হ'ল অভদ্রদের সভ্যি করার—অথচ দক্ষিণার বেলায় ফাঁকি।"

—"ধিক্ হেলেনা, ঔদার্যও চাইবে নগদ বিদায়?"

—"কারো মিয়ো! বড় বড় কথা শুনতে খাসা—কিন্তু তহবিল ভরে শুধু প্রতিদানে।"

ওরা হেসে ওঠে উভয়েই।

অকূল

উৎসর্গ

ধরণীদা ও প্রভাদি !

হঠাৎ যখন দেখা হ'ল, হয়ত মনে ভাবলে—"যে জন
দূর থেকে চায় আসতে কাছে—নয় নয় সে সহজ তেমন !"
কিন্তু—স্নেহের প্রশ্রয়ে কে না হয় বলো অত্যাচারী ?
উপদ্রবের দায় বেশি কার জানো কি ভাই ?—
সয় যে—তারি।

২৩.৬.৩৮

১

মলয় বলল : "এই সব বিচিত্র পরিবেশে য়ুমার জীবনটা বিচিত্র হ'য়ে উঠবে এতে অবশ্য বিস্ময়ের কিছু নেই। এক তো গাইশা মার মেয়ে। দুই : শামুরাই বাপের রক্ত। তিন : জাপানি দীক্ষা। চার : জাভানি শিক্ষা। পাঁচ : ওর কৈশোর প্রণয়—কিন্তু সে যথাস্থানে। এখন তো আগে হারানো খেই-য়ে ফিরে আসি।"

"য়ুমা আমাকে বসাল ওর পাশে," মলয় বলে, "মাটিতে। সেদিন সবে ও একটা চমৎকার কুশনে বুনেছে একটি ছবি—ময়ূরের। ওদের গাক্কু না কে এক জাপানি শিল্পীর আঁকা এক বিখ্যাত ছবির নকল। আমি দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম।" ও খুব খুসি হ'ল, বলল : 'আর জানো কি মলয়—আমার সবচেয়ে প্রিয় পাখি হ'ল ময়ূর?'

"আমি ঠাট্টা ক'রে বললাম : 'ও পোষ মানে না ব'লে?' ও বলল : 'দুয়ো, জখম করতে পারলে না, কারণ—কথাটা সত্যি। ছেলেবেলা থেকেই আমার মনটা সত্যিই ঐ ময়ূরের মতন উড়ু উড়ু পোষ-বিরাগী ও নাচ-পাগল। জাভায় আমার জন্ম—নাচের দেশে। আমার বাবা সেখানে বেড়াতে গিয়ে মা-র নাচ দেখে মুগ্ধ হ'য়েই তাঁকে বিয়ে করেন। আমার দশ বছর বয়স অবধি আমি সেখানে ছিলাম। মাঝে মাঝে জাপানে আসতাম অবশ্য—কিয়োতোতে। কিন্তু কিয়োতোকে চোখে ভালো লাগা সত্ত্বেও—কি জানি কেন—তার সঙ্গে আমার মনের মালাবদল হ'ল না কোনোদিনো। বলতে কি, জাপান ছিল যেন আমার দ্বিতীয় প্রণয়ী—দ্বিচারিণীর দ্বিতীয় প্রেম। কিশোরীর প্রথম কুমারী-প্রেম পড়েছিল জাভার

'পরে—তাই সে আজও আমার কাছে চির কিশোর—স্বপ্ন সুন্দর—যদিও জাগরণে আর সে তেমন মাদকতা জাগাতে পারেনা এখন।"

"'কিন্তু হ'লে হবে কি, বলি নি আমি ছিলাম চিরচঞ্চলা—দোটানাই ছিল যার প্রাণের তন্তু। তাই জাভায় মনে হ'ত জাপানের কথা, জাভায় —জাপানের। জাপানে মনে হ'ত জাভার ব্যুটেনজর্গের কুরঙ্গ-নন্দিত বাগানের কথা, উজিন্‌কুপার বে-র ছবির মতন দৃশ্য—তাসিকমালাইয়ার বীথিমর্মর, আবার জাভায় ফিরে গেলে কেবলই মনে হ'ত কিয়োতোর কিয়োস্ক মন্দিরের কথা, কামোগাওয়া নদীর কথা, সুন্দর সুন্দর রাস্তার কথা, কিয়োতো থেকে ওসাকা নদীপথের কথা—কত মন্দিরে জাপানি পূজারতির সেই স্বপ্নবিধুর গন্ধদীপের কথা। কিয়োতোর মধ্যে ছিল কী যেন একটা—ফুলের গন্ধ চন্দনের গন্ধ : জাভার মধ্যে—মৃগনাভির। জাপানের প্রকৃতি সুন্দরী—তার বাড়ি তার বাগান, তার চেরি গাছের আধারের সমারোহ—এসব স্বপ্নের মতন লাগে আজও। কিন্তু জাভার ঘন অরণ্য অজস্র লতাবিতান—উষ্ণ আবহাওয়া এসবেও যেন কী একটা ভয়ের আনন্দ ছিল। এত ঘন গাছ এত উদ্ভিদ এত জীব জন্তু, কীট পতঙ্গ, প্রাণসমারোহ জগতের আর কোথাও মেলে কিনা সন্দেহ।—কিন্তু এসব তোমায় কেন বলছি বলো দেখি ?' আমি বললাম : 'তুমিই বলো— আমি তো নারীমন সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সেই আছি।' ও হেসে বলল : 'আমার চরিত্রের মধ্যে দুটো দিকের দোটানার খানিকটা আভাষ পাবে ব'লে।' আমি বললাম : 'কি-ধরণের আভাষ ?' ও বলল : 'আমার মধ্যে যেমন রেখার প্রতি, রঙের প্রতি, সুষমার প্রতি প্রীতি এসেছে জাপানের সুচারু দৃশ্যের স্মৃতি আবহ থেকে—তার পরিপাটি সভ্যতা থেকে, তার নাগরিকদের একান্ত শালীনতা ও সৌজন্য থেকে—তেম্‌নি বন্যতার

প্রতি উদ্দামতার প্রতি নিয়মভঙ্গের প্রতি—মহানের প্রতি ভক্তি এসেছে জাভার ভয়াবহ বন জঙ্গল পাহাড় বৃষ্টি অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি থেকে। কিন্তু জাপান ও জাভার সঙ্গে নিকট পরিচয় যার নেই তাকে হয়ত এসব ঠিকম'ত বোঝানো অসম্ভব।' আমি বললাম: 'একেবারেই অসম্ভব নয় হয়ত, কারণ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এই ধরণের দুটো—বা আরও বেশি—পরস্পর-বিরুদ্ধ দিক্ আছে—' ও বলল: 'আছে, কিন্তু তীব্রতার ভেদ, ছন্দের ভেদ নিয়ে তফাৎ দাঁড়ায় আসমান জমীন। ওসব পরস্পর-বিরুদ্ধতার নানা টান সাধারণ নাগরিকরা সামঞ্জস্য ক'রে নিয়ে চলে একরকম ক'রে, কিন্তু আমি পারি নি। না-পারার একটা কারণ: আমার বাল্যকালে ডিসিপ্লিনের অভাব, আজ এখানে কাল সেখানে ক'রে বেড়ানো—যেজন্যে খাঁচার পাখি হওয়ার কথা আমি ভাবতেও পারি নে। যত দুঃখই পাই না কেন, জীবনের দিশা বা লক্ষ্য ব'লে কিছু হয়ত আমার থাকবে না কোনোদিনও। তাই তো নিয়েছি আমি গাইশার জীবন বেছে। বিবাহ সন্তান গৃহ এসব আর যার জন্যেই হোক্ আমার জন্যে নয়। সুখ নয় শান্তি নয়—ঘটনার ঘটা, ওঠাপড়া বৈচিত্র্য—এই সবই আমার জীবনের পাথেয় থাকবে চিরদিনই।'

"ও বলতে লাগল: 'বালিকা বয়স থেকেই গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি টান আমার যে গ'ড়ে উঠতে পারে নি তার আর একটা কারণ হয়ত এই যে, আমার মার সঙ্গে বাবার সত্যিকার মিলন হওয়া তো দূরের কথা, কোনো শান্তিময় মিলও হয় নি। মা বাবাকে ভালোবাসতেন প্রাণ দিয়ে, কিন্তু বাবা তাঁর প্রতি উদাসীন না হ'লেও ভালবাসা যাকে বলে তাঁর ছিল না। মা আমার কত রাত্রেই যে আমাকে বুকে চেপে ধ'রে চোখের জলের উচ্ছ্বাসে চুমোয় চুমোয় আমার মুখ চোখ ভাসিয়ে দিয়েছেন—অথচ

সে সবেই আমার মনের তার বেজে উঠত দু-ভাবে : এক, স্নেহের উদ্দামতার প্রতি সম্ভ্রম—আমার 'পরে মা-র স্নেহ ছিল ঝড়ের ম'তই উদ্দাম—দুই, দাম্পত্য জীবনের প্রতি প্রবল অশ্রদ্ধা ও বিরাগ। আমি বাবাকে তেমন ভালোবাসতে পারি নি—পারবার কথাও নয়। আমরা ছিলাম তাঁর কাছে সৌখিন খেলনা : মা ও আমি। তাঁর রক্ষিতাও ছিল একাধিক। কিন্তু সে যাক্।—মা-ই ছিলেন আমার বন্ধু বলতে বন্ধু, মন্ত্রী বলতে মন্ত্রী, সাথী বলতে সাথী, গুরু বলতে গুরু। অত ভালো যে মানুষে মানুষকে বাসতে পারে'···এ-সব কথা বলতে ওর গলার স্বর প্রায়ই আসত ভারি হ'য়ে, কথা সুরু হ'ত, সারা হ'ত না।

"একটু থেমে বলতে লাগল : 'আমার এ অ-জাপানি উচ্ছ্বাসও হয়ত এবার একটু বুঝতে পারবে মলয়। আমি একদিকে যেমন জাপানি মেয়ের খাঁটি নমুনাও নই, তেম্নি অন্যদিকে জাভানি মেয়েও তো নই। আমার নাম আছে ধাম নেই, গতি আছে বিধি নেই, বিচার আছে আচার নেই। পশুর মধ্যে জেব্রা, পাখির মধ্যে ময়ূর আমাকে টানে কি সাধে? আর টানে পাহাড়, অরণ্য, বেদুইনদের ধূ ধূ মরুভূমি। আমার একটা প্রবল ইচ্ছে ছিল কী শুনবে?' বললাম : 'কী?' ও বলল : 'কোথায় পড়েছিলাম কে একজন ভিসুভিয়সের না কোন্ পাহাড়ের ক্রেটার দিয়ে নেমেছিল তার মধ্যে। আমার তৃষ্ণা জাগত জাভার প্রতি পাহাড়ই হ'য়ে দাঁড়াক ভিসুভিয়স, আর আমি অম্‌নি নামি প্রতি ক্রেটার দিয়ে।'"

হেলেনা বলে : "কথা বলত কিন্তু সুন্দর—আচরণে যা-ই হোক্।"

—"মানে? স্বভাবনটী?"

—"বললে কি খুব অবিচার হবে?" ওর স্বরে ব্যঙ্গের আমেজ।

মলয় চুপ ক'রে থাকে খানিক পরে ঈষৎ হাসে।

—"ও দ্ব্যর্থক হাসির মানে ?"

—"হেলেনা, খানিক আগে তুমি বলছিলে না যে উচ্চবিকশিত মানুষ চায়ই চায় যে অপরে তাকে বুঝুক।"

—"চায় না ?"

—"চায়—কিন্তু কেন চায় ?"

—"তুমিই বলো।"

—"আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা মানুষ আছে যে হ'ল স্বভাব-নট—যাকে ফরাসিতে বলে জানো তো—un être qui est toujours mal-compris—যাকে সবাই সব সময়ে ভুল বোঝে ?"

—"জানি—যেমন ছিলেন তোমার প্রিয় কবি দ্য মুসে—যাঁকে ওরা বলে 'l'enfant gâte de la grande boutique romantique'—*"

—"ঠাট্টা করলে বটে, কিন্তু মনে রেখো—এই আব্দেরে ছেলে যাকে সবাই ভুল বুঝত ব'লে সে কেঁদে সারা—যার মধ্যে নটভঙ্গিমা ছিল যথেষ্ট—তাকেও লোকে সত্যিই ভুল বুঝত।"

—"কার নজিরে ?"

—"তাঁর প্রণয়িনী বিখ্যাত জর্জ স্যাণ্ডের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই।"

—"শুনি নি ? তিনি কি কম দুঃখ দিয়েছিলেন তাঁকে।"

—"জানি—কিন্তু এসব সময়ে মানুষ বড় সহজেই ভোলে যে বড় দুঃখ দেয় সে-ই যে সুখ দেবারও শক্তি ধরে।"

—"তবু ছাড়াছাড়ি তো হ'ল।"

—"হেলেনা," মলয় হাসে একটু, "এখনো তুমি এত ছেলেমানুষ ?"

* মস্ত রোমান্টিক বাজারের আবদেরে ছেলে।

—"মানে ?"

—"রাগ কোরো না—মানুষ কি সব সময়ে যা করে তা সে সত্যি করতে চায়—মনে করো তুমি ? জর্জ স্যাণ্ডকে মুসে যতই দুঃখ দিন তাকে ভালবেসেছিলেন এ-কথা যদি সত্য না হ'ত তাহ'লে জর্জ স্যাণ্ড প্রেমের সম্বন্ধে এ-গভীর উক্তিও করতে পারতেন কি যে Et moi, qui déteste le commandement, j'ai eu du plaisir a entendre le sien ?"*

—"কল্পনায় এ-কথা ভাবা কি কঠিন ?"

—"কল্পনা এত সুন্দর হয় না হেলেনা, যদি তার পিছনে অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য না থাকে, হৃদয় না থাকে। জর্জ স্যাণ্ডের রোমাণ্টিক প্রেম বহু প্রণয়িনীকে প্রেমের অভিসারে উদ্‌বুদ্ধ করেছে একথা ভুলো না। প্রেমের সম্বন্ধে এ-গভীর অন্তর্দৃষ্টির জন্যে বেদনার জন্যে তিনি দ্য মুসের কাছে কম ঋণী ছিলেন না—মুসের ভালোবাসার মধ্যে কিছু সত্য না থাকলে তিনি কখনই বলতে পারতেন না এ সুরে যে, If me serait impossible pour ma part, de me réjouir on de m'attrister d'une chose qui n'aurait pas rapport â lui ?"†

হেলেনা উত্তর দিতে গিয়ে চুপ ক'রে গেল।

মলয় ওর পানে তাকিয়ে বলতে লাগল : "আর একথাও ভুলো না যে মুসে ও স্যাণ্ডের পরে ছাড়াছাড়ি হ'লেও এক সময়ে ওঁরা ছিলেন

* যে-আমি অপরের আদেশ-পালনের কথা ভাবতেও পারি না সেই আমিই তাঁর আদেশ মাথা পেতে নিতাম সানন্দে।

† কোনো কিছুতে আমার আনন্দ বা বেদনা কিছুই বোধ করা অসম্ভব ছিল যদি তাঁর সঙ্গে এ আনন্দ-বেদনার সম্বন্ধ না থাকত।

পরস্পরের জন্যে আত্মহারা।—একথা আমি মানি যে মুসে স্যাণ্ডকে দুঃখ দিয়েছিলেন কিন্তু তোমাকেও একথা মানতে হবে যে সে দুঃখ মুসেকেও কম বাজে নি।"

—"সত্যি বেশি বেজেছিল মনে করো তুমি?"

—"হেলেনা, মুসের মধ্যে অনেক অভিনয় ছিল একথা সবাই জানে। দুঃখ পেলে বাইরণের মতন ফোঁশ ফোঁশ করায়ও তাঁর জুড়ি ছিল না। কিন্তু তবু বেদনাবোধের গভীরতা তাঁর ছিল। নইলে এমন অপূর্ব শ্লোক তাঁর হাত দিয়ে বেরুতেই পারত না যে,

L'homme est un apprenti, la douleur est son maître,
Et nul ne se connaît, tant qu'il n'a pas souffert."

—"সুন্দর বলেছেন কিন্তু কথাটি।"

—"কিন্তু কী ক'রে বললেন বলো?—বাইরের চোখে অনেক সময়ে আমাদের নটভঙ্গিমাটিই বড় হ'য়ে ওঠে একথা সত্য—তবু বাইরের চোখ যেখানে পড়ে না সেখানেই তো আমাদের পরম স্বরূপ?"

—"কিন্তু—" কথা ওর শেষ হ'ল না।

—"আমি বুঝেছি হেলেনা কোথায় তোমার বাধছে—কারণ আমাদের গভীর কথার মধ্যেও প্রায়ই থাকে একটু না একটু দেখানে-পণা—জাহিরিপণা। সবই আমি জানি—মানিও। কিন্তু তবু মানুষের হৃদয়ে কালো মেঘ আছে ব'লেই কি বলবে আলোর আকাশ নেই—যেকথা

* ব্যথার শিশু মোরা চিরদিন হায় এ বিশ্বময়
বেদনা দীক্ষা বিনা কে পেয়েছে আপনার পরিচয়?

জর্জ স্যাণ্ডই বলেছিলেন একদিন অনেক ব্যথা পাওয়ার পরে : J ai tort de m'occup॰r tant de petits nuage-, quand j'ai un si bean ciel à contempler."*

"এ-প্রসঙ্গ উঠতে মনে পড়ল" মলয় বলে "একদিনের কথা শোনো বলি—এই অভিনয় নিয়েই—তাহ'লে হয়ত বুঝতে পারবে আমি কী বলতে চাইছি।"

—"কিছু মনে কোরো না মলয়," হেলেনার কণ্ঠে অনুতাপের সুর ফুটে ওঠে, "একথা আমি বলতে চাই নি যে যুমার সবটাই ছিল অভিনয়। কারণ আমি একথা জানি ও মানি যে, মানুষ যেমন হাজার চেষ্টা করলেও পুরোপুরি শাদাশিদে হ'তে পারে না, তেম্‌নি হাজার চেষ্টা করলেও সব সময়ে সেজে থাকতে পারে না।"

—"দেখ দেখি হেলেনা," বলে মলয় স্নিগ্ধকণ্ঠে, "এ-দরদী সুরটাও তো তোমার ঝাঁঝের আড়ালেই ছিল লুকিয়ে কিন্তু এতক্ষণ ঠিক ডাকটি শুনতে পায় নি ব'লেই না ঠিক তালে সাড়া দিতে পারে নি।"

—"তাতে প্রমাণ হ'ল কী ?" হেলেনার চোখে হাসির দ্যুতি।

—"শুধু এই যে অনেক সময় ঠিক্ লগ্নে ঠিক ডাকটি এসে পৌঁছয় না ব'লেই যে ঠিক সাড়াটি বেজে ওঠে না—এই গভীর কথাটাই লোকে ভোলে সব আগে—মনে ক'রে রাখে শুধু অভাবটারই কথা—কিন্তু তবু সংসারে 'না'-র চেয়ে 'হাঁ'-র দিক্‌টাই তো বেশি সত্য।"

—"একদিনের কি ঘটনা বলতে যাচ্ছিলে ?—এই বিষয়েই ?"

* যখন এমন সুন্দর ধ্যানের আকাশ রয়েছে তখন কেন আমি এত বেশি ভাবি ছিন্ন মেঘের কথা ?

—"হাঁ শোনো—তাহ'লে হয়ত আরো প্রাঞ্জল হবে আমার দার্শনিক বক্তব্যটি"—মলয়ের মুখে হাসি না ফুটতেই ঝ'রে যায়: "সেদিন কি একটা ব্যাপারে ম্যাক্ ওকে দুঃখ দিয়েছে—ঠিক্ কী ঘটেছিল আমাকেও বলে নি—কিন্তু সেটা অবান্তর। বৃষ্টি নেমেছে—তবু আমাকে ও ডেকে পাঠালো—রাত তখন প্রায় সাড়ে দশটা।

"আমি বুঝলাম ঘোরালো কিছু একটা হয়েছে, নৈলে এত রাত্রে—! ও বলল: 'বোসো মলয়।'

"বসলাম। চমৎকার কফি এল। ও নিজে হাতে অতি যত্ন ক'রে ঢেলে দিল।

"তার পরে অনেকক্ষণ একথা সেকথা—কিন্তু আসল প্রসঙ্গটা এসেও আসে না। ও কি একটা বলবে, পারে না। কাছাকাছি এসেও—কই মুখ ফুটতে চায় না কিছুতেই। অবশেষে সময় এল বিদায় নেবার। বিষণ্ণ মনে উঠলাম—কী করি?

"ও হাত ধ'রে বলল: 'বোসো মলয়।' বসতেই ও হঠাৎ বলল: 'আমি জীবনে অনেক অভিনয় করেছি তুমি জানো—কিন্তু আজ করব না যদি বলি?' আমি একটু বিস্মিত নেত্রে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম শুধু। ও বলল: 'বিশ্বাস করবে না তুমি?' আমি ওর একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম: 'আমাকে কি এতটাই বেদরদী মনে হয় য়ুমা?' ওর চোখ দুটি চিক্ চিক্ ক'রে উঠল, কিন্তু ও সাম্‌লে নিল তক্ষুনি, বলল: 'তোমাকে ভাবব বেদরদী? তুমি জানো না তোমার সঙ্গে আলাপ আমার কত বড় লাভ—কিন্তু না, এধরণের উচ্ছ্বাস বড় পিছল।' ব'লে মুখ নীচু ক'রে আমার হাতটা নিয়ে যেন খেলা করতে থাকে। তার পরে এম্‌নিই বাইরে তারা-ঝিলমিল আকাশের পানে চেয়ে

অপ্রত্যাশিত ভাবে বলল : 'কি জানো মলয় ? মুখোষ যে দিনে পরে সে-ও কি চায় না রাতের তারাভরা আকাশের কাছে নিজেকে খুলে ধরতে ?'

"কি জানি কেন হেলেনা, বুকের কোথায় একটা তার উঠল কেঁপে। আমাদের রাগসঙ্গীতে বলে ঠিক জায়গায় ঠিক বাদী সুরটি না এলে রাগের রূপ খোলে না। ওর একথাটিও যেন এল ঠিক সেই বাদী সুরের মতন হ'য়ে। একটি ছোট্ট মিড়—কিন্তু হৃদয়ের তোড়ে কুণ্ঠার বাঁধ গেল ভেসে। আমি কিন্তু মুখে কিছুই প্রকাশ করলাম না; শুধু ওর মুখের দিকে চেয়ে হাসলাম একটু। ও-ই ফের বলল : 'তুমি হবে আমার কাছে এই আকাশ —অন্তত আজকের রাতে ?' আমি বললাম : 'কাল থেকে ফের তোমার মুখের মুখোষই হবে আমার পুরস্কার ?' ও বলল : 'না—দিনেও আর মুখোষ রাখব না—যদি আমাকে দাও তোমার—' আমি তাকালাম : 'কী ?' ও বলল : 'কথাটা ব'লে ব'লে ধার ক্ষয়ে গেছে যে—ও-কথাটার একটা বদ্‌লি নেই ?' আমি আরো হাসলাম : 'কোন্ কথাটার ? বন্ধুত্ব ?' ও বলল : 'হঁা—কিন্তু এ-শব্দটা সেকেলে হ'লেও সম্বন্ধটা যদি নতুন হয় তাহ'লে ?' বললাম : 'তাহ'লে আমি রাজি।' ও বলল : 'আজ দুঃখ পেয়েছি বড়—তাই তোমাকে ডেকেছি আমার কথা বলতে। শুনবে ?' বললাম : 'একথারও কি উত্তর দিতে হবে ?'

"ও সুরু করল এবার—একটু হেসেই। কিন্তু কণ্ঠস্বরে কি এক নবদীপ্তি !

"ও বলল : 'তোমাকে একদিন কথায় কথায় বলেছিলাম মনে আছে যে, বালিকা বয়সেই আমার প্রেমের 'পরে জন্মে গিয়েছিল যেন একটা—কী বলব ?—বিতৃষ্ণা—না, আরো বেশি : আক্রোশ। মা-র প্রতি বাবার

ব্যবহার দেখে দেখে আমার নারীর আত্মসম্মান শুধু যে জেগে উঠেছিল তাই নয়—জ্ব'লে উঠেছিল। কৈশোরের কোঠায় এ-জ্বলুনি স্থায়ী অন্তর্দাহে পরিণত হ'ল, কেন না তখন আরো বুঝতে পারি মা-র তীব্র গোপন বেদনা ও নিরাশা। ক্রমে সে-দাহ রূপ নিল পুরুষ-বিদ্বেষে। আমি স্থির করলাম —নিরীহ হ'য়ে আমার লাবণ্যপ্রতিমা লক্ষ্মী মা যখন এত কষ্ট পেয়েছেন তখন আমি হব অলক্ষ্মী—আর পুরুষের হাতে মা যা স'য়েছেন তার চতুর্গুণ দেব ফিরিয়ে পুরুষকে—সুদে-আসলে।'"

—"শামুরাই বাপের রক্তের vendetta-র জের?" হেলেনা বলে।

—"প্রথমটায় আমারও তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু একথায় ও প্রতিবাদ করেছিল মনে আছে। বলেছিল: 'বাবার রক্তে যে-ধরণের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি ছিল তাকে ঠিক্ হিংসা বললে ভুল হবে। সেটা ছিল অনেকটা পারিবারিক ইজ্জৎ রাখার জন্যে শোধবোধের ভাব। কিন্তু আমার মধ্যে গ'ড়ে উঠল: হিংসা। কেবল এ-হিংসার একটু বৈশিষ্ট্য আছে।'"

—"হিংসার বৈশিষ্ট্য?"

—"হ্যাঁ। ও বলল—এ-হিংসার নিশানা কোনো ব্যক্তিগত মানুষ না—এ হ'ল সাধারণ ব্যাপক হিংসা সমস্ত পুরুষ জাতের বিরুদ্ধে। ব'লে একটু থেমে কেমন-যেন হেসে ব'লেছিল: 'তবে বলতে পারো জাপানি জাতের যে-হিংসা সে বন্যাবেগে তীব্র হ'য়ে নেমেছিল আমার মধ্যে যেমন নামে প্রতি জাতের কল্পনা-প্রবণতা তার বড় প্রতিভার মধ্যে।'"

—"একথাটা ভেবে দেখার মতন কিন্তু," হেলেনা বলে চিন্তিত সুরে। "চৈনিকরা শুনি নাকি অপরাধীদের যন্ত্রণা দেওয়ার নানা অমানুষিক পদ্ধতি উপভোগ করে, শুধু তাই নয়—সে-যন্ত্রণা তাদের আবালবৃদ্ধবনিতারা ঠার

দাঁড়িয়ে দেখে, যেমন আমেরিকান নাগরিকরা দেখে লিঞ্চিং, যেমন রোমানরা দেখত যখন হিংস্রজন্তুরা গ্লাডিয়েটরদেরকে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে খেত। এটা ভাবা যায় যে, এ-ধরণের ব্যাপক জাতীয় অভ্যাসের ফলে এক একজনের মধ্যে এ-হিংসা প্রবৃত্তি প্রবল হ'য়ে ফুলে উঠে আর্টের মতন আনন্দ দেবে।"

—"এখানে তোমার সঙ্গে আমি একমত। কারণ প্রথম থেকেই য়ুমার কেমন যেন ভালো লাগত পুরুষদের মুগ্ধ ক'রে যন্ত্রণা দেওয়া। পরে আমাকে ও একদিন বলেছিল যে, য়ুরোপে সাতজন পুরুষ পাগল হয়েছিল ওর জন্যে।"

হেলেনা শিউরে ওঠে : "ওর এজন্যে অনুশোচনা হ'ত না—পরে ?"

—"একটুও না। ও বলত যদি বা কখনো মনে অনুতাপের বাষ্পও জমা হবার উপক্রম করত ও স্মরণ করত ওর এক প্রিয়সখীর অশ্রুমলিন মুখ ও হৃদয়ভঙ্গ হ'য়ে মৃত্যু।"

—"তার কী হয়েছিল ?"

—"তাকে বিবাহ করবার আশা দিয়ে তার প্রণয়ী তাকে ছেড়ে চ'লে যায়—একটি মেয়ে হয়—মৃত শিশু—দুঃখে মৃতবৎসাও বিদায় নেয় ইহলোক থেকে।"

—"তখন ওর বয়স ?"

—"সতের : বলছিলাম না কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিলগ্নে। সে সখীকেও ও ভালোবাসত ওর সমস্ত অন্তর দিয়ে। তাই তো এত গভীর ছাপ প'ড়েছিল ওর মনে। ও ব'লেছিল সেদিন : 'কী কষ্ট পেয়ে যে সখী আমার না ফুটতেই ঝ'রে গেল মলয়, সে যদি দেখতে চোখের সাম্‌নে !' বলতে বলতে ওর গলা এল ভারি হ'য়ে !"

—"বেচারি!"

—"আমিও ওর সঙ্গে সমবেদনা প্রকাশ করতে গিয়েছিলাম—এসব শুনে। কিন্তু ওর চোখদুটো উঠল জ্ব'লে, বলল: 'আর সব সমবেদনা আমার সয় মলয়, কিন্তু পুরুষের মুখে নারীনিগ্রহের জন্যে শোক উচ্ছ্বাসে এখনো রক্তে আমার আগুন লাগে। ও কাজ তুমি কোরো না। ও-অধিকার আমি কোনো পুরুষকেই দেব না কোনোদিন পণ করেছি।'"

খানিকক্ষণ ওরা কথা কইল না। পরে মলয়ই ফের বলল: "অবশ্য এ-ধরণের কথা যে ও বলেছিল ব্যক্তিগত ক্ষোভবশে—"

—"একটা কথা বলব মলয়?"

—"কী?"

—"অবশ্য বড় বেশি তিক্ত তীব্রভাবে বলার দরুণ কথাটা ব্যর্থ হয়ে গেছে—বিশেষ ক'রে তোমার ভাষায় ব্যক্তিগত ক্ষোভে ওর উদ্ভব ব'লে। কিন্তু তোমার কি মনে হয় এ-অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা? তোমাদের মতন দু একজন পুরুষের কথা ছেড়ে দিয়ে চেয়ে দেখ জগৎ-জোড়া পুরুষের পৌরুষের দিকে;—তার পরে রায় দিয়ো কিন্তু, আগে নয়।"

—"উত্তর দেওয়া শক্ত হেলেনা। কারণ এ আগে পরেরও কথা নয়, এক তরফেরও ব্যাপার নয়। ঘোড়ার পিঠে জিন, হাতির পিঠে হাওদা বসে শুধু তো সওয়ারের শৌর্যের দরুণই নয়—ঘোড়া ও হাতির পিঠ যে সওয়ারকে খানিকটা ডাকে একথাও অস্বীকার করা চলে না। বসুক তো দেখি কেউ গরিলার বা বাঘের গণ্ডারের পিঠে।"

—"ঠিক্ ধরতে পারলাম না। তুমি কি বলতে চাচ্ছ মেয়েরা দেহের দিকে দুর্বল ব'লেই এরকমটা হ'য়েছে, না মনের দিকে সে স্বভাবতঃই পুরুষের মুখাপেক্ষী ব'লে পুরুষ তার উপর চড়াও হ'তে চায়?"

—"মেয়েরা স্বভাব-দুর্বল এ আমি মনে করি না। অবশ্য দেহের গঠনে তাদের পেশীগত দুর্বলতা আছে মানি, কিন্তু মানুষের জগতে সব শ্রেষ্ঠ সবলতাই হ'ল আসলে মনোগত বুদ্ধিগত। এখন মনের দিকে দেখতে গেলে পুরুষরা মেয়েদের কাছে যতটা কাম্য মেয়েরাও পুরুষদের কাছে ঠিক ততখানি তৃষ্ণার বস্তু। কাজেই আমার মনে হয় সমস্যাটার মূল আরও তলায় : হয়েছে কি, মেয়েরা পুরুষের রক্ষণাবেক্ষণে পায় ভরসা, পায় গৃহ স্নেহ সংসার-স্বজনের অবসর। জগতের রূঢ়তা থেকে খানিকটা আশ্রয় না পেলে এ-সৃষ্টি সম্ভব হ'ত না। আমার মনে হয় এইজন্যেই পুরুষের রক্ষাকর্তৃত্ব-বিধান দেশে দেশে ও যুগে যুগে নারী মেনে নিল। কারণ এ-বিধানের ফলেই তারা পুরুষকে প্রতিদানে দিল শ্রী, সৌন্দর্য, কোমলতা। জৈবলীলায় দুয়ের সহযোগে তবেই না সুষমা সামঞ্জস্য। একলা ঘর হয়, কিন্তু কন্না না।"

—"কিন্তু কর্তা যে সংসারের পুরুষই প্রধানতঃ—কাজেই দুতরফা বন্দোবস্ত হ'ল ঠিক কোথায় বলো দেখি ? মেয়েদের জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ, তারা কী রটায়।"

—"একথাটা এ যুগে খুব বেশি রটছে মানি হেলেনা, কিন্তু যা বেশি রটে তাই কি বেশি সত্য বলবে ? সংসারটা কি কখনো একতরফা সৃষ্টি হ'তে পারে সত্যিই ? সাফ্রেজিষ্ট্ ও ফায়ার ব্রাণ্ডদের কথা ছেড়ে দাও। শান্তচিত্তে ভেবো বলো তো নারী কি সত্যিই গৃহের দাসী—য়ুরোপে ? মানে, যেখানে প্রেম আছে সেখানে ?"

—"কিন্তু প্রেম যেখানে নেই ?"

মলয় হাসল : "এ হ'ল তোমার অন্যায় প্রশ্ন। আমাদের দেশে এক সময়ে ব্রহ্মচারী ছাত্র পিতৃগৃহ ছেড়ে যেত গুরুগৃহে। গুরুই নিতেন তার

ভরণপোষণের ভার শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে। এটা সম্ভব হয়েছিল গুরু পরের ছেলেকে নিজের ক'রে নিতে পারতেন ব'লেই। এখন যদি বলো : 'গুরুর শিষ্যস্নেহ না থাকলে উপায়?' তাহ'লে উত্তর হবে এই যে প্রতি বাইরের প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে ওঠে ভিতরের ভাব তাগিদ প্রেরণারই দরুণ। যেখানে শিষ্যস্নেহ নেই সেখানে গুরুগৃহবাস অসম্ভব—যেমন তোমাদের দেশের স্কুল কলেজ। তাই তো ওখানে 'ফেল কড়ি মাখো তেল' ব্যবস্থা।"

—"একথা মানি, কিন্তু দাম্পত্যসম্বন্ধে যে প্রেম ক্রমেই হ'য়ে উঠছে গৌণ এ কি তুমিও মানো না?"

—"মানি বৈ কি হেলেনা, স্বচক্ষে দেখেও মানব না এত বড় সন্দিগ্ধ জ্ঞানী আর যেই হোক্ মলয় নয়। আর তাই তো গৃহ সংসারও যাচ্ছে ভেঙে—তার জায়গায় আস্‌ছে রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিকতা, বাণিজ্য—যার বাণী হ'ল—দুর্বল জাতিকে খাটিয়ে খাটিয়ে পশু ক'রে সবলদের দেবত্বপদবীতে চড়াও—The white man's burden."

—"দেব, বক্তৃতা আমায় না দিয়ে য়ুনাকে দিলে কাজ হ'ত কিন্তু," হেলেনা বলে ব্যঙ্গ হেসে, "বিশেষ যখন—" কটাক্ষ ক'রে—"আমাকে বলছ গৃহলক্ষ্মী।"

—"মনে করো কি একথা য়ুনাকে কখনো বলি নি?"

—"বলেছিলে? এমন জোর দিয়ে?"

—"এর দশগুণ জোর দিয়ে, বাছা বাছা উপমা দিয়ে, অলঙ্কারের বান ডাকিয়ে—কত কী।"

হেলেনা কৃপাব্যঞ্জক একটা শব্দ ক'রে বলল: "আ—হা, বেচারি! —তবুও ফুল ফুটল না?"

—"ফুটত হয়ত—কিন্তু শোনো আগে তারপর কোরো অনুকম্পা।"

মলয় বলল : "কিন্তু ফুল না ফুটলেও মুকুল হয়ত দেখা দিয়েছিল।"

—"অর্থাৎ কি না ?"

—"আমার কথায় যে ওর মনে কোনো দাগই পড়ে নি তা নয়। মনে আছে, প্রথম প্রথম পুরুষদের সম্বন্ধে কথা কইত ও একটা জ্বালার সঙ্গে··· সেটা কমতে কমতে হ'ল উষ্মা···পরে উদ্দীপনা গোছের উত্তাপ। ও যতই বলুক না কেন যে, পুরুষদের সম্বন্ধে ওর ধারণা বদলাবার নয়—মনে মনে ও বদলাচ্ছিল। না বদলিয়ে পারে—ওর মতন গ্রহিষ্ণু মন ?" ব'লে হেসে বলল : "কিন্তু—কি বলছিলাম যেন ?"

—"ওর বাবা ওর মাকে ছেড়ে যুদ্ধে মারা গেলেন, তার কয়েক বছর পরই ওর প্রিয় সখীর মৃত্যু—অশেষ দুঃখে।"

"ও হ্যাঁ। ওর বাবার মৃত্যুর পর ওর হাতে পড়ল বিস্তর টাকা। ওর বাবা ছিলেন নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, কিন্তু নীচমনা না। তাঁর বিপুল সম্পত্তির বার আনা উইল ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন কন্যা য়ুমাকে।"

—"এত টাকা নিয়ে করল কী ও ?"

—"মা-র কাছে গাইশা নাচগান শিখতে লাগল। কয়েক বছর বাদে ওর মা-র মৃত্যুর পরে হ'ল স্বাধীনা মোহিনী।"

—"একেবারে ?"

—"একেবারে। ওর কাকা ওকে ডাকলেন অভিভাবক হ'তে চেয়ে। ও মাথা নাড়ল, বলল তাঁকে সোজাসুজি যে, ওর প্রিয়তমা সখীর মৃত্যুর পর থেকে ও পণ করেছে যে, যে-পুরুষ এমন ক'রে মেয়েদের হৃদয় ভেঙে দিতে পারে তার তাঁকে আর না। ও শিখতে লাগল নাচ। দিন নেই রাত নেই শিখত য়ুরোপীয় গীতবাদ্য, আর জাভা ও জাপানের নাচ।"

—“থাকত কোথায় ?”

—“কখনো জাপানের কিয়োতোয়, য়োকোহামায়, ওসাকায়—কখনো জাভায় : বালিতে, বুটেনজর্গ, বাটাভিয়ায়। তবে বেশির ভাগ সময় ওর কাটত জাভার টাসিকমালাইয়ায় ওদের ছবির মতন বাড়ীতে। বাগানবাড়ীতে।

“য়ুমা বলল : ‘এম্‌নিধারা নিঃসঙ্গ বিলাসে ক্রমে আমি হ’য়ে পড়তে লাগলাম যেন কেমনধারা। এক এক সময় বড় একলা মনে হ’ত, কিন্তু সামাজিকী প্রভৃতিতেও তেমন ক’রে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারতামনা। একটা অন্তঃশীলা সিনিসিস্‌মের আগুনে হৃদয় আমার পুড়ে আংরা হ’য়ে উঠতে লাগল যেন।’…ব’লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল : ‘অথচ কি-একটা অব্যক্ত আশা থেকে থেকে বুকের তলে উঠত গুম্‌রে গুম্‌রে। ঠিক যেমন মুখ-বন্ধ কুকুরের আর্তনাদের মতন করুণ। না, তার চেয়েও—কারণ মানুষ বাস্তবের চাপে দুঃখ পেলে কল্পনায় ছাড়া পেতে চায়, আমার মন সে-বিলাসও চাইতনা। কারণ আমি সখীর কাছে শুনেছিলাম—শত্রু প্রথমে আসে অস্ফুট চিন্তার বীজ হ’য়েই। তাকে মনের মাটিতে একটু প্রশ্রয় দিলেই রাতারাতি সে হ’য়ে ওঠে আকাঙ্ক্ষার—বাসনার বনস্পতি। তাই জীবনে সুখী হবার, পুরুষের অঙ্কশায়িনী হবার, ঘরকে সুন্দর ক’রে মায়াবিতান রচবার ইচ্ছাও মনে উদয় হ’তে না হ’তে করতাম বিদ্রোহ। মনে মনে জপতাম—প্রতিহিংসা—প্রতিশোধ।’

“য়ুমা বলতে লাগল : ‘মানুষ মনেপ্রাণে স্বর্গ চাইলেও যে স্বর্গ পায়না এ জগতই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। কিন্তু মজা এই পাতাল চাইতে না চাইতে পায় পূরোপূরি। তার প্রমাণ—’ ব’লে নিজের বুকে তর্জনী ঠেকিয়ে হাসল। কিন্তু বড় করুণ হাসি সে !

"আমি ঈষৎ শুষ্ককণ্ঠে বললাম : 'য়ুমা, নিজেকে ও পরকে আঘাত ক'রে যন্ত্রণা দিয়ে একজাতের মানুষ আনন্দ পায় এ কথা ফ্রয়েডের বইয়েই পড়েছিলাম—এতদিনে চাক্ষুষ করলাম।' "

—"কী বলল ও ?"

—"হঠাৎ ওর মুখ কেমন যেন ফ্যাকাশে দেখাল। তবু ও যথাসাধ্য সহজ সুরেই বলল : 'নিজেকে আঘাত ক'রে সবাই-ই কি কমবেশি আনন্দ পায়না—বলতে চাও ?' বললাম ; 'পায়—কিন্তু—না যাক্।' ও বলল : 'না বলো।' বললাম : 'না য়ুমা, আমার কী অধিকার বলো ?' ও বলল : 'সেদিন প্রতিশ্রুতি দাওনি যে তুমি হবে আমার আকাশ—যার কাছে মুখোষ পরবনা ?' বললাম : 'তবু—যা মুখে এসেছিল বললে তুমি দুঃখ পেতেই।' ও বলল : 'এইমাত্র বললেনা—নিজেকে দুঃখ দিতেই আমি চাই ? তবে আর তোমার ভয় কি ?' আমি বললাম : 'না য়ুমা, একদিন তোমাকে একটা কড়া কথা বলেছিলাম—তার গ্লানি এখনো আমার মন থেকে পূরোপূরি কাটেনি।' ও বলল : 'না যদি বলো তবে বুঝব তোমার বন্ধুপনা সবই মুখের।' অগত্যা বললাম : 'এইমাত্র যেই তুমি বললেনা যে নিজেকে আঘাত ক'রে সবাই তো কম বেশি আনন্দ পায়—তখন আমার জিভের ডগায় এসেছিল—কিন্তু এরকম উৎকট আনন্দ নয়—কেননা এরই তো নাম অমানুষিক।'

—"সাবাস্। কী বলল ও ?"

—"কিচ্ছুনা। মুখ ওর ছাইয়ের মতন রক্তশূন্য দেখালো। ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়াল—জলভরা চোখে।"

—"তার পর ?"

—"আমি গিয়ে ওর কাঁধে সন্তর্পণে হাত রাখতেই ও ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেললে।"

হেলেনা ব্লাউসে চোখের একবিন্দু জল তাড়াতাড়ি গোপন করে, কিন্তু মলয়ের দৃষ্টি এড়ায়নি।

ওরা খানিকক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। এম্‌নিই। একটা শান্ত বিষাদের সুর যেন ঘনিয়ে এসেছে···সূর্য ঢেকে গেছে খেয়ালি আকাশের মেঘলা মেজাজের প্রসাদে। কেবল একটা রন্ধ্র দিয়ে পিরামিডের ম'ত কিরণের ঝর্ণা ঝরছে নিঃশব্দে। সেখানে কয়েকটা মাছ-রাঙা পাখি জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে মাছ শিকার করতে করতে চলেছে মহানন্দে।

হেলেনা বলে : "কি?"

মলয় একটু চুপ ক'রে থেকে বলল : "এমন কিচ্ছুনা তবে মনে প'ড়ে গেল সেদিনও এম্‌নিই এক ঝলক আলো পিরামিডের ঝর্ণা হ'য়ে ঝরছিল। কেবল সে আলো এমন রূপালি ছিলনা, ছিল ম্লান সোনালি রঙের। ···কেমন যেন মনে হ'ল···জানিনা কেন ..ঠিক্‌ তার বিষাদের একটু-খানি ছায়া যেন তোমার মুখে দেখলাম। চম্‌কে উঠলাম : সব দুঃখ সব শোকেরই জাত কি একই?"

হেলেনা উত্তর দিলনা।

মলয় আদর ক'রে ওর এক গুচ্ছ চুল নিয়ে খেলা করতে করতে বলল : "কী ভাবছ বলবে?"

হেলেনা ওর চোখের পরে চোখ রেখে বলল : "ভাবছি এমন কেন হয়? আমাদের একজন কবি বলেছেন করতলে যার স্বর্গ র'য়েছে বাঁধা

সে রসাতলের দিকে ছোটে কোন্ বিড়ম্বনায় ! একবার মুঠোটা খুলেও কি দেখতে নেই ?"

—"ও যখন কাঁদছিল তখন ওকে এই কথাটাই আমি ব'লেছিলাম একটু অন্যভাবে। বলেছিলাম : 'যুনা, তোমার জীবনের স্রোতকে এ-রকম মরুপথে চালাচ্ছ কী দুঃখে ? যার প্রতি হাসিতে নৃত্যে গানে গল্পে মেলামেশায় আতিথ্যে গমকে ঠমকে প্রাণের লহর উছ্‌লে ওঠে সে কেন ঝর্ণার মন্ত্র জপ না ক'রে জপ করে মরুমন্ত্র ?' "

—"ও কী বলল তাতে ?"

—"আরও একটু কাঁদল, তার পর উঠে আমার চোখের দিকে একদৃষ্টে খানিক চেয়ে থেকে বলল : 'কেউ কি জানে মলয় ?' আমি দৃঢ় কণ্ঠে বললাম : 'আমি জানি যে। সহজ পথে চললে দুঃখের বিলাসের ওঠা-পড়ার উত্তেজনার—এককথায় জীবনে নাট্যরঙ্গের স্বাদ মেলেনা—তাই।' "

—"ফের বলি—সাবাস। যাক তারপর ?"

—"এ কথার উত্তর না দিয়ে ও খানিক চুপ ক'রে চেয়ে রইল বাইরের সেই পিরামিডাকৃতি আলোর ঝর্ণার পানে। সামনে একটা বার্চগাছের একরাশ ঝরা পাতা প'ড়েছিল। একটা দম্‌কা ঘুর্ণি হাওয়ায় সেগুলো ঘুরতে লাগল। ও বলল : 'মলয়, আমাদের জীবন কত সময়েই যে দুঃখের হাজারো পাকে অম্‌নি ক'রে ঘুরতে থাকে—! তবে একথা তোমার মতন সুখলালিত আনন্দময় মানুষ বুঝবে এ আশা করিই কোন্ মুখে ?' "

—"এবার আমাকে সাবাস দিতে হবে কিন্তু ওকেই।—ও কি ?"

—"না।"

—"মলয়, যা পারোনা কেন চেষ্টা করো করতে ?"

—"কী ?"

—"লুকোতে। বলো মনে কোথায় বেজেছে।"

—"বাজবে কেন ?"

হেলনা ওর দুটো হাতই টেনে নেয় নিজের হাতের মধ্যে : "আচ্ছা মানুষ কি ঠাট্টাও করেনা ?"

মলয় একটু চুপ ক'রে থেকে বলে : "এটাও কি ঠাট্টা হেলেনা ?"

—"নয় তো কি !"

—"হ'লে আমাকে বাজতনা।"

— "বেজেছে কেন বলছ ?"

—"কেন ?"

—"এই জায়গাটায় হয়ত অন্য অনেকেও আঘাত দিয়েছে তোমাকে।"

মলয় ওর চোখের পানে চেয়ে মৃদুকণ্ঠে বলে : "ধরেছ হেলেনা।"

হেলেনা ওর বুকে মাথা রেখে বলল : "তাহ'লে কিন্তু আমাকে ক্ষমা করতেই হবে।"

—"ক্ষমার প্রশ্ন আসেইনা এখানে।"

—"এখানেই আসে, অন্যখানে বরং না আসতে পারে। যেখানে মানুষ ভালোবাসে সেখানেই তার দায়িত্ব বুঝবার—বুঝতে চাওয়ার। ইংরাজিতে Shy কথাটা বড় সুন্দর, না ?"

—"একথা কেন হঠাৎ ?"

—"মানুষ গোপন ব্যথার জায়গাটা চায় লুকোতে—প্রকাশ হ'লে লজ্জা পায়। সে-লজ্জাও সুন্দর। ভালোবাসার ধর্ম সুন্দরকে লালন করা, গহনকে গোপন রাখা—অন্তরতমকে বে-আব্রু করা নয়। তাই ক্ষমা চাইছি।"

মলয় মুগ্ধনেত্রে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে খানিকটা, পরে বলে : "তোমার সবই সুন্দর হেলেনা। এক এক সময়ে ভাবি বুঝি তোমার অপরাধও সুন্দর।"

—"অপরাধের অপরাধ ?"

—"তারই ভূমিকায় তোমার ক্ষমা-চাওয়ার সুষমা এমন সুন্দর হ'য়ে দেখা দেয়—"

—"ব্যস্ ব্যস" হেলেনা ওর মুখ চেপে ধরে।

—"এ কী অত্যাচার ?" মলয় বলে হেসে, "কথা বলতেও দেবেনা ?"

—"দেব—কিন্তু আমার গুণকীর্তন বাদ। য়ুমা থাকতে—"

—"ফে—র ? তাহ'লে আর একটি কথাও বলবনা কিন্তু।"

—"না না না না," হেলেনার কণ্ঠে শঙ্কা ফুটে ওঠে স্পষ্ট, "বলো বলো—আর করবনা কোনো কটাক্ষ।"

মলয় ওর পানে চেয়ে বলে : "কিন্তু কি বলছিলাম যেন ?"

—"য়ুমা বলল তোমার মতন সুখলালিত মানুষ নিয়তির দুঃখচক্রকে বুঝবে কী ক'রে ?"

—"হ্যাঁ। আমাতে বাজল—যেমন আজও বেজেছিল। একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম : 'য়ুমা, দুঃখ সুখের আসাযাওয়ার কোনো বাঁধা ধরা চিহ্নিত পথই তো নেই।' ও বলল : 'তার মানে ?' বললাম : 'সুখ-লালিত হ'লেই যে মানুষ দুঃখে কম ঘা খায় এমন কথা বলা চলেনা—বরং উল্টো।' ও বলল : 'উল্টো ?' বললাম : 'হ্যাঁ য়ুমা, এমনও অনেক সময় হয় যে দুঃখের মধ্যেই যাদের বাসা দুঃখ তাদের অনেকটা গা-সওয়া হ'য়ে আসে—যেখানে আনন্দময় মানুষকে অল্প দুঃখেই বাজে বেশি। বাইরে থেকে যে-দুঃখ দেখতে একজনের কাছে সৌখিন মনে হয় সে-দুঃখ

আর একজনের জীবনে সত্যিই যে মরুভূমির মতন বোধ হয় এ আমার কথার কথা নয়—বহুদিনের বহু বারের একটু-একটু-ক'রে পাওয়া অভিজ্ঞতা। তাছাড়া সুখলোকের মানুষদের কল্পনাও তো আছে।' ও বলল: 'দুঃখ যে তুমি পাওনি এমন কথা আমি ইঙ্গিত করতে চাইনি। তবে কল্পনার কথা আর বোলোনা আমায়। ও শুধু কবিকেই সাজে—মিথ্যার চোরাবালির 'পরে যে তাদের খেলাঘর বাঁধতে ছোটে।'"

—"কী বললে তুমি উত্তরে?"

—"কি বলব ভেবে পেলাম না প্রথমটা। কারণ এ তো যুক্তির এলাকা নয় হেলেনা।"

—"একথা মানি। যাক্, তার পর?"

—"ও আমার দিকে চেয়ে একটু চুপ ক'রে রইল, তারপরে বলল: 'এ-কথায়ও কি বাজল?' আমি চুপ ক'রে রইলাম তবু। ও-ই ফের বলল: 'কিন্তু কল্পনাকে কী ক'রে মেনে নেব বলো দেখি? সে যে মরে শুধু হা-হুতাশ ক'রেই। আবর্তে যে পড়ে নি সে কী ক'রে অনুমান করবে—এর নিচুটান কী জিনিষ? কী ক'রে কল্পনা করবে এর পাতালপুরী যখন মানুষকে তার অতলতলে শুষে নিতে চায় তখন প্রাণ কি রকম আকুলি-বিকুলি করতে থাকে?' আমি বললাম: 'গড়পড়তা মানুষ কল্পনায় না হয় দীনই হ'ল, কিন্তু অধীর তো সে-ও হয়।' ও বলল: 'হয়, কিন্তু ভূমিকম্পের যন্ত্রণা সে জানবে কী ক'রে--আসন্ন নৌকাডুবির উদ্বেগ কী বস্তু কী ক'রে কল্পনা করবে শুধু বর্ণনা শুনে?—জানো মলয়, এ আমার শুধু কথার অলঙ্কার নয়—আমি সত্যিই দু-দুবার ঝড়ে নৌকাডুবি হয়েছিলাম—আমেরিকার মিসিসিপিতে—কাজেই শুধু কাব্যাবর্ত নয়

ঘূর্ণাবর্তেরও খবর রাখি প্রত্যক্ষ পরিচয়ে।' বলতে বলতে যন্ত্রণাগর্বে ওর মুখ উঠল দীপ্ত হয়ে।"

—"কী বললে তুমি এ-কথার উত্তরে ?"

—"প্রথমটা ঠাহর পেলাম না কী বলা যায়। কারণ ওর কথার পিছনে সত্যি একটা নবস্পন্দন অনুভব করলাম। পরে বললাম একটু নরম সুরে : 'তবু এ-সব আবর্তে গা ছেড়ে দিতেও তো কারুর সাধ যায় না।' ও বলল : 'বিশ্বাস কোরো মলয়, এমন সময় আসে যখন তা-ই চায় মানুষ সর্বান্তঃকরণে—যখন ডাঙায় উঠবার সাধও যায় নিভে। আর কখন যায় জানো ?' আমি বললাম 'কখন !' ও বলল : 'কল্পনা করো তো।' আমি চুপ ক'রে রইলাম। ও বলল : 'যাকে সবচেয়ে ভালোবাসা যায় তাকে যখন দিনের পর দিন তিলে তিলে ম্লান হ'য়ে যেতে ক্ষ'য়ে যেতে ঝ'রে যেতে দেখে কেউ। কিন্তু এ-কথাও কি তুমি কল্পনা দিয়ে বুঝে নেবে ?'"

—"তার পর ?"

—"এ-কথার উত্তর জোগালো না। কেমন যেন অপ্রতিভ মতন হ'য়ে গেলাম—একটু ঘা-ও খেলাম। কারণ মনে হ'ল এ-তিরস্কার করার ওর যেন একটা অধিকার আছে—যেহেতু জীবনের অনেক অসামান্য ঘূর্ণীপাকে ও যে পড়েছে এ-আভাষ ওর মুখে চোখে উঠল ফুটে। ও বুঝল, স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল : 'রাগ কোরো না মলয়, কিন্তু সত্যিই একজন মানুষ কি কোনো দিনও অপরকে সত্যি বুঝেছে জীবনে ? বোঝা কি যায় ?' আমি বললাম : 'সর্বদা নিজেকে কেন্দ্র ক'রে এ পরিক্রমায় ফল কী যুমা ? নিজেকে পূরো বোঝাবার কাঙালপণাই বা কী জন্যে ? অন্তরযামী কেউ যদি নাই-ই থাকে তবে তা নিয়ে হাহাকার না ক'রে বরং তোমার যা দেবার তা বিলিয়ে যাওয়াই ভাল নয় কি ?' ও একটু চুপ ক'রে থেকে ব্যঙ্গ হেসে

বলল : ‘তুমি যে শিশুশিক্ষার উপদেশের ভাষায় কথা কইতে পারো তা জানতাম না।’ আমি একটু বেদনা পেলাম এবার, বললাম : ‘রাগ কোরো না য়ুমা, উপদেশ দিতে আমি যাই নি—’ ও বাধা দিয়ে বলল : ‘রাগ আমি করি নি, কিন্তু দিতে বলো তুমি কাকে ?—দেওয়ারও কি দুটো দিক নেই ?’ আমি বললাম : ‘মানে ?’ ও বলল : ‘নেবে কে ?’ আমাকে বাজল···তবু বললাম যথাসাধ্য নরম সুরে : ‘য়ুমা, যে সত্যি দিতে পারে—সে দিয়েই সার্থক হয় বললেও কি উপদেশ ভাববে ?’ ও আমার চোখে চোখ রেখে বলল : ‘না—কিন্তু—’ বললাম : ‘কিছু মনে কোরো না য়ুমা, লক্ষ্মীটি, কিন্তু বলো তো এত শত প্রশ্ন ওঠে কার মনে ? যে সত্যি দিতে চায় তার, না দিতে যার কোথাও একটা কুণ্ঠা আছে আড়াল আছে তার ?’ ও মুখ নিচু ক'রে বলল : ‘আমায় তিরস্কার ক'রে শোধ নিলে—মানি, কিন্তু—না মলয় যাক—তুমি বুঝবে না।’ বললাম : ‘কেন এত দুঃখ পাও য়ুমা এ-সব ভেবে ! তোমার জীবন যে সত্যিই দেবার জন্যে সৃষ্ট। এ আলো-আতুর জীবনে এত সম্পদ দিয়ে বিধাতা ক'জনকে গড়েন ?’ ও বলল : ‘যদি মেনেই নিই যে কিছু সম্পদ আমার আছে তাহ'লেই বা কী ?’ আমি বললাম : ‘যে এত পায় সে ভাবে না কেন যে তার দায়িত্ব আছে দেবার, মানে না কেন যে দিয়েই গ্রহীতা গ'ড়ে ওঠে, তাই তাকে চাইতে শেখাবার ভারও তো দাতারই।’ ও চুপ ক'রে রইল, আমি বললাম : ‘আঁধার স্ফুলিঙ্গেও আপত্তি করে—তবু তারই বুকে সুপ্ত থাকে আলোর ক্ষুধা। এ কথা শিখা যদি না বোঝে তো দুঃখ রাখবার কি জায়গা থাকে এই জগৎজোড়া নিরালোকে ?’

“ও খানিক চুপ ক'রে রইল। পরে হঠাৎ বলল : ‘কিন্তু শিখার কথা ভাববার দায়িত্ব কি কারুরই নেই ? সে কি ইন্ধন সংগ্রহ করবে

শূন্য থেকে ?' আমাকে বাজল কথাটা। ও বলল : 'মলয়, ওষুধ যতটা ব্যাধির নিদান দেওয়া ঠিক ততটা নয়। এমন মরুরিক্ততাও থাকে যেখানে উত্তাপও হ'য়ে আসে শীতল।'"

—"তার পর ?"

—"আমার মনটার তারে কোথায় একটা চেনা সুরের রেশ বেজে উঠল হেলেনা। আমি ওর পানে স্থির নেত্রে চেয়ে কোমল কণ্ঠে বললাম : 'ক্ষমা কোরো আমাকে—আমি তোমার খানিক আগের কথাটাকে ঠিক মতন নিতে পারি নি।' ও বলল : 'কী ভাবে নিয়েছিলে শুনি ?' আমি ওর দৃষ্টি এড়িয়ে একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম : 'যে ভাবেই নিই না কেন এ-ভাবে নিই নি যে কাউকে তুমি সত্যি ভালোবেসেছিলে। আমি তাই ম্যাককে বলেছিলাম সেদিন যে তুমি হ'লে নারী হ'য়েও অনারী : মা নও, কন্যা নও, বধূ নও, বোন নও কারুরই।' ও একটু হাসল হঠাৎ—তারপর খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল, পরে মৃদু স্বরে মুখ নিচু ক'রে বলল : 'বেসেছিলাম মলয়। আর এত ভালো—' ব'লেই থেমে গিয়ে বলল : 'কিন্তু যাক্ সেকথা। কী হবে ? অতীত তো ফেরে না শত আক্ষেপেও।' আমি বললাম : 'কিন্তু ভালো যদি বেসেই থাকো য়ুমা, তবে আক্ষেপের কথা তোলো কেন ?' ওর মুখে ফুটে উঠল ওর অত্যন্ত মধুর অথচ বাঁকা হাসি, বলল : 'হয়ত ভালো যে মানুষটা বাসে সে আক্ষেপ করে না ব'লে। যে করে সে অন্য মানুষ।'"

মলয় বলল : "ওর এ-কথা কয়টির মধ্যে এমন একটা নতুন রেশ ফুটে উঠেছিল যে আমি থাকতে পারলাম না, সাদরে বললাম : 'তুমি ঠিকই বলেছ য়ুমা, মানুষ মানুষকে বোঝে কতটুকুই বা ? তবে—তবে জেনো যে এখন থেকে আমি তোমার বন্ধুই হবো—আমার মধ্যে বিচারক-যে, উপদেষ্টা-

যে, তার দেখা আর পাবে না।' ও হঠাৎ আমার হাত চুম্বন ক'রে বাইরের কাইজারশ্‌তুল-এর চূড়ার দিকে রইল চেয়ে। অস্তগগনের পটভূমিকায় কুসুমখচিত জাপানি খোঁপায় ওকে ছবির মতন দেখাচ্ছিল।... ক্রৎস্‌হাইনরিখের চূড়াও দেখা যাচ্ছিল...কিন্তু অত স্পষ্ট নয়। মনে হচ্ছিল যেন ওরা কান পেতে শুনছে আমাদের কানাকানি।"

"এ লগ্নটির কথা," মলয় বলল, "ভুলব না হয়ত কোনোদিনই কারণ অতীতের ভূমিকায় এর স্মৃতি যেন আরও দীপ্ত হ'য়ে ফুটে উঠেছে আমার মনে।"

—"থামলে কেন? আরো বলো।":

—"আরো বলতে বাধে যে হেলেনা।"

—"কেন মলয়?"

—"ব'লে কি বোঝানো যায় এ-সব আবেশ? অতীতের এ-স্মৃতিটি ঐ দুটো অবান্তর চূড়ার সঙ্গে এমন ছবির মতন ফুটে উঠল কোন্ জাদুতে?"

—"মলয়, মনে হয় না তোমার যে তুচ্ছ অবান্তরকে আমরা বর্তমানের কোঠায় যে-চোখে দেখি অতীতের পটে সে-চোখে দেখি না?"

—"হয়, কিন্তু কেন এমন হয় হেলেনা?"

—"জানি না। তবে মনে হয় বর্তমান আমাদের মনকে গতি-উদ্‌ভ্রান্ত করে...অতীত স্থির। বর্তমানের প্রতি মুহূর্তের বুকে একটা চিরচঞ্চল টান আছে সুমুখ পানে...অতীত নির্নিমেষ...ধ্যানশান্ত। তুচ্ছ জিনিসও ছবিতে আঁকা হ'লে রেখার জাদুতে যে-ধরণের রস যোগায় অতীতের বুকেও হয়ত তুচ্ছ ঘটনাও তেম্‌নি ছবির ম'ত ফ'লে ওঠে স্মৃতির অম্‌নি-ধারা কোনো শিল্পিত ইন্দ্রজালে। অন্তত স্মৃতির জগতে একজন প্রচ্ছন্ন শিল্পী যে অদৃশ্য তুলি দিয়ে মৃতকে জীবন্ত ক'রে তোলেন এ কে না উপলব্ধি করেছে বলো?"

মলয় মৃদুকণ্ঠে বলল : "কথাটা বড় ভালো লাগল হেলেনা। সত্যি, সে-দিনও এ-লগ্নটিকে সুন্দর মনে হয়েছিল। কিন্তু তবু তার সঙ্গে মিশে ছিল নানা বাসনার পরাগ, মাতাল কল্পনা। অতীতে সে সব আকর্ষণ বিকর্ষণ গেছে থেমে তাই আজ আরও বুঝি যে এ-ধরণের স্ফটিক-লগ্ন এ ধূলোবালির জীবনে বড় বেশি ওঠে না। আমার মনে হ'ল ও যেন আমার কতদিনের চেনা !"

মলয় একটু চুপ করল, পরে বলল : "বুঝি এই অনুভবের একটা ঢেউ গিয়ে লাগল ওর প্রাণের পাটে। ও হঠাৎ বলল : 'শুনবে মলয় ?' আমার বুকের মধ্যেও একটা প্রত্যাশা উঠল জেগে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ এম্‌নি আচমকাই ছন্দ বদলায় রঙ্গমঞ্চে গর্ভাঙ্ক-বদলের মতন। আর আশ্চর্য, ও-ও ঠিক যেন আমার অনুভবকে প্রতিধ্বনি ক'রে বলল : 'যখন বিচারক মলয় বন্ধ হ'য়ে নবজন্ম নিল তখন সে হয়ত শুনলে বুঝবে এবার।' আমি ওর দুটি হাত মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম : 'বোঝাবুঝির কথা অবশ্য নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি না যুমা। তবে যদি বলোই তাহ'লে আমি যে তাকে তোমার সখিত্বের বরদান ব'লে গ্রহণ করব—এ-কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারো।' শুনেই আবার ওর চোখ দুটিতে জল উপছে পড়ল, ও বলল : 'তোমায় কেবল বঞ্চনাই ক'রে এসেছি এতদিন মলয়। আমি বধূ নই মাতা নই এ-কথা সত্য নয়।'"

হেলেনা অস্ফুট স্বরে বিস্ময়ের একটা শব্দ করল শুধু।

* * * * *

হঠাৎ ও-ই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল : "মলয় !"

—"কী ?"

—"এ-কথা সে হঠাৎ তোমাকে প্রকাশ করল যে ?"

মলয় একটু কুণ্ঠিত স্বরে বলল : "বললাম না—?"

হেলেনা সাভিমানে বলল : "তুমি কিছু গোপন করছ মলয়।"

—"গোপন ?"

—"হ্যাঁ। আমার চোখের দিকে চাও তো।"

মলয় চাইতেই হেলেনা কেঁদে ফেলল ঝর ঝর ক'রে।

—"ও কী হেলেনা—"

হেলেনা ওর বুকে হাত দিয়ে ঠেলে দিল : "যাও মলয় যাও—এত শত কথা দিয়েও—"

—"শোনো হেলেনা লক্ষ্মীটি—"

হেলেনা সোফার 'পরে উপুড় হ'য়ে প'ড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। মলয় ওকে টেনে নিল কাছে।

দৃষ্টি-বিনিময় হ'তেই হেলেনা হেসে ফেলে : "ঐ বিদ্যেটিতেই তো জখম করেছ কি না—জানো কি না জোর করলে কঠোরতমাও এখনো তেম্‌নি অবলা—"

—"এর নাম বুঝি জোর ? আবেদন মিনতির এত মধু—"

হেলেনা হেসে বলে : "পুষ্পরাজ ! মধু-র আবেদন দেখতেই আবেদন, শুনতেই মিনতি—জানেন সেটা এক ভুক্তভোগিনী—মৌরাণি।"

মলয় একটু হেসেই গম্ভীর হয়ে বলে : "সত্যি ঘটনাটা যে তোমার কাছে গোপন রেখেছিলাম সে কোনো দুষ্ট মৎলবে নয়—শুনলেই বুঝবে।"

—"মানে ?"

—"শুধু একটু কুণ্ঠা সখী, নিজের কথা বড় বেশি বলি ব'লে সত্যিই সময়ে সময়ে সঙ্কল্প করি—"

—"যা—ও, তোমার সঙ্গে আড়ি"—ব'লে হেলেনা মুখ ফেরায়।

—"আহা অত মান করে না কথায় কথায়—" মলয় ওকে কাছে টেনে নেয়, "শোনো বলছি।"

হেলেনা মুখ তোলে···ওর চোখের 'পরে চোখ রেখে হাসে···মুখের মেঘ ওর কেটে গেছে একেবারে।

মলয় বলে: "হয়েছে কি জানো? এসব নাট্যভঙ্গির আমদানি করতে বাধে কি না—বিশেষ ক'রে এ বাস্তব যুগে বীররস তো আর কল্কে পায় না।"

—"ও সব অতিবিনয়ের সাফাই রাখো রাখো।"

—"বিনয় সত্যিই নয় হেলেনা। এযুগটা হয়ে উঠেছে এতই ঘরোয়া যে এতটুকু কীর্তিকেও মনে হয় অকীর্তি। তাই—সত্যি বলছি এধরণের হিরোইক অঘটন যখন ঘটে তখনও মনে হয় কে যেন বানাচ্ছে এসব যোগাযোগ।"

—"ওগো রিয়ালিষ্ট মহাপুরুষ, আমরা সাক্ষাৎ ভাইকিঙের জাত—হিরোইক কাঁটাবনের জাত সাপ। অস্কার আমার ভাই, এলসা আমার মা মনে রেখো—অন্তত ড্রয়িংরুম বুর্জোয়া যে নই এ তো জানো হাড়ে হাড়ে। সুতরাং আশ্বস্ত হও।"

ওরা হেসে ওঠে···স্নিগ্ধ স্বচ্ছন্দ হাসি।

রোমান্স

উৎসর্গ

শ্রীমতী গৌরীরাণী রায়,

"তর্কে যতই দাও হারিয়ে—মানব না ভাই হার"
এই কথাটা বলি যদি ?   করবে তিরস্কার ?
করো।   তবে শুধাও যদি, বলব ভয়ে ভয়ে ঃ
"তর্ক তো নয় আসল কথা মনের বিনিময়ে।"
করবে জেরা রেগে ঃ "তবে কোথায় আলো-আশা ?"
বলব ঃ "যেথায় কিরণসেতু বাঁধে ভালোবাসা।"

২-৭-৩৮

৮

মলয় বলল : "ঘটনাটা ঘটেছিল এ-কথাবার্তার চার পাঁচ দিন আগে। আমরা দুজনে নেকার নদীতে একটা নৌকা ক'রে বেরিয়েছিলাম গোধূলি-লগ্নে—টেনিস খেলার পর। খানিক দূর যাওয়ার পর য়ুমা বলল : 'চলো যাই ওপারে।' বললাম : 'তাহ'লে একজন দাঁড়ী নেওয়া ভালো। কারণ তুমি এমন কি হাবুডুবু খেতেও জানো না—আজ একটু হাওয়াও আছে।' ও বলল : 'দাঁড়ী? ধিক্! জানো না কি অবলারা হাবুডুবু খাওয়ার চেয়ে ডুবু ডুবু হ'তেই বেশি ভালোবাসে?' আমি হাসলাম, বললাম : 'মানে, ডুববার মুখে কাউকে তুলতে হবে তো?' ও বলল হাততালি দিয়ে : 'অবিকল—তবে আর একটু জুড়ে দাও—মানুষ ডুবতে ডরায় না যদি তুলবার ভার নেয় কোনো রোমান্টিক কাণ্ডারী।' আমি হেসে বললাম : 'আমাদের দেশে বলে য়ুমা—অভাগা যেখানে যায় সাগর শুকায়ে যায়। জলেও ডুবেছিলাম, মজ্জমানাকে তুলতেও সাধ গিয়েছিল, কিন্তু রোমান্সের কপালে জুটল—শূন্যেরও বাড়া : মজ্জমানার একপাটি দাঁতও নেই চুল সব শাদা।' ও সকৌতূহলে বলল : 'সত্যি, না গল্প?' বললাম : 'না গল্প নয়—তবে তুলতে গিয়ে যা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম!' ও বলল : 'কি রকম? বলো বলো।' বললাম : 'যারা সাঁতার জানেনা তাদের বাঁচাতে যাওয়ার ম'ত ঝকমারি আর নেই য়ুমা। আমি সাঁতার ক্লাবে কত কী ফিকিরই যে শিখেছিলাম—মজ্জমানকে কী ভাবে তুলতে হয় তার কত রিহার্সালই যে দিয়েছিলাম সাঁতারু মাষ্টারের কাছে—প্রথম বিভাগে পাশও করেছিলাম প্রবেশিকা পরীক্ষায়। কিন্তু কাজের

বেলায় সব গেল ঘুলিয়ে। দেখলাম যে মজ্জমানা হাজার বললেও বেকায়দা কোমর চেপে ধরেন না—বেকায়দা করেন দুটি পা-ই মোক্ষম চেপে ধ'রে। পরিণাম—ধীরে ধীরে পাতালসমাধি হয় আর কি—এমন সময়ে জাগল বাঁচবার দুর্জয় তৃষ্ণা—বৃদ্ধার গলা টিপে ধরলাম প্রাণপণে। তার মুষ্টি আলগা হ'য়ে এল—ভেসে উঠলাম। তখন ফের ডুব দিয়ে বৃদ্ধাকে টেনে আনলাম তীরে সহজেই।' ও হাসল: 'হায় রে! জাতও গেল পেটও ভরল না!' আমি হেসে বললাম: 'যা বলেছ য়ুমা! আর সে সময়ে আমার মনে কেবলই কী চিন্তা সুদূর মন্দিরের ঘণ্টার মতন বাজছিল বলো তো!' ও হেসে শুধালো: 'কী হ'তে পারতাম আর কী হ'লাম?' বললাম: 'বলেছ ভালো। মেটার্লিঙ্ক তাঁর Sagesse et Destinée-তে একজায়গায় বলেছেন, বীরও ভুঁইফোড় জীব নয় নয় নয়—কাজে বীর হয় সে-ই যে মনে মনে বহুদিন ধ'রে বীরপনার মহল্লা দিয়েছে। কিন্তু হায় রে, কত মজ্জমানা তিলোত্তমা, মাদলিন, অ্যাফ্রোডাইটের জন্যে স্বপ্নমন্দাকিনীতে ঝাঁপ দিয়ে শেষটা দেখি জাগরণে জুটল কি না—' ও খিল খিল ক'রে হেসে ফেলল এবার, বলল · 'বন্ধু, পশ্চিমে খৃষ্ট ব'লে একজন সেন্টিমেণ্টালিষ্ট ছিল, সে বলত কি জানো?—যে, চাইলেও পাওয়া যায়—দোরে টোকা মারলেই খোলে।' বললাম: 'আমার জীবনের সাক্ষ্য কিন্তু উলটো য়ুমা! আমি ভালো যা কিছু—পেয়েছি না চাইতেই, যেখানেই চেয়েছি, ঘা খেয়েছি।' ও বলল: 'কিন্তু খৃষ্টদেবের ও কথাটা একদিক দিয়ে ফলেছে আমার জীবনে।' বললাম: 'যথা?' ও বলল: 'মন্দ যা কিছু চেয়েছি—মিলেছে।' হেসে বললাম: 'দৃষ্টান্ত?' ও বলল: 'ক—ত দেব? অজস্র। এই দেখ না কেন—চেয়েছি পুরুষে যেন নিরন্তর আমার কাছে আনন্দ চেয়ে পায় যন্ত্রণা—নিয়তি মঞ্জুর করেছেন সে-আর্জি।'"

হেলেনা ওর চোখের পানে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নেয়। মলয় বলে: 'আন্‌মনা ভাবেই দাঁড় টানছিলাম—এম্‌নি সময়ে হঠাৎ চম্‌কে উঠলাম: দু'তিনটি মেয়ে পুরুষের কণ্ঠে—'সামাল–সামাল'! য়ুমাও চিৎকার ক'রে উঠল: 'Passen Sie auf' (সাবধান!) মুখ ফিরতেই দেখি একটা মস্ত মোটর বোট। ওরা পিকনিকে ব্যস্ত ছিল খেয়াল করে নি—একটা ষ্টোভের শিখা চোখে পড়ল। কিন্তু তার পরে দ-ম্ —শব্দ—ধাক্কা।"

—"মা গো! তারপর?"

—"নৌকোটা উলটে গেল চক্ষের নিমেষে।"

হেলেনার মুখ ফ্যাকাশে দেখায়, ওর বাহুমূল চেপে ধ'রে বলে: "একেবারে উল্টে!"

মলয় হেসে বলল: "ভয় নেই হেলেনা—আমরা যেটাতে চ'ড়ে আছি সেটা জাহাজ—উল্টোবে না।"

হেলেনা ঈষৎ লজ্জিত হ'য়ে ওর বাহুমূল ছেড়ে দিয়ে বলে: "জানি। কিন্তু তারপর? বলো শীগ্‌গির।"

—"নৌকো উল্‌টে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সাম্‌নের মোটর বোটের কি একটা শক্ত লোহায় আমার মাথা গেল ঠুকে।"

হেলেনা শিউরে ওঠে: "কী সর্বনাশ!"

মলয় হেসে ওর গালে টোকা মেরে বলে: "সর্বনাশ মোটেই নয় আতঙ্কিণী! তাইতেই আমরা বেঁচে গেলাম—আমি আমার উপস্থিত বুদ্ধি ফিরে পেলাম। নৈলে আমি না ডুবলেও য়ুমা যেত একেবারে তলিয়ে।"

—"ও কি সাঁতার একটুও জানত না?"

—"একটুও না। মার আদুরে মেয়ে, যে মা জলকে যেমন ডরাতেন তেমন আর কিছুকে না। কারণও ছিল: তাঁর দুই ভাই না কি জলে ডুবেই মারা যায়। সেই থেকে মেয়েকে দিয়ে তিনি শপথ করিয়ে নিয়ে ছিলেন যে সে কোনোদিন নদী হ্রদ পুষ্করিণী সমুদ্র কোথাও স্নান করতে নামবে না।"

—"তার পর ?"

—"মাথায় আঘাতটা আমার বেশি লাগে নি—লাগলে হয়ত আবার উল্‌টো উৎপত্তি হ'ত। কিন্তু ব্রহ্মতালুতে লেগেছিল ব'লে ব্যথাটা বড় লেগেছিল। জলের মধ্যে মাথায় হাত দিয়েই দেখি পায়ের কাছেই মোটর বোটটার চাকা বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরছে।

"বুকের মধ্যে কেমন যেন ক'রে উঠল। মোটর বোটটার 'বৃগ'-টাতে* পা দিয়ে দিলাম প্রাণপণে ধাক্কা—নইলে পাছে ঐ চাকার জাঁতাকলে ইহলীলা সাঙ্গ হয়।"

—"মাগো—!"

—"বৃগে লাথি মারতেই চাকার এলাকা থেকে পড়লাম ছিটকে !"

—"তার পর ?"

—"এত বিদ্যুদ্বেগে ঘ'টে গেল এসব যে যুমার কথা একবারও মনে হয় নি—এ কয় সেকেণ্ডের ভিতর। কিন্তু যে ই মোটর বোটটার চাকার দাঁত থেকে অব্যাহতি পেলাম—সে-ই বুকের ভিতরটা ছাঁৎ ক'রে উঠল: যুমা !—মনে আছে: ঐ সঙ্কট সময়েও মনের মধ্যে কে যেন হেসে উঠল: 'বন্ধুত্ব বন্ধুত্ব করো উচ্ছ্বাসী ! কিন্তু বিপদে শুধু নিজেকে নিয়েই সারা !'"

* Bug—সম্মুখভাগ।

ব'লে মলয় হেলেনার দিকে চেয়ে বলল : "সত্যি হেলেনা, এ-সময়ের আত্মভর্ৎসনার কথা কোনোদিন ভুলব না। তবে এ-ধিক্কারই বা কেন বলো? এই-ই তো আমাদের মানব-প্রকৃতি!"

—"ও সব রাখো—তার পর কী হ'ল বলো—য়ুমা কী করল?"

—"সম্বিৎ যখন পূরো জাগল তখন—কোটটা খুলে ফেলে এদিক-ওদিক তাকে খুঁজতে লাগলাম। হঠাৎ ওর জাপানি ওড়নাটা দেখতে পেলাম চার পাঁচ হাত দূরে। একটা অস্ফুট আর্তনাদও যেন শুনতে পেলাম—সে কী করুণ ও ভীষণ শব্দ হেলেনা, মনে হ'লে এখনো বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে।"

—"কী করলে শুনে?"

—"বুকের মধ্যে কেমন যেন ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল। মনে হ'ল প্রাণপণে তীরের দিকে সাঁতার দিই—কারণ মনে পড়ল সেই বুড়ির কথা: যদি য়ুমা চেপে ধরে সে-রকম ক'রে? সে যে কী দারুণ ভয় হ'ল—বলতেও লজ্জা করে।"

—"তার পর?"

—"তার পরই কে যেন ধিক্ ধিক্ ক'রে উঠল মনের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে একটা আনন্দের ঢেউও ব'য়ে গেল—হঠাৎ! সব যেন ঘ'টে গেল উল্কার মতন বেগে—ঠিক্ অম্‌নিই জ্ব'লে ও নিভে—নিমেষে! ডুব-সাঁতারেই এগুলাম য়ুমার দিকে—তাড়াতাড়ি পোঁছতেও বটে—ওকে পেলে একটু তলার দিকে পাব ভেবেও বটে।

—"স্রোতটা ছিল আমারই দিকে ভাগ্যক্রমে। তাই প্রায় তৎক্ষণাৎ কী একটা আমার পায়ে ঠেকেই স'রে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই রকম একটা গোঙাণি জলের মধ্যে যে রকম শোনা যায়।"

—"ও তোমাকে চেপে ধরেনি তো ?"

—"ঠিক্ আরও একটু ডুব দিতেই ধরল বৈকি—দুহাতেই। ভাগ্যক্রমে হাত দুটো এসে প'ড়েছিল আমার কোমরের কাছে। ও প্রাণপণে আমার কোমর চেপে ধরতেই আমার ভয় আশঙ্কা সব গেল দূরে স'রে। আমি হাত ও পা একসঙ্গে প্রাণপণ বলে নিচের দিকে ছুড়ে উঠলাম ভেসে ওকে নিয়ে।"

—"তার পর ?" বলে হেলেনা আশ্বস্ত সুরে।

—"তার পরই হ'ল আর এক মুস্কিল। য়ুমার ঐ ওড়নাটা কেমন ক'রে জড়িয়ে গেল আমার পায়ে। ভয়ে বুকের মধ্যে ধ্বক্ ক'রে উঠ্‌ল কী একটা শিহরণ। এসময়ে পা ছাড়া না থাকলে ডুবব দুজনেই—চুম্‌কি ঘটির ম'ত।—ভাগ্যে য়ুমার মাথাটা ঠিক্ এই সময়ে জলের উপর ভেসে উঠল। ও মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে খাবি খাবার ভঙ্গিতে নিশ্বাস নিল। সেই মুহূর্তে ওকে বললাম: 'য়ুমা, ভয় নেই, কেবল এক হাতে তোমার শালটা সামলাও।'

"আশ্চর্য দেখলাম সেই সময়ে—ওর ধীরতা ও ঠাণ্ডা মাথা! জাপানি রক্ত মিথ্যে বয়নি দেহে। যে-ই ও বুঝল যে ওর ওড়নায় আমার পা জড়িয়ে গেলে আর নিস্তার নেই—সে-ই ও একহাতে আমার কোমর জড়িয়ে অন্য হাতে প্রাণপণ টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল সেটাকে।"

—"তার পর ?"

—"যে-ই ওড়নাটা গেল ছিঁড়ে সে-ই আমার মনে বেজে উঠল যেন ঘণ্টার মতন: যাক্, ফাঁড়া কেটে গেল। ওকে বললাম: 'আর কোনো ভয় নেই য়ুমা—ঠিক্ অম্‌নি ক'রে জড়িয়ে থাকো আমার কোমর—কেবল দেখো আমার হাত কিম্বা পা চেপে ধোরোনা।' ও কথা বলতে পারলনা কেবল একটু ঘাড় হেলিয়ে জানিয়ে দিল: 'আচ্ছা।'"

—"তার পর ?"

—"বলেছি এ সবই ঘ'টে গেল নক্ষত্রবেগে। বোধ হয় দশ পনের সেকেণ্ডও না—বড় জোর আধমিনিট। আমরা যে-ই মাথা তুলেছি শুনতে পেলাম একটা চিৎকার।"

—"কার ?"

—"মোটর বোটের লোকগুলোর। তারা কী বলছিল সব বুঝতে পারার মতন অবস্থা ছিলনা তবু দুটো কথা কানে গেল : 'Warten Sie'* ও Ein Moment'† বলতেই বুকে এল বল—আর সে কী আনন্দ! ওদের হাত নেড়ে ডাক দিয়ে বল্লাম : 'Bitte werfen Sie eine Strickleiter!'‡

—"হাত পনের হবে। হয়েছে কি, আমাদের নৌকোটা উল্টে যেতেই ওরা স'রে গেছে যেদিকে আমরা ছিট্‌কে প'ড়েছি ঠিক তার উল্টো দিকে, তার পরেই ওরা ছুটেছে আমাদের উপুড় নৌকোটাকে সোজা করতে—কারণ ওরা ভয় পেয়েছিল বুঝি নৌকোতেই আটকে হয়েছে আমাদের সলিলসমাধি।"

—"তার পর ?"

—"নৌকো সোজা ক'রে আমরা নেই দেখে ওরা দেখছে এদিক-ওদিক—এমন সময়ে একটি ছোট্ট মেয়ে হাততালি দিয়ে চিৎকার ক'রে লাফিয়ে উঠল আমাদের দেখিয়ে।"

* অপেক্ষা করুন।

† এক মুহূর্ত—এই এলাম ব'লে।

‡ একটা দড়ির সিঁড়ি ছুড়ে দিন।

—"তার পর ?"

—"তার পর আর কি। দেখতে দেখতে এসে পড়েই ওরা দড়ির সিঁড়ি দিল ছুড়ে। দড়ির সিঁড়ি না নিয়ে জার্মান জাতে নৌকাবিহারে বেরোয়না জানোই তো।"

—"জানি কিন্তু য়ুমা ? ধরতে পারল সিঁড়িটা ?"

—"পারল ব'লে পারল। দেখলাম ওর আশ্চর্য উপস্থিত বুদ্ধি সেদিন ! সত্যিই সে কল্পনাতীত। মনে করো সাঁতার জানেনা—বিদেশ—জলে নামেইনি কোনোদিন—তার ওপর জল খেয়েছিলও প্রচুর। কিন্তু এতটুকু উদ্বেগ নেই ওর মুখে। সিঁড়িটা ওর হাতের কাছে আসতেই ও ধরল হাত বাড়িয়ে। তার পরই টক টক ক'রে উঠে গেল মোটর বোটটাতে আমার আগে। কিন্তু আমি উঠে মোটর বোটের কেবিনে ওর পাশে দাঁড়াতেই ওর দেহ পড়ল এলিয়ে মূর্ছায়।"

হেলেনাই প্রথম কথা কইল : "এতক্ষণে বোঝা গেল। নইলে কি আর এ-হেন বিদেশিনী বন্ধুকে এত সহজে বরণ করে !"

—"ফের দুষ্টুমি ?"

—"আর কেন কারো গিয়ো ? সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। ভুলে যাচ্ছ যে আমি মেয়ে।" ব'লেই হেসে বলল : "কিন্তু বলো—ধরেছিলাম কিনা ?"

মলয় হেসে বলল : "ধরেছিলে—যদিও আমি ভেবেছিলাম যে, পাশ কাটিয়ে যাব চ'লে।"

—"ঈ—শ্।"

—"ঈশ্ নয়। যদি সত্যিই চাইতাম··পারতাম।"

—"কক্ষনো না।"

—"কিন্তু ধরবে কী ক'রে যদি –মানে আত্মকাহিনীটাকে নিরীহভাবে সাজিয়ে বলতাম?"

—"বন্ধু তাহ'লে সমস্ত গল্পটাকে ঢেলে সাজাতে হ'ত। আর অতখানি নির্জলা মিথ্যাশিল্প—"

—"পুরুষ পারেনা –এই না?"

—"আমাদের দেশে একটা মেয়েলি ছড়া আছে বন্ধু:

ইতিহাসের মরুপথে খোঁজে পুরুষ সত্যধাম:
নারী তারাই—শিল্পে যারা পূরায় রঙিন মনস্কাম।"

ওরা হেসে ওঠে।

আড়াল

উৎসর্গ

শ্রীবুদ্ধদেব বসু !

রুচি রচনায় স্বপনে ব্যথায়
আশা নিরাশায়
মিল আমাদের কিছুই নাই ঃ
তবু মন চায় স্মরণ-মালায়
বরণে তোমায়
প্রীতি-নিবেদন করিতে ভাই !

৮

"একটা কথা : এ সময়ে তোমার মনে কি কোনো সন্দেহ হয়নি যে ম্যাক—" হেলেনা মলয়ের পানে তাকিয়ে দ্ব্যর্থক হাসি হাসে।

—"থামলে যে ?"

—"বুঝিয়ে বলা শক্ত ব'লে। তবে আমার যেন মনে হয় যে যখন দুজন মানুষের পরিচয় একটু নিবিড় হয় তখন অজানা আড়ালও বাজে, না বেজেই পারেনা। তাই আমি জানতে চাইছিলাম তোমার এ সময়ে মনে হয়েছিল কিনা ম্যাক এম্‌নিধারা কোনো আড়াল এনেছে ?"

—"হয়েছিল, কিন্তু কিভাবে বুঝিয়ে বলতে হ'লে একটু খুলে বলতে হয়।"

—"বললেই বা।"

—"অন্য আপত্তি কিছু নেই, তবে তাহ'লে গল্পের স্থূলতার রাজ্য থেকে একটু নেমে আসতে হয় মনের প্রাণের সূক্ষ্ম দাবিদাওয়ার রাজ্যে।"

—"এখনো কি সন্দেহ হয় যে আমি শুধু স্থূল গল্পরাজ্যেরই ব্যাপারী ?"

—"আহা রাগ করো কেন প্রতি কথায় ?—শোনো, বলছি খুলে।"

"তোমাকে বলেছি," মলয় সুরু করে একটু হেসে, "যে এ সময়ে ম্যাক রোজই গুৎমানের কাছে যেত—যেন য়ুমাকে এড়াতেই। বাইরে থেকে মনে হ'ত ওদের মধ্যে দেখাশুনো হয়ইনা, অথচ আমার কেন জানিনা মনে হ'ত—হয়।"

—"কেন এহেন সন্দেহ ?"

—"কারণ দেওয়া কঠিন। তবে সময়ে সময়ে য়ুমার মুখে দেখ্‌তাম

চিন্তার ছায়া। কিন্তু সব চেয়ে চোখে পড়ত—ম্যাকের নাম করলেই ওর ভাবান্তর। খুব মন দিয়ে তার কথা শুনত—কিন্তু কোনো প্রশ্নই করত না। কিন্তু স্পষ্ট দেখা যেত যে ম্যাকের প্রসঙ্গ উঠলেই কেমন যেন ও অতি সাবধানী হয়ে উঠছে।

"প্রথম প্রথম মনে হ'ত বুঝি এসবই আমার কল্পনা। কিন্তু মজা এই ম্যাকের সঙ্গে যখন রাত্রে দেখা হ'ত—আমরা রাত্রের সাপার ও কফি একত্রেই খেতাম—তখন য়ুমার কথা বললে ঠিক ওর মধ্যেও দেখতাম ঐ একই ধরণের নিশ্ছিদ্র সাবধানতা। তখন আরও বেশি ক'রে মনে হ'ত য়ুমা ও ম্যাকের দেখা হয়—কিন্তু ওরা কোনো বিশেষ কারণে গোপন ক'রে চলে ওদের সাক্ষাৎকারের কথা। আর সবচেয়ে যেটা আশ্চর্য লাগত সেটা এই যে, য়ুমার সঙ্গে যে-সব রাস্তায় দেখা হবার লেশমাত্রও সম্ভাবনা আছে সে সব রাস্তা ও এড়িয়ে চলত যখন আমরা দুজনে বেড়াতে বেরুতান।"

—"তারপর ?"

—"একদিন ঘটল একটা সামান্য ঘটনা, কিন্তু তাতেই আমার সংশয় হ'ল বদ্ধমূল। য়ুমার জলে ডোবার আগের দিন কিম্বা আগের আগের দিন। সেদিন ওর কাছে এম্‌নি হঠাৎই গিয়েছি—বিকেলের দিকে—যদিও যাবার কথা ছিল না—সকালে দেখা হয়েছিল ব'লে।"

—"সাক্ষাৎ-সংযম ওদের সাবধানতার ছোঁয়াচে না কি ?"

—"ঠিক্ সাবধানতা নয়," বলে মলয় চিন্তিত ভাবে। "কি জানো ? নরনারীর পরিচয় যখন গাঢ় হ'য়ে উঠবার মুখে ঠিক সেই রোমান্সের লগ্নেই আসে এ-ধরণের কুণ্ঠা। ভয় হয় পাছে বরাদ্দ পেরিয়ে যাই। রোমান্সের উল্টোপিঠেই তো অনামা যত সব আশঙ্কার ছায়ারেখা আঁকা।"

—"বলেছ বেশ" হেলেনা হাসে প্রীতকণ্ঠে।

—"বলেছি কারণ এ-আশঙ্কার ছায়াভ রেখার উপর নানান্ সূক্ষ্ম অনুভবের তুলি রঙ ফলিয়েছে। তাই আমি জানি যে যেখানে মানুষ অধিকার পেয়েছে সেখানেই সে সব চেয়ে বেশি অসহায়—বিশেষ ক'রে রোমান্সের এই সব সূক্ষ্ম অভিমানের লেনদেনে।"

—"সত্যি তোমাকে এত বেশি ভালো লাগে এই জন্যেই—বিশেষ ক'রে মেয়েদের যারা অভিমানের বিশেষজ্ঞ।"

মলয় হাসে স্নিগ্ধ হাসি : "যুমা বলত কি জানো?"

—"কী?"

—"বলত প্রতি পুরুষের মধ্যে মেয়ে আছে ব'লেই মেয়েরা অকেজো অভিমানী পুরুষকে এত চায়। কারণ অভিমানিনীরা বিশেষ ক'রেই ভালোবাসেন আয়না।"

—"আহা—হা—যেন পুরুষরা--

—"তারাও বাসে। তবে—যুমা বলত—কেজো পুরুষদের বিক্রম বেশি ব'লে সূক্ষ্ম অভিমানের আশা নিরাশা, দাবিদাওয়া, আলোছায়ার কারবারী হবার সময় পায় না। তাই অবলারা সিংহবিক্রমীকে প্রশংসা করলেও আশ্রয় খোঁজেন দুর্বল অভিমানী পুরুষেরই কাছে।"

—"একথা আমিও মানি। আর তাই তো তোমাদের মতন অকেজো অভিমানীদের এত বকি ঝকি তবু জানি যে আমাদের সত্যিকার সমজদার তোমরাই। কিন্তু যাক এসব। বলো কী হ'ল সেদিন। তুমি গেলে হঠাৎ ওর কাছে লোভে প'ড়ে এই ধরণের সূক্ষ্ম অভিমান বা আশা নিয়ে।"

—"সত্যিই তাই। হয়েছিল কি, সেদিন ম্যাক গেছে গুৎমানের সঙ্গে

—"না মলয়," ওর কণ্ঠে অনুতাপ বেজে ওঠে, "ও আমি এম্‌নি বলেছি, মন থেকে মুছে ফেলে দাও, লক্ষ্মীটি !"

মলয় একথার উত্তর এড়িয়ে যায় : "কিন্তু একথাও আমি তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখ্‌তাম না হেলেনা—শনৈঃ শনৈঃ বলতাম স—বই ।"

—"না মলয়, আর দাবি করব না এসবের। তোমার যতটুকু ইচ্ছা বলো। আমি বড় বেশি লোভী—যত পাই ততই চাই।"

—"দাবি ব'লে কথা নয়, হেলেনা, ব্যাপারটা খুলে বলতে হ'লে সবটুকুই বলতে হবে বৈকি। যদিও বলতে বাজে—নিজেকে ভালোবাসে যারা বেশি তাদের কাছে এছাড়া অন্য কী আশা করো ?"

—"বলতে যদি বাজে এত তবে না-ই বা বললে," মলয়ের একটা হাত ও টেনে নেয় নিজের হাতের মধ্যে।

—"না : বলবই। আর কিছু গোপন করব না। নোরা ঠিকই বলে : গোপনতায় সুফল ফলে না কখনো। তাছাড়া ক্রমাগত গোপনতার চোরা কুঠরিতে থাকতে থাকতে মনটাও কেমন যেন শুকিয়ে যায় খোলা আলোবাতাস না পেয়ে পেয়ে। তাই শোনো। না—না সুরু যখন করেছি সারা না ক'রে ছাড়ছিনে—শুনতে হবেই।"

২

"তোমার এ সন্দেহ ভিত্তিহীন নয়," মলয় বলে, "যে-ম্যাক সম্বন্ধে আমার গাত্রদাহ কিছু ছিল। থাকা তো খুব অস্বাভাবিক নয়।"

— "আমি কি বলেছি অস্বাভাবিক?"

—"না—তবে যখন কবুল করিয়ে নিলে তখন শোনো সবটা। আমার বাজত শুধু একথা ভাবতে নয় যে ম্যাক রোমান্সের ক্ষেত্রে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। আমাকে এসূত্রে বাজত বেশি য়ুগার আচরণের নানান্ আড়াল। স্পষ্ট দেখতাম, মুখে ও যতই বলুক না কেন যে আমি ওর প্রাণদাতা—ভিতরে ও আমার কাছে বে-আব্রু হ'তে নারাজ। তবু ম্যাক যে ওর সঙ্গে গোপনে গোপনে দেখাশুনো করছে এ কথাকেও মনে ঠাঁই দিতে পারি নি পূরোপূরি—অন্তত সেদিন অবধি এ সংশয়কে নিরস্ত ক'রে রেখেছিলাম।"

—"সেদিন—"

—"বলছি।"

"জর্মনির গ্রীষ্মকাল জানোই তো," বলে মলয় একটু থেমে, "তার উপর হাইডেলবার্গের গ্রীষ্ম। গরমে সময়ে সময়ে চোখে অন্ধকার দেখতে হয়। আর সেবার পড়েছিল দারুণ গরম।

"কী করি ভেবে পাই নে। নেকার নদীতে দিলাম ডুব।

"গলাজলে অনেকক্ষণ ব'সে থেকে দেহটা একটু স্নিগ্ধ হ'ল। কোট বর্জন ক'রে শুধু একটা ফিনফিনে পিরান চড়িয়ে ভাবতে ভাবতে চললাম তো হাইডেলবার্গের প্রাসাদের দিকে। অস্তাকাশের পটভূমিকায় তার

কঠোর রেখাগুলিতে ফুটে উঠেছে যেন এক সন্ন্যাসীর ধ্যানমূর্তি—যেমন উদাস তেম্নি সুন্দর, যেমন কঠিন তেম্নি কোমল।

"হঠাৎ সাম্নে দিয়ে একটি বিদ্যুৎবরণা অবগুণ্ঠিতা পাশ কাটিয়ে চ'লে গেল। মনটার মধ্যে ছাঁৎ ক'রে উঠল। কিন্তু দূর্—কখনই নয়। এখানে এসময়ে এবেশে যুমা দেখা দেবে কী ক'রে ?

"প্রাসাদের সেই যে বিরাট পিঁপেটার কথা ব'লেছি—তার উপরে একটা ছাদ মতন আছে—একটা সিঁড়িও। উঠতেই দেখি—ম্যাক্। মনের মধ্যে খানিক আগের সন্দেহ উঠল ফের ধ্বক ক'রে জ্ব'লে। কিন্তু এখানে ওরা দেখা করবে কেন ? কিসের ভয়ে! যুমা তো বেপরোয়া—স্বেচ্ছাবিহারিণী। তাছাড়া মোটা ঘোমটা টেনে—দূর্—নিজের মনকে করলাম ভৎ´সনা।"

—"ম্যাক কী করল ?"

—"সে প্রথমে আমাকে দেখতে পায় নি : চেয়ে ছিল একদৃষ্টে দূর দিগন্তে। ওর মুখের রেখা ফুটে উঠেছিল সে উজ্জ্বল পটভূমিকায় এমন স্পষ্ট হ'য়ে। মনে হ'ল যেন জগতের সমস্ত বিষাদ সেখানে জমাট হ'য়ে থম্‌কে। হঠাৎ চম্‌কে ও আমার দিকে চেয়ে হাসল। সেই অতি পরিচিত উজ্জ্বল হাসি। এক মুহূর্তে এ হাসির আলোয় ওর সারা মুখের ভোল বদ্‌লে গেল। ধরবার জো কি যে খানিক আগের ম্যাক ও এই ম্যাক একই মানুষ ?"

—"তার পর ?"

—"অনেক দিন বাদে আমরা উভয়ে হাত ধরাধরি ক'রে বেড়ালাম খানিক। ম্যাক আমাকে বলল ফের ওর নতুন নানা রচনার কথা, গুৎমানের কাছে ওর জর্মন-ভাষা-শিক্ষার দ্রুত উন্নতির কথা, ওদের ভাষায়

কত নতুন নতুন ওজস্ ও দেখতে পাচ্ছে—ওদের গানের পৌরুষ—কত কী। গেটের নামে তো হ'য়ে উঠল ও মাতোয়ারা। সে কী উচ্ছ্বাস ওর হঠাৎ: 'মডার্ণ মানুষের অগ্রদূত ছিলেন য়ুরোপে তিনিই—একাধারে কত বড় দার্শনিক, কবি, ধ্যানী, মনীষী—এ-শিল্পসর্বস্ব যুগে ওঁকে নতুন ক'রে না চিনলে আমাদের নিস্তার নেই—এম্নিধারা কত কথা যে—! বলল: 'দেখ না কেন একটা বাজে থিওরি খাড়া করেছে হাল আমলের একদল শিল্পী যে কাব্যে কোনো শিক্ষা থাকবে না, নীতি না স্বপ্ন না—শুধু রস। যেন নীতিতে শিক্ষায় রস নেই। সব মনগড়া থিওরির ঐ গোড়ায় গলদ—সৃষ্টিলীলায় বৈচিত্র্যকে তারা নাকচ করতে চায় এক একটা একপেশো উপলব্ধিকে সম্পূর্ণতার সম্মান দিয়ে—হায় রে গোঁড়ামি!' আমি বললাম: 'কিন্তু গেটের ফাউষ্টে—' ও বলল: 'নীতি নেই? বাঃ। গোড়ায়ই কী বলছেন তিনি—কী চেয়েছেন ফোটাতে? বলেন নি কি তাঁর বিষ্কম্ভকে—

'শুভঙ্করী মতি যার— ধায় যদি সে আঁধার
আবেগ-দিশায়
হবে না সে পথহারা: চিত্তাকাশে ধ্রুবতারা
লভিবে নিশায়।'*

বলল: 'গেটের মনে এ ধরণের সব অনুভূতি ও চিন্তার খরদীপ্তি ঝিকমিকিয়ে ওঠত যেমন সমুদ্রে ঝিকমিকিয়ে ওঠে ফস্ফরেসেন্স—না গলয়

* Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange
Ist sich des rechten weges wohl bewuszt
—Prolog im Himmel, Faust

না আমি তোমায় বলছি যে স্পেংলার তাঁর Untergang des Abendlandes নামক দুঃখবাদের মহাভারতে গেটেকে অতি মানুষদের প্রতিনিধি হিসেবে ধ'রে একটুও বাড়াবাড়ি করেন নি—' আরো এম্নি ধারা কত কথা। কিন্তু কি জানি কেন—সেদিন সন্ধ্যায় ওর কণ্ঠে সে-সুরটা কিছুতেই উঠল না বেজে—ওর সেই আইরিশ উদ্দীপনার সুর যা আমাকে এত মুগ্ধ করত।"

—"কিম্বা হয়ত তোমারই মন ছিল বিরূপ ?"

—"তা বোধ হয় নয়," বলে মলয় চিন্তিত সুরে, "যদিও জোর ক'রে অস্বীকার করতে পারি না অবশ্য। তবে সে সময়ে ওর এধরণের সুরেলা কথাও যে আমার মনে বেসুরো বেজেছিল তার একটা কারণ হয়ত এই যে, সে সময়ে প্রায় দুসপ্তাহ ধ'রে ও এধরণের উচ্ছ্বাসী কথার ধার দিয়েও যায় নি।—যাবে কেমন ক'রেই বা ? তখন আমাকে ও অনেকটা এড়িয়ে চলত যে—"

—"কিন্তু এজন্যেও ওকে দোষ দাও কেন কারো মিয়ো ? ও কি আর বুঝত না যে, এসময়ে ও তোমাকে এড়িয়ে না চললে এড়িয়ে চলবে তুমিই ?"

—"তুমি য়ুমা সম্বন্ধে আমার কথা বিশ্বাস না করলে কিন্তু আমি মুখে দেব চাবি ব'লে রাখছি।"

—"ও মা গো! অবিশ্বাস করলাম আবার কখন ? তামাসা মানেও কি—"

—"তোমার এ তামাশা নয় হেলেনা, তুমি বেশ জানো। তুমি নানা ছলে চাইছ ঐ একই ইঙ্গিত করতে যে আমি যেন কাসানোভা, ম্যাকিয়া-ভেলিরই সগোত্র।"

হেলেনা দুঃখিত সুরে বলল : "এমন কথা তুমি বলতে পারলে মলয় ? তোমাকে আমি ঠাট্টা ক'রে, বা ঠেশ দিয়ে আত্মপ্রেমিক বলতে পারি, অতি বিজ্ঞ বলতে পারি—কিন্তু ছদ্মবেশী বা কুটিল যে কখনো মনে করি নি এ-ও কি বলতে হবে ?"

"শোনো মলয়," বলে ও গাঢ়স্বরে, "আমি জানি যে অনেক বিষয়ে তোমার আমার স্বভাবের অনৈক্য আছে—যেখানে মিল থাকলে আমি খুসি হতাম। এ-ও আমি স্বীকার করি যে নানা মেয়ের প্রতি তোমার টানের কথা শুনতে কোথায় আমাকে বাজে এখনো। কিন্তু তবু তোমাকে আপন মনে হয়েছে যে তোমার মনের আকাশের খোলা আলো পাওয়ারই জন্যে এও কি তুমি জানো না অন্তরে অন্তরে ?"

মলয় ওর একটা হাত নিজের দুহাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে : আমার উষ্মা মাফ কোরো হেলেনা, কিন্তু তোমার ভুল হ'য়েছে। আমার মনের আকাশে শুধু খোলা আলো হাওয়াই নেই—কালো মেঘের দলও সেখানে করে জটলা।"

—"কক্ষনো না—"

—"এ সত্যিই আমার বিনয়ের মিথ্যাচার নয়—একটু শুনলেই বুঝবে। বিশেষ ক'রে ম্যাক সম্বন্ধে কাজে না হোক মনে মনে অনেক অবিচারই করেছি আমি।"

—"সেটার কারণ বোঝা তো শক্ত নয় মলয় !"

—"মানি—কিন্তু তার উদ্দেশ্য যে মহৎ এটা বোঝাও সমান সহজ নয় কি ? আমি য়ুমার কাছে খোলাখুলি ম্যাকের নিন্দা না করলেও নানান ইঙ্গিতেই আমার আত্মাদর জানান দিয়ে যেত নিজেকে, চাইতাম নানা ইঙ্গিতে ম্যাকের চেয়ে নিজেকে বড় ব'লে প্রচার করতে। বিনা

কারণে না হোক্ বিনা প্রমাণে বন্ধুকে করতাম সন্দেহ মনে মনে—ভাবতাম নিজের ক্ষুদ্রতাকে প্রশ্রয় দিয়ে যে মুমার কাছে বুঝি ও আমাকে নিরন্তর ছোট করতে চাইছে—এমন কি অনেক দিন স্পাইগিরি করারও ঝোঁক জেগেছে প্রবল ভাবেই।”

হেলেনা ওর হাতের উপর গাঢ় স্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে বলল : “কিন্তু কাজে তাদেরকে প্রশ্রয় দাও নি তো। তবে? এসব কালো কালো ঝোঁকগুলো ভালো না হ'লেও তা'দের ওজন দরেই তো আর গোটা মানুষটার মূল্য হ'তে পারে না।”

—“তা না পারলেও ঝোঁকগুলো তো আমাদের প্রকৃতির একটা দিকের সাক্ষ্য।”

—“জানি মলয়—কিন্তু সব চেয়ে বড় দিকের নয় এটাও ভুলো না। কি জানো? ঝোঁক নানা রকমের হয় : কোনোটা আসে আকাশ থেকে, কোনোটা পাতাল থেকে। কিন্তু সব বলা শেষ হ'য়ে গেলেও বলতে পারা যায় যে মনের দিগন্তে এসব ঝোঁকের উড়ো মেঘগুলো আলোদের ম্লান ক'রে দিলেও আলোই নেই এ প্রতিপন্ন হয় না।”

—“জানি—কিন্তু উড়ো মেঘেরা তবু তো আকাশেরই পার্শ্বচর।”

—“না মলয়। আকাশের পার্শ্বচর উপরের তারা গ্রহ নীহারিকা। একথা সোয়েডেনবর্গ জানতেন—তোমাদের ঋষিরা জানতেন। এই বাস্তবিয়ানার যুগেই কেবল এ-বুলির আদর হয়েছে যে আকাশকে বিচার করতে হবে তার বাদল দিয়ে—মানুষকে তার অপল্কা ঝোঁক দিয়ে। কত ঝোঁক আসে যে কত অলক্ষ্য ঝড়ের ষড়যন্ত্রে কেউ কি জানে?—গেটের ফাউষ্টের ঐ কথাটাই স্মরণ করো না—যে সত্যিকারের মহৎ লোক সে কি এসব মেবলা ঝোঁকের ছায়াচক্রান্তে তার আকাশকে খোয়াতে পারে কখনো?”

—"এসব ইচ্ছার জন্যে ঝোঁকের জন্যে দায়ী সে নয় বলতে চাও ?"

হেলেনা চিন্তিত মুখে বলল : "একেবারেই দায়ী নয় এমন কথা জোর ক'রে বলা মুস্কিল। এসব ইচ্ছা ঝোঁকের মূলে আমাদের কিছু প্রশ্রয় হয় ত আছে। হয়ত আছে নতুন অভিজ্ঞতা চমক উত্তেজনার মোহও।—তবে এত শত জটিল প্রশ্নবাদ রেখে বোধ হয় বলা চলে যে, মানুষের প্রতি নীচতার, কুটিলতার, বিশেষ ক'রে উদ্দামতার জন্যে সব সময়ে সে-ই সব চেয়ে বেশি দায়ী নয় : দেখতে হবে এসব কালো নীচতার বিরুদ্ধে সে দাঁড়াল কতখানি আলোর বেদনা নিয়ে। ম্যাকের সম্বন্ধে তোমার যত কিছু অন্যায় সন্দেহ হ'ত তার জন্যে তোমাকে দায়ী করা চলত যদি তুমি শেষটায় ওর কোনো অনিষ্ট করতে।" ব'লে ও একটু হাসে ম্লান হাসি : "মলয়, বলবে আমাকে কার মনের মধ্যে লুকিয়ে নেই দৈত্যদানা—যারা হানা দেয় নানা ছলে। আধিপত্য না চায় কে ? ওরাও চায়। তাই তো তারা নিত্য আসে নতুন ছদ্মবেশে, চায় মন ভোলাতে। কিন্তু মানুষের প্রতি সুবিচার কি সত্যি হ'তে পারে এদের হাঁকডাককে দণ্ড দিয়ে ? এদের সঙ্গে সে কতখানি যুঝল ও এ-যুদ্ধে তাকে কতটা বাজল সেইখানেই না তার বেদনার, তার দুরাশার, তার মনুষ্যত্বের অগ্নিপরীক্ষা।—কিন্তু ঐ দেখ—তোমার ও তোমার উপদেষ্টা বন্ধুর ছোঁয়াচে এ-বান্ধবীও হ'য়ে উঠলেন বক্তা—মৃদুভাষিণীর রসনায়ও দর্শনের খই ফুটল !"

ওরা হেসে ওঠে ফের।

"সুরু করো ফের—বাগ মানাতে আরো চেষ্টা করব জিভকে।"

নিবিড়

উৎসর্গ

শ্রীমান্ কল্যাণ চৌধুরী !
শ্রীমতী প্রতিমা ভাদুড়ী !

বরণ-ব্রত শ্রদ্ধাম্বরে
জীবনে যারা মানে—
স্নেহের স্মৃতি আপন বলি'
তাদের জানে, জানে।

১৮.৭.১৯৩৮

৮

মলয় বলল : "কতদূর বলেছি যেন ?"

—"ও গেটের কথা ব'লে চলল হাইডেলবর্গের প্রাসাদে।"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ। চলল। আর বলেছি ওর ওজস্বিতার কথা—তোমার বাগ্ময়তাও হার মানবে তার পাশে।"

—"ফের ?"

—"সত্যি হেলেনা ঠাট্টা নয়। কথা সুরু করলেই ওর 'পরে যেন ভর করতেন স্বয়ং বাগ্বাদিনী। তবে সব সময়েই বীণাপাণি না—কখনো বা দুষ্ট সরস্বতীই দিতেন হানা : যেমন সেদিন। তাই সেদিন কিরকম যেন বেসুর উঠল বেজে। ও কী কথায় যেন শীলারের প্রসঙ্গে এসে হাজির। —আমি অন্যমনস্ক ভাবে হঠাৎ একটা হাই তুলে ফেললাম। ও মাঝপথে গেল থেমে। বলল : 'কী ?' আমি বললাম : 'কই ?' হঠাৎ সেই বেসুরো সুর বাজল ফের, ও বলল : 'বলছ না তুমি খুলে।' আমি ব'লে ফেললাম : 'তুমিই কি খোলাখুলি কথাবার্তা কও আজকাল ?'

"ওর মুখের চেহারা বদলে গেল। কিন্তু ও সাম্‌লে নিয়ে ধরল ঈষৎ ব্যঙ্গের সুর, বলল : 'ভাষ্যটা একটু বোধগম্য ভাষায় হ'লে ক্ষতি কি ?' আমি ওর চোখের দিকে চেয়ে সোজা বললাম : 'ভাষাটা খুবই সোজা। আমার মনে হ'ল যেন য়ুমা এসেছিল এখানে—হন্ হন্ ক'রে আমার পাশ কাটিয়ে চ'লে গেল।' ওর মুখে বোধ হয় এক সেকেণ্ডেরও ভগ্নাংশের জন্যে একটা ভাবান্তর এল—তার পরেই ওর অভ্যস্ত প্রশান্তি। সবিস্ময়ে বলল : 'য়ুমা !' আমি একটু প্যাঁচ খেললাম, বললাম : 'হ্যাঁ। তবে রহস্যময়ীর

মুখের ওপরে ঘোমটা ছিল তাই হয়ত আমার ভুল হ'য়েও থাকতে পারে।' ও যেন একটু নিশ্চিন্ত হ'ল, বলল : 'তা-ই হ'য়েছে, কেন না এ সময়ে য়ুগা তো বড় একলা আসে না এ-অঞ্চলে।' আমি টপ্ ক'রে বললাম : 'বড় আসে না মানে ?—কখনো কখনো আসে তাহ'লে ?' একথাটাকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে ও বলল : 'সে তো তোমারই বেশি জানবার কথা—আমি আজকাল কী রকম ব্যস্ত জানোই তো।'

"আমাদের মধ্যে আর বেশি কথা হয় নি। ওর মনেও বোধ হয় একটা সন্দেহের মেঘ এসেছিল ঘনিয়ে। আমি যে এসব বলছিলাম খানিকটা ওকে পরখ করতে—সম্ভবত এঁচে নিয়ে থাকবে। কিন্তু সে সময়ে একে আমারও মানসিক অবস্থা ছিল একটু ঘোরালো রকমের, তার উপর স্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসবার মতন ডেটারও অসদ্ভাব—কিন্তু একটা বড় মজার জিনিষ আমি লক্ষ্য করলাম সেদিন ম্যাকের কথা শুনতে শুনতে। দেখলাম আমাদের মন কত তীক্ষ্ণ হ'য়ে ওঠে এসব ভেবে। ওর সোজা কথাকেও শুনছিলাম উল্টো।"

—"উল্টো ?"

—"মানে বাঁকা ক'রে। এই ধরো না কেন, যখন ও গেটের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছিল আমার মনে হ'ল হঠাৎ ম্যাকবেথের 'the lady protests too much.' আর একবার মনে হ'ল ও কথা বলছে যেন নিজের আসল প্রবৃত্তি বা মনোভাবকে গোপন করতে। অম্‌নি মনে পড়ল ভল্‌টেয়ারের সেই কথা যে ভগবান্ আমাদের ভাষা দিয়েছেন শুধু নিজেদের মনোভাব ঢাকবার জন্যে। এম্‌নি ধারা রকমারি উল্টোপাল্টা বিজ্ঞতা—টীকানৈপুণ্য—মন্তব্যকলা—চুল-চেরা-বিচার—অথচ পরেই আবার অনুতাপ—বুঝি ওর প্রতি অবিচার হ'য়ে গেল বা।'"

—"এ আমার অজানা নেই মলয়," হেলেনা বলে মৃদু হেসে, "কারণ তোমার সম্বন্ধেই কাল এই রকম কত কী যে মনে হচ্ছিল—যখন তুমি য়ুমার সম্বন্ধে বলছিলে!"

বলতে বলতে ওর গালদুটি লাল হ'য়ে ওঠে, তবু সহজ কণ্ঠে বলতে চেষ্টা করে: "যখন আমরা অন্তরে কোনো নিভৃত প্রত্যাশা নিয়ে চলি তখন বাইরে কতরকম সংঘাতই যে বেজে ওঠে হাজারো তুচ্ছ কারণে!···অথচ···" ওর কণ্ঠে বেজে ওঠে একটা আবছা বিষাদের সুর···"অথচ·· কোথায় যে ওসব চক্রব্যূহের কেন্দ্র সেটা টের না-পাওয়া অবধি আমরা আমাদের মন-প্রাণের হাতে খেলার পুতুল হ'য়ে থাকা ছাড়া কী আর করতে পারি বলো?"

মলয় মৃদু সুরে বলল: "সত্যি। আর, প্রসঙ্গত ব'লে রাখি—আমরা যে ওদের হাতে কি রকম খেলার পুতুল সেটা এ-সূত্রে যেমন ক'রে উপলব্ধি করেছিলাম বোধ হয় আর কখনো তেমন ক'রে করি নি। দিনের পর দিন যায় ম্যাক ও আমার মধ্যে বাড়তে থাকে একটা অস্বস্তিকর ব্যবধান—দুজনেই বুঝি—দুজনেই চেষ্টা করি—ধরা-ছোঁওয়া যায় এমন কোনো কারণই পাই না খুঁজে—তবু মনের মধ্যে কী যে এক বিমুখতা কুণ্ডলী পাকায়, গুম্‌রে গুম্‌রে ওঠে··

"আরও মুস্কিল এই যে, মনটার অনুভববোধ সূক্ষ্ম বোধ যতই বেশি সজাগ হ'য়ে ওঠে ততই অশান্তিও হ'য়ে ওঠে যেমন জমাট তেম্‌নি ধারালো। উপায় নেই ছাড়া পাবার—কাজেই ঘটে নাটুকে সব কাণ্ডকারখানা: এসবের ফলে যাহোক্ তবু তো একটা তোলপাড় ঘটে, একঘেয়ে নীরসতার হাত থেকে তো অন্ততঃ মেলে নিষ্কৃতি।--কিন্তু না, এসবকে এত বড় ক'রে দেখাটাও হয়ত ভুল, য়ুমার কাহিনীতেই আসি ফিরে—" হেলেনার মুখের

পানে চেয়ে বলল : "কিন্তু দেখছ কি কত অন্তরায় য়ুমার কাহিনী তোমার কাছে খুলে বলার পথে ? যতবার সুরু করি রাজ্যের প্রসঙ্গ অবান্তর কৌতূহলের ঢেউ তুলে গল্পতরীকে নিয়ে যায় ভাসিয়ে।"

—"নোঙর কেটে অকূলে উধাও হওয়ার নামই তো বিলাস বন্ধু," বলে হেলেনা হেসে, "তাছাড়া হাবুডুবু ঠোকাঠুকি এসবও তো নিছক মন্দ জিনিষ নয়—এদের কৃপায় ক্রমে পরস্পরের কাছেও তো আসছি খতিয়ে।"

—"তুমি যে সান্ত্বনাময়ী একথা সকৃতজ্ঞেই স্বীকার করছি হেলেনা," বলে মলয় প্রীতকণ্ঠে, "যদিও শুধুই সান্ত্বনা নয় অবশ্য—এর মধ্যেকার রসটাও তো কম বিচিত্র নয়, কি বলো ? এ যেন—কি বলব ?—এ যেন হেলেনার মনের আলো মলয়ের মনের আয়নায় প'ড়ে তার মনকেও দীপ্ত ক'রে প্রকাশ করল হেলেনার মনের আয়নায় ফিরিয়ে দিয়ে। অথচ বেহিসেবি মলয় বলতে চায় যে এ-দীপ্তি একা তারই। এ কেমন ? না, মণির উপর সূর্যকিরণ প'ড়ে উঠল মণি ঝিকমিকিয়ে অথচ মণি ভাবছে এ-ঝিকিমিকি তার ঘরোয়া সম্পদ।"

—"তোমার কথাই কিন্তু মণিমালা মলয়," বলে হেলেনা হেসে, "সম্পত্তি-গৌরব জাগে সত্যিই। কেবল একটা কথা বলব এখানে ?—যদি অভয় দাও অবিশ্যি।"

—"কী ?"

—"নিজেকে এতক্ষণ পরিবেষণ করেছ চমৎকার—এবার না হয় য়ুমাকেই একটু দিলে প্রাণ ধ'রে।"

মলয় চম্‌কে ওঠে···কেন যে নিজেই ঠাহর পায় না। ছোট্ট যে কত বড়—! একটা ঝরাপাতার শব্দে যেমন জেগে ওঠে বহুদিনের ঘুমন্ত ব্যথা···

য়ুমাকে ও কি দিতে পারত কাউকে,—প্রাণ ধ'রে?—যদি সে থাকত আজ কাছে? যদি সে ডাক দিত? কী হ'ত? ও কি টের পেয়েছে পূরোপূরি য়ুমা ওর মনের কতখানি জায়গা জুড়ে ব'সে আছে?

হেলেনা চুপ ক'রে চেয়ে থাকে ওর পানে সপ্রশ্ন প্রত্যাশায়। কিন্তু ওর খেয়ালই নেই। মন ওর উধাও কোন্ সুদূর স্মৃতির আকাশে?…এক একটা কথা যেন এক একটা উল্কা হাওয়ায় কক্ষচ্যুত করে চেতনাকে—ছাই ওঠে জ্ব'লে।

মনে পড়ে কাল রাতের কথা। এই তো মাত্র কয়েক প্রহর আগে—যখন বাইরে থেকে থেকে বৃষ্টির রিমঝিম উঠছিল বেজে, মেঘের নূপুর তাল দিচ্ছিল জলের কল্লোলে। হেলেনা ছিল ওর বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে।… তখন মনে হয় নি—কিন্তু আজ মনে হয় আর একটা দিনের কথা। সেদিনও এম্‌নিই উদাসী তাল বেজে উঠেছিল জলে স্থলে ঝোড়ো হাওয়ার আবহে…কেবল সঙ্গিনী ছিল আর একজন—অম্‌নি ক'রে ওর বুকে মুখ ডুবিয়ে…য়ুমা!

চম্‌কে ওঠে ও: "কী এত ভাবছ মলয়?"

মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়: "তোমার কথা বৈ ভাবব আর কার কথা? রক্ষে আছে ভাবলে?"

হেলেনার মুখ অন্ধকার হ'য়ে আসে: "মলয়—!"

—"ঠাট্টাও বোঝে না—" বলে, ত্রস্ত সুরে।

—"না মলয়। এ নিছক ঠাট্টা নয়। কিন্তু—" হঠাৎ ওর ঠোঁট দুখানি কেঁপে ওঠে থরথর ক'রে—"যদি তোমার সত্যিই মনে হয় যে আমি এমন সর্বগ্রাসী—"

মলয় ওর মুখ চেপে ধরে, "কী যে বলো—"

হেলেনার মুখের আলো নিভে গেছে একেবারে।

—"হ'ল কী—বলো তো ?"

—"কী আবার হবে ?" হেলেনা বাইরের দিকে তাকায়। মলয় ওর হাত ধরে ফের। ও ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মুখ একটু আড় ক'রে বসে বাইরের আলো থেকে।

—"কী হ'ল বলবে না ?" মলয় বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে।

হেলেনা মুখ তেম্‌নি ফিরিয়ে রেখেই বলে : "না মলয়, তবে—"

—"কী ?"

—"একটা প্রশ্নের সোজা উত্তর দেবে ?"

মলয় নিজের বক্ষস্পন্দন শুনতে পায় : "বলো।"

—"য়ুমা তোমাকে এখনো ভালোবাসে ?"

—"এ বাঁকা প্রশ্নের সোজা উত্তর দিতে পারেন এক অন্তর্যামী।"

—"আচ্ছা, আর একটার ?"

—"বলো।"

—"তুমি য়ুমাকে ভালোবাসো—এখনো ? না, এ-ও বাঁকা প্রশ্ন—তোমার মতে ?" হেলেনার মুখ এত পাণ্ডুর দেখায়···

—"না।" বলে মলয় একটু ইতস্তত ক'রে।

হেলেনা দুহাতে মুখ ঢাকল।

মলয় ওর চিবুক ধ'রে মুখ তুলবার চেষ্টা করতেই হেলেনা বলল : "থাক্ মলয়।"

—"কী থাকবে ?"

—"য়ুমার কাহিনী।"

—"কেন হেলেনা ?"

হঠাৎ ও মুখ তুলল, সোজা মলয়ের চোখের পানে তাকায় : "আচ্ছা মলয়, তোমাকে যদি সে তার করে এ-জাহাজে? যদি ডাকে?"

—"কী যে সব উদ্ভট প্রশ্ন তোমার মাথায় গজায় হেলেনা!"

—"উদ্ভট? মলয়!"

—"কী?"

—"চাও তো আমার চোখের পানে।"

মলয় তাকায়।

—"এইবার বলোতো।"

—"জবাবদিহি?"

হেলেনা দীর্ঘশ্বাস ফেলল : "জবাবদিহি? ছি মলয়!"

ওর চোখ ছলছল ক'রে ওঠে।

মলয় ওকে কাছে টেনে নেয় : "কী পাগলামি করছ বলো তো হেলেনা! বলিনি যুমা কারুর ঘরণী হবার ধাতু দিয়ে গড়া নয়?"

হেলেনার মুখের ম্লানিমা কাটে—ঈষৎ : "নয়?"

—"শেষ অবধি না শুনলে—"

—"আচ্ছা বলো।"

মলয় হঠাৎ বলল : "না থাক্ হেলেনা। এসব বলতে গেলে হয়ত ফের ভুল বুঝবে।"

—"না মলয়, বুঝব না।"

—"না। অন্তত আজ থাকুক।"

হেলেনা অধীর সুরে বলল : "না, বলো মলয়, লক্ষ্মীটি!"

মলয় চুপ ক'রে ভাবে···

হেলেনা সানুনয়ে বলে : "কথা দিচ্ছি মলয় আর জেরা করব না।

সত্যি আমারই অন্যায়—আমি বার বার—জবাবদিহি—" চোখে ওর জল ভ'রে আসে ফের—"আঃ, কী হয়েছে যে আজকাল এই পোড়া চোখে" ব'লেই ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলে।

মলয় টেনে নেয় ওকে বাহুবন্ধনে: "ছি হেলেনা, মিথ্যে কল্পনাকে ভয়ের মন্দিরে সাজিয়ে এ পূজোর মানে কি বলো তো ?"

মলয়ের বুকে ও মুখ ডুবিয়ে থাকে যে কতক্ষণ !···

তাকায় মুখ তুলে।

ঠোঁটে হাসির রেখা, গালদুটিতে লাজুক গোলাপী আভা।

আঁধারও কাটে—আলোর লগ্ন এলে।

উষার অরুণ রঙিয়ে ওঠে ওর চোখের শিশিরে···ধীরে ধীরে।

২

—"কী ভাবছ ?"

—"একটা ছোট ঢেউয়ে কত বড় কল্লোল আসে।"

—"মিথ্যে বলো নি," হেলেনা হাসে, "কুক্ষণে বলেছিলাম—ষ্ণানাকে পরিবেষণ করো প্রাণ ধ'রে।"

—"না—ব'লে ভালোই করেছিলে। আমি সত্যিই বড় বেশি ভালোবাসি নিজের কথা বলতে অন্যকে দেবার ছলে চাই কেবলই নিজেকে দিতে।"

—"এ যে তোমার স্বধর্ম মলয়।"

—"কিন্তু এ কি ভালো ?"

—"ভালো-মন্দ-বিচারের ভার আমার নয়। আমি তোমাকে ভালোবাসি তাই জানি যে তোমাকে পেতে হ'লে তোমার মধ্যেকার এই আত্মপ্রকাশের তৃষ্ণাকে মেনে নিতেই হবে।—ভুল বুঝো না আমাকে। আমি বলছি না এ-মেনে-নেওয়ায় আনন্দ নেই। আমি বলতে চেয়েছি যে ভালোবাসে যে—সে এটা মেনে নেয় এতে আনন্দ আছে ব'লে নয়।"

—"দুঃখ থাকলেও মেনে নিতে বলতে চাও ?"

—"নিশ্চয়। কারণ সত্যি যে ভালোবাসে সে প্রথমে দিতেই চায় বটে—কিন্তু দেওয়ার উল্টো পিঠেই থাকে পাওয়া—তাই পায়ও সে যথেষ্ট। এ পাওয়ার সার্থকতার কাছে দুঃখের অকৃতার্থতা কি তুচ্ছ নয় ?

এ না হ'লে ভালোবাসা হ'ত মিথ্যে।—তাই বলো তুমি যা বলতে চাও। আমি সবটাই নেব।"

—"না হেলেনা," বলে মলয় স্নিগ্ধ কণ্ঠে, "আমি বলব এবার নিবিড় ক'রে যুমারই কথা নিজেকে যথাসম্ভব আড়ালে রেখে।"

মলয় বলতে লাগল :

"যুমা বলল : 'আমি কনান ডয়েলের একটা গল্পে প'ড়েছিলাম যে একজন নিগ্রো ছিল সে শ্বেতজাতির হাতে নিগ্রোদের নিগ্রহে ক্ষিপ্ত হ'য়ে সমগ্র শ্বেতজাতির বিরুদ্ধে ক'রেছিল গুপ্তহত্যার অঙ্গীকার। আমার শামুরাই রক্তে এ গল্পটি যেন আগুন ধরিয়ে দিল আরও। সে-লোকটি নানা ছলে নানা য়ুরোপীয়কে এমন ভাবে হত্যা ক'রে আসত যে কেউ সন্দেহও করত না যেহেতু এ সব হত্যার কোনো উদ্দেশ্যই পুলিশে খুঁজে পেত না। আমিও ঝোঁকের মাথায় পণ নিলাম—ঐভাবেই নানা পুরুষকে দেব দুঃখ। জগৎজোড়া নিগৃহীত নারী জাতির প্রতিনিধি হিসেবে আমি নিজেকে করলাম কল্পনা। ঠিক করলাম আমার জীবনের ভূমিকা হবে সাইরেণের—মোহিনীর। তাই তো মার মৃত্যুর পরে হাতে অগাধ টাকা সত্ত্বেও গাইশা জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে আরও ডুবলাম বেশি ক'রে। প্রথমে দু'জন যুবক আমার নৃত্যে মুগ্ধ হ'য়ে হাত পাতে আমার যৌবনের কাছে। তাদের দুজনেই অশেষ দুঃখ পেয়ে হয় দেশত্যাগী তৃতীয় যুবকটি করে আত্মহত্যা। চতুর্থটি হ'য়ে যায় পাগল।'"

—"মাগো!"

—"আমারও বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠেছিল একথা শুনে। ওর

মুখের বিষণ্ণ নৈরাশ্যে দুঃখও পেয়েছিলাম বটে—কিন্তু সে নিবিড় সমবেদনা সত্ত্বেও মনে আছে আমি প্রথমে বেশ একটু ভয়ই পেয়েছিলাম। ও বুঝল, বলল : 'ভয় পেয়ো না মলয়। ভগবান্ আছেন কি না জানি না—তবে এ-পাপের শাস্তি আমি পেয়েছি—তাঁর বিধানেই হোক্ বা অন্য কোনো শোধবোধের অলক্ষ্য বিধানেই হোক্। এর পরের ঘটনাটা শুনলেই বুঝতে পারবে সেকথা।'

"ব'লে মুখ নিচু ক'রে বলতে লাগল : 'আমার বয়স তখন একুশ। হাতে টাকার অভাব নেই—বলেছি। তার ওপর জাপানে আমার নৃত্যের খ্যাতিও হয়েছিল। কাজেই নেচে উপার্জনও মন্দ করতাম না। তাছাড়া সাধারণ গাইশা তো আমি ছিলাম না। সবাই জানত আমি হ'লাম সৌখিন গাইশা—হেন শিউগোসিনের নাৎনি, তেন দেশভক্ত সেনানীর মেয়ে। আমার আর যারই অভাব থাকুক না কেন খাতিরের অভাব ছিল না।

"'এই সময়ে টোকিয়োতে একটি পার্টিতে আমার দেখা হয় তার সঙ্গে। তার নাম বলব না। ধরো জন।'

"আমি বললাম : 'কী জাত ?'

"ও বলল : 'তা-ও নাই বা বললাম। ধরো অস্‌ট্রেলিয়ান।' একটু ক্ষুণ্ণ হলাম। ও বলল : 'রাগ কোরো না মলয়—আমি তার কাছে শপথ করেছি—যে কাউকে বলব না তার নাম। আমি অকারণ সে-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করব তুমি নিশ্চয়ই চাও না ?' আমি ক্ষোভ গোপন করে সহজস্বরে বললাম : 'বাঃ, আমার অধিকার ?' ও বলল : 'অধিকার আছে, মলয়। জাপানিদের দেশভক্তির একটা বড় দিকও আছে জেনো : কৃতজ্ঞতা। তারা স্বভাবতঃই কৃতজ্ঞ ও সংযমী। আমি সংযমী নই কিন্তু

যে আমাকে বাঁচালো—' আমি বাধা দিয়ে বললাম : 'আঃ, কী যে বলো য়ুমা ! তোমাকে আমি না বাঁচালেও ওরা তো বাঁচাতই।' ও হেসে আমার হাত দুটি চুম্বন ক'রে বলল : 'হয়ত। কিন্তু সে কি এ য়ুমাকে ?' আমি বললাম : 'মানে ?' ও বলল : 'এ য়ুমার নবজন্ম হ'য়েছে সেদিন। সে অনুতাপ কাকে বলে জেনেছে।' বললাম : 'হেঁয়ালি ?' ও বলল : 'না, সবই বলব আজ—কিন্তু যথাস্থানে, শুনে যাও। কেবল কথা দাও ওভাবে তুমি আমার সঙ্গে আর কথা কইবে না।' বললাম : 'কী ভাবে ?' 'অধিকারের এলাকা মেনে।' একটু থেমে যেন কুণ্ঠিত স্বরে বলল : 'জেনো যে, তুমি না মানলেও য়ুমা জানে যে তার প্রাণদাতার অধিকার আছেই তাকে—অর্থাৎ পর-না-ভাববার।'

"মনটার মধ্যে কি যে এক আবেশ ছেয়ে এল হেলেনা ! এধরণের কথা ওর কাছে শুনব কখনো তো আশা করি নি।"

—"তার পর ?"

—"ও বলল : 'জন ছিল কবি ও উচ্ছ্বাসী। বাপ-মার এক ছেলে। অবস্থা স্বচ্ছল। দেখতে সুশ্রী। গুণও বহু—কিন্তু সবচেয়ে বড় গুণ ছিল —অপরিচিতকে আপন ক'রে নেওয়ার ক্ষমতা। যদি আধঘণ্টাও সে তোমার সঙ্গে কথা কয় তোমার মনে হবে সে তোমার জীবনের গতিস্রোতকে দেখতে পায়, লক্ষ্য করে—প্রত্যক্ষ : শুধু তাই নয়— তোমাকে সে পরদেশী মনেই করে না—তোমার সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন নয়।'

হঠাৎ দোরটা খুলে গেল, ঢুকল ম্যাক্। তার মুখ চোখে কে যেন সিঁদুর লেপে দিয়েছে। আমরা চম্‌কে উঠলাম।

৩

মলয় বলল : "ম্যাকের অমনধারা মুখচোখ কখনো দেখিনি। রাগ, অনুরাগ, বিতৃষ্ণা, আসক্তি, ঈর্ষা প্রতিহিংসার আরো কতরকম অনুভাব যে ওর মুখের নাটমঞ্চে অভিনেতার মতন শরীরী হ'য়ে প্রতীক হ'য়ে নিজেদেরকে জানান দিয়ে যাচ্ছে একের পর আর।...বলল : 'আর কেন য়ুমা? যে-বল্লভের সঙ্গে এতই মিতালি তাকে এ-দুর্ভাগার শুধু নামটা ব'লে দিতেই বা বাধে কেন?' আমার দিকে ফিরে তীব্রকণ্ঠে বলল : 'আমি কী-হোল্ দিয়ে তোমাদের আদর অভিমান উচ্ছ্বাস ফিলসফির পালাগান খুবই উপভোগ করেছি মলয়! তাই তোমাকে সাবধান ক'রে দেওয়াও বৃথা যে ওর ফাঁদে পা দিলে তোমার ঐ জন্-এর মতনই দশা হবে।' আমি বিহ্বলভাবে বললাম : 'জ—ন্?' ও বলল ব্যঙ্গভরে : 'জন্ যে কে তা-ও কি তোমাকে ব'লে দিতে হবে?'"

—"তার পর?" বলে হেলেনা রুদ্ধনিশ্বাসে।

"ম্যাক বলল : 'শোনো মলয়। ঐ নাগিনীকে আমি বিয়ে ক'রে-ছিলাম চার বৎসর আগে। বোধ করি বিষের ফণাও ডাকে ব'লে।'

"য়ুমার চোখ দুটো উঠল জ্ব'লে, দাঁতে ঠোঁট চেপে ধ'রে একবার কেঁপে উঠল, পরে শুধু চাপা স্বরে বলল : 'ম্যাক!'

"ম্যাক বলল : 'নাগিনীকেও কি জাপানি কবিত্ব ক'রে দিতে হবে পাপিয়ার পদবি?'

"য়ুমার সেই সময়ে দেখলাম সংযম : ওদের খাস জাপানি সংযম। ওর চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে কিন্তু একটি কথাও বললনা, শান্ত

চরণে ঘরের ওপ্রান্তে গিয়ে টিপল ঘণ্টা। ম্যাক পরুষকণ্ঠে বলল : ‘ভেবেছ আমাকে গলাধাক্কা দিয়ে বের ক’রে দিয়ে নিরালায় ব’সে প্রেম করবে ওর সঙ্গে ? তা হ’তে দেবনা জেনো।’

“য়ুমা অত্যন্ত প্রশান্ত কণ্ঠে বলল : ‘এ তোমাদের অরাজক আয়ার্লণ্ড নয় ম্যাক যেখানে মেয়েদের উপর গুণ্ডামির প্রতিকার অসম্ভব। এটা সভ্য দেশ’—ব’লে থেমে বাঁকা হেসে ধারালো সুরে বলল : ‘আর এখানে এমন মানুষও আছে যারা মনে করে না যে গির্জায় গিয়ে দুটো মন্ত্র পড়লেই কোনো মেয়েকে আ লা ক্যাথলিক ঘরের তৈজস হিসেবে ব্যবহার করা যায়।’ ম্যাক বরাবরই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত ওদের দেশের নিন্দায়, বলল : ‘আর এখানে এমন মানুষও আছে যারা গণিকাকে গণিকা বলার শক্তি—’ আমি উঠে গিয়ে ম্যাকের দুই কাঁধে হাত দিয়ে বললাম : ‘ম্যাক্, কী বলছ সব তুমি ?’ ও বলল : “কোদালকে কোদাল।’ য়ুমা শ্লেষের সুরে বলল : ‘সাবাশ হিরোসের আইরিশ সংস্করণ ? কেবল, তুমি দেশের জন্যে তার মতন দেহত্যাগ কোরো, বুঝলে ? তাহ’লে আইরিশরা নিশ্চয়ই তাদের ঐ দুর্ধর্ষ ভাষায় তোমার নামের নিচে লিখে দেবে শিকি-শো-হককু।”

—“হিরোসের নাম শুনেছি বাবার কাছে,” বলে হেলেনা, “পোর্ট আর্থার দখল করতে যাবার সময় একটি সঙ্গীকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি প্রাণ দেন, না ?”

—“হ্যাঁ, আর সেই থেকে তাঁর নাম জাপানে মহাত্মার সম্মান পায়। য়ুমা ব’লেছিল রুষ-জাপান যুদ্ধের সময় ঘরে ঘরে তাঁর ছবি ওরা টাঙিয়ে রাখত যেমন আমরা রাখি দেবতার বা অবতারের। আর সে ছবির নিচে লেখা ঐ কথা কয়টি মন্ত্রের মতন—শিকি-শো-হককু।”

—“কথাটার মানে কী ?”

—"'সাত সাতটা জন্ম আমরা প্রত্যেকে এম্‌নিই জীবন উৎসর্গ করব দেশভক্তির বেদিকায়।' স্কুলের ছেলেরা মন্ত্রের মতন আওড়ায় শিকি-শো-হককু। তাঁর উপাধি ওরা দিয়েছিল গুন্‌শিন—মানে রণবীর।"

—"তারপর? থেমোনা লক্ষীটি?"

—"ম্যাক্ উন্মাদের মতন ছোটে আর কি ওর দিকে। ওকে চেপে ধরলাম: 'করো কী ম্যাক্—দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে বসলে?' একথায় ওর সম্বিৎ একটু ফিরে এল, য়ুমার দিকে চেয়ে কর্কশ কণ্ঠে বলল: 'আর তোমার নামের নিচে লিখে রাখবে 'ফুরু-ত্‌সুবাকি'।"

—"মানে?"

—"জাপানি কামেলিয়ার নাম নাকি ত্‌সুবাকি। ফুরু মানে প্রাচীন। ফুরু ত্‌সুবাকি হ'ল বুড়ি কামেলিয়া। জাপানিদের মধ্যে একটা কুসংস্কার আছে: এ গাছটা নাকি ভারি অলক্ষুণে। কিন্তু ঐ কামেলিয়া গাছ বুড়ো না হ'লে রাক্ষুসি হয় না।"

—"শুনেছিলাম বটে বাবার কাছেও যে ওদের মধ্যে এ-ধরণের নানারকম কুসংস্কার আছে। একবার যেন বলেছিলেন মনে পড়ছে বিড়াল সম্বন্ধে জাপানিদের কি একটা অদ্ভুত ধারণা আছে যে বাচ্চা অবস্থায় সে নির্দোষ থাকলেও বুড়ো হ'লেই হয়—শয়তান, না কি?"

—"শয়তান নয় ঠিক—পিশাচ।"

—"আমাদের কাছে ও দুই-ই সমান," হেলেনা হাসে একটু, "যেহেতু আমরা না দেখেছি খাঁটি পিশাচ না খাঁটি দেবতা। তাই শুনি ম্যাকের অসংযমের কী উত্তর য়ুমা দিল।"

—"খানিকক্ষণ কোনো কথাই বলল না—সংযমের বাঁধে রাখল যেন নিজেকে বেঁধে, শুধু ওর চোখদুটি জ্বলছিল যক্ষ্মারুগীর মতন। চোখের

মধ্যে অত রকমের চকিত আলো আমি কখনো দেখিনি হেলেনা। হঠাৎ কি মনে ক'রে হেসে উঠল একটু, কিন্তু তার পরেই মৃদু চাপা গলায় বলল : 'তোমার মতন নবীন ধর্মধ্বজ হওয়ার চেয়ে জরাজীর্ণ ফুরুত্সুবাকি হওয়াও ভালো যে ম্যাক—ভুলছ কেন ?' ম্যাকের জ্ঞান গেল লুপ্ত হ'য়ে সে মাটির থেকে একটা কাচের জাপানি ফুলদানি চক্ষের নিমেষে তুলে নিয়ে ছুড়ল ওর মাথা টিপ ক'রে—আমি বাধা দেবার আগেই।"

—"মাগো!" চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে হেলেনা মাথা নিচু করে।

—"ঠিক্ অম্‌নি ভাবেই য়ুমা তারও মাথাটা সরিয়ে নিয়েছিল হেলেনা।" মলয় হাসে একটু।

হেলেনা হাসল না বলল : "লাগল খুব ?"

—"যতটা লাগতে পারত ততটা লাগেনি য়ুমা মাথাটা সরিয়ে নেওয়ার দরুণ। তবে সে যে কী এক কাণ্ড হ'ল। ফুলদানিটা ওর রগ ঘেঁষে দেয়ালে লেগে ঝন্‌ঝন্ ক'রে মাটিতে প'ড়ে ছত্রকার হ'য়ে ভেঙে গেল।"

—"তার পর ?"

—"ডান ভুরুর কিনারা থেকে ঠিক যেন পিচকারির মতন ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল—তোড়ে।"

—"উঃ—পুরুষ কী দানবই হতে পারে ঈর্ষায় !"

—"যেন মেয়েরাই পারে না!" মলয়ের মুখে ম্লান হাসির পরিহাস, "য়ুমার কাছেই শুনেছিলাম একটি জাপানি উপকথা মেয়েদের ঈর্ষা সম্বন্ধে।"

—"সে এখন যাক্, বলো কী হ'ল তারপর ?"

—"উঃ, ভুলতে পারব না সে রক্তগঙ্গা। বিশ্বাস করবে না হেলেনা, দেখতে দেখতে মাটির সাদা পার্শি কার্পেটটা লালে লাল হ'য়ে গেল।"

—"মূর্ছা গেল না?"

—"না। মাথা ওদের কী আশ্চর্য ঠাণ্ডা দেখলাম বটে সেদিন। রগ টিপে ধ'রে নিরুত্তাপ সুরেই আমাকে বলল: 'মলয়, একটা রুমাল আছে?'"

—"আর ম্যাক্?"

—"রক্ত দেখেই ওর চৈতন্য হ'ল। যেমন কোনো আকস্মিক আঘাতে নেশা ছুটে যায় না?—তেম্‌নি। ও নিজের রুমাল নিয়ে ছুটে ওর কাছে যায় আর কি। কিন্তু য়ুমা ওকে পাশ কাটিয়ে আমার কাছে স'রে এসে বলল: 'মলয়, রুমালটা?' দিলাম—বাঘুড়ের মতন। কেমন যেন বিহ্বল লাগে। ও রুমাল দিয়ে নিজের রগটা চেপে ধ'রে বলল: দরোয়ান এত দেরি করছে কেন? তুমি আর একবার ঘণ্টাটা বাজাবে?'

"বলতেই ম্যাকের চোখে জল পড়ল উপছে। বলল: 'য়ুমা—আমাকে কি—' ঠিক্ এই সময়ে দোর খুলল ছফুট লম্বা দরোয়ান, ঢুকেই দাঁড়াল থম্‌কে। য়ুমা ম্যাকের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল: 'এই লোকটাকে বের ক'রে দাও—আর কখনো যেন আমার ফ্ল্যাটের ছায়াও না মাড়াতে পারে। তোমার ভাইকেও আমি আমার ফ্ল্যাটের দ্বারী বাহাল করলাম—সর্বদা পাহারা থেকো।'

"অপমানে রাগে লজ্জায় ম্যাকের মুখ টক্‌টকে লাল হয়ে উঠল। আর একটিও কথা না ব'লে মাথা নিচু ক'রে বেরিয়ে গেল।"

—"তারপর? এখান থামতে আছে?"

—"বলা একটু কঠিন তাই থামতে হ'ল হেলেনা। মনের মধ্যে এতরকম তোলপাড় হচ্ছিল—এসব সময়ে নভেলি মনের যেরকম ভাবা দস্তুর সেরকম ভাবনা তো আসে নি।"

—"অর্থাৎ ?"

—"কী ক'রে বলি বলো।—ধরো, কেন জানি না, সে সময়ে য়ুমার জন্যে কষ্ট না হ'য়ে—আশ্চর্য নয় কি—আমার সমস্ত সমবেদনাটা পড়ল অপমানিত ম্যাকেরই উপর ?"

হেলেনা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল: "আমাদের হ'লে পড়ত না। তবে পুরুষদের ঔদার্য বোঝা ভার—মানি।"

—"এ ঔদার্যের অভিমান নয় হেলেনা, বিশ্বাস কোরো। তবে কি জানো ? যাকে ভালোবেসেছ তার অপরাধকে দেখার ছন্দ এক, আর স্নেহহীন সুবিচারের ছন্দ আর।"

—"রাখো রাখো। আর যারই ব্যাখ্যা থাকুক না কেন মেয়েদের গায়ে হাত তোলার ওকালতি হয় না।"

—'আহা, তখন কি আর ও মানুষ ছিল হেলেনা ? ওর সে-চেহারা তো দেখনি তাই বলছ। দেখলে তোমার দয়া হ'ত। চুল উস্কোখুস্কো, চোখের দৃষ্টিতে জ্বালা, গলার পেশী ফুলে ফুলে উঠছে—ক্রোধের কবলে যে মানুষ কী অমানুষ হ'য়ে পড়ে—"

—"আমার ভালো লাগে না মলয় এধরণের করুণা-গদ্‌গদ ফিলসফি ক্ষমা করো। বলো য়ুমারই কথা। অথচ ম্যাকের সম্বন্ধে দয়া ক'রে আমাকে আর দরদী কথা না বললেই জানব মেয়েদের তুমি শ্রদ্ধা করো।"

মলয় ঈষৎ আহত স্বরে বলল: "এ দাবি কি তোমার সঙ্গত হেলেনা ? আমার দরদকেও চলতে হবে নাকি তোমার রুচি ও ফর্মাস অনুসারে ?"

হেলেনা আহত কণ্ঠে বলল: "ফিরিয়ে নিচ্ছি কথাটা। কিন্তু য়ুমার কথাই আমি শুনতে চাই—এ-অনুরোধকেও আশা করি ফর্মাস ভাববে না ?"

মলয় উত্তর দিতে গিয়েই থেমে গেল। ধরতে গেলে সত্যিকারের উষ্মা ওদের মধ্যে এই প্রথম।

ঘরের মধ্যে নৈঃশব্দ্য আসে নেমে। বাইরের আকাশে গুমট ক'রে এসেছে। দিগন্তের কাছে এক ঝাঁক বক উড়ছে। ডাঙা দূরে নয় তাহ'লে। সমুদ্রের জল বিমনা। মেঘলা আলোয়ই হয়ত। কাছ দিয়ে একটা ষ্টীমার যায়—তার বাঁশি বেজে ওঠে—হঠাৎ। কী করুণ বাঁশি!…ষ্টীমারের বাঁশি শুনলে কেন নিজেকে এত একলা লাগে!…

—"ও কি মলয়!"

—"কই?"

"—মুখ ফেরাও তো।" হেলেনা ওর চিবুকে হাত দিয়ে টানে।

—"থাক্ এখন"—মলয় হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। হেলেনা দুহাতে মুখ ঢাকে।

মলয় দোমনা হয়ে ভাবে। একবার তাকায় বাইরের পানে একবার হেলেনার পানে। সত্যিই তো এযাত্রা মলয় কোনো অন্যায়ই করেনি। তবে হেলেনা কেন এ টোনে কথা বলল। ও যে রূঢ় টোন সইতে পারে না হেলেনার চেয়ে বেশি জানে কে?

মলয় ভাবে। গার্হস্থ জীবনে দাম্পত্য কলহ সে দেখেছে কত আত্মীয় বন্ধুরই তো। কটুকাটব্যের তুবড়ি বাজি! কখনো দুঃখ পেয়েছে, কখনো আমোদ। কিন্তু এ শ্রেণীর ভাষা যে ওর বিরুদ্ধেও কোনো মেয়ে প্রয়োগ করতে পারে ভাবতে বাজত। কেন বাজত? কটু কথা কার ভালো লাগে? বিশেষত প্রেমাস্পদের রূঢ়তা। কিন্তু সব দেওয়া-নেওয়ার মধ্যেই ঠোকাঠুকির একটা সঙ্গত স্থান নেই কি? আমাদের মনগড়া অভিমানের কত যে মিথ্যা মর্যাদাজ্ঞান আছে তাদের 'পরে আঘাত

পড়া ভালো নয় কি ? তবে কেন ও সইতে পারে না এসব আঘাত ! কেন মেনে নিতে চায় না এসব ? শত্রুর বাণ সয় কিন্তু বন্ধুর পরুষভাষ বান্ধবীর রূঢ়তা এত দুঃসহ মনে হয় কেন ? মনে হয় কেন এ সওয়ার চেয়ে একলা থাকাও ভালো ? সত্যিই কি ভালো হ'তে পারে এই ধরণের স্পর্শালুতা ? যে সবল সে কি বাইরের আঘাতকে এমন সযত্নে লালন করে ? বাইরের জিনিষকে সে অন্তরে আশ্রয় দেয় না—কেন না সরলতার বর্ম হ'ল এই-ই—এই অবান্তরকে বর্জন করার ক্ষমতা। তাই তো আঘাত পাওয়া এত ভালো। সেখানেই না পরীক্ষা—অভিমানের অগ্নিপরীক্ষা। হেলেনা ওকে যে ভালোবাসে তার চেয়েও বড় হ'ল তার কাছে আঘাত পাওয়া ? ধিক্।

—"ও কী হেলেনা ?" ওর কাছে গিয়ে বসে।

হেলেনা ওর কোলে মুখ লুকোয়।

—"আমাকে ক্ষমা করো হেলেনা !"

—"ক্ষমা চাওয়ার কথা আমারই মলয়" হেলেনা বলে অশ্রুগাঢ় কণ্ঠে।

"না না। শোনো। ওঠো—লক্ষ্মীটি।"

ও শুধু মাথা নাড়ে।

—"না তাকাও আমার পানে—তাকাবে না ?—হেলেনা ! তাকাবে না তো ?"

জলভরা চোখে উভয়ের শুভদৃষ্টি হয়। ওদের ওষ্ঠাধর মিলিত হয়।···

* * * * *

আঘাত কেন মন্দ হবে ? দূরে সরায় যে সে-ই না আনে আরো কাছে টেনে !—ভালোবাসা যদি ঐন্দ্রজালিক না হয় তবে সংসারে ঐন্দ্রজালিক কে ?

৪

—"তার পর ?"

কণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে নিয়ে মলয় সুরু করে ফের :

"ম্যাক চ'লে যেতেই আমার চৈতন্য হ'ল। এত লজ্জা করতে থাকে! কী মূঢ়ের মতন ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছি এতক্ষণ!...দ্বারীকে বললাম চার নম্বর হাউপ্তশ্‌ত্রাসে ডাক্তার নরমান্‌কে তলব করো ব্যাণ্ডেজ আন্টিসেপ্টিক সব নিয়ে আসতে—এক্ষুনি। আর Kammermaedchen-কে * ব'লে দাও একটু বরফ আনতে—এই মুহূর্তে।"

—"তার পর ?"

—"দরোয়ান বেরিয়ে যেতেই ও রুমাল দিয়ে রগটা চেপে উপুড় হ'য়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। আমি ওর পাশে ব'সে ওর জাপানি হাত পাখাটা নিয়ে ওর মাথায় হাওয়া করতে লাগলাম।"—ব'লে থেমে হেলেনার পানে চেয়ে বলল : "বেশ মনে আছে হেলেনা, যে সে সময়ে কেবল কেবলই মনে হচ্ছিল সবই যেন ছায়াবাজি—পুতুল নাচ—সঙ্গে সঙ্গে আমার চেতনার মধ্যে একটা অবর্ণনীয় অনুকম্পার কোমলতা আসছিল ছেয়ে—আর এমন অপরূপ ঢঙে!—সব চেয়ে আশ্চর্য—যুমার কথা মনেও হচ্ছিল না বললেই হয়।"

* গৃহ-পরিচারিকা

—"একেবারেই না ?"

—"অতটা বললে একটু সত্যের অপলাপ হবে : থেকে থেকে চোখ পড়ছিল ওর রক্তপ্লাবিত চুলের 'পরে, ওর সুন্দর দেহের 'পরে, ওর অনাবৃত বাহুর 'পরে—আর রক্তে একটু দোলা লাগছিল বৈ কি। কিন্তু কি জানি কেন আমার চেতনা তবুও ক্রমাগতই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল···ফস্কে যাচ্ছিল বাস্তবের—বর্তমানের কবল থেকে। মনে হচ্ছিল—যা দেখছি সবই যেন অবান্তর—পরাধীন—আকস্মিক—যারা আসল তারাই যেন র'য়ে গেল প্রচ্ছন্ন। বেশ মনে আছে ক্রমাগতই মনে হচ্ছিল ঐ ফরাসী কথাটা 'মারিয়ন্তে'—পুতুল নাচ। থেকে থেকে একটা নতুন ধরণের আভাষ মতন পাচ্ছিলাম যে, যারা আমাদের পুতুল ক'রে ব্যঙ্গের সুতো টানছে তারা বুঝি আড়ালে থেকে হাসছে মুখ টিপে। তাই য়ুমার বেদনা, উত্তেজনা, মনোবিপ্লব—এমনি কি রক্তপাতের সঙ্গেও পারছিলাম না আমার চেতনাকে জুড়ে রাখতে।"

—"পারছিলে না ?"

—"না হেলেনা। আশ্চর্য লাগবে হয়ত একথা শুনতে—তবু একথা অতিরঞ্জিত নয় যে শায়িত য়ুমার পাশে ব'সে তার প্রতি খানিক আগের কোমলতাকেও ছাপিয়ে বেজে উঠছিল একটা—কি বলব—নির্বিশেষ অনুকম্পা—মানে কোনো বিশেষ মানুষের প্রতি নয়—সবাইকারই প্রতি। যেন···চেতনার একটা দুয়ার—না দৃষ্টি খুলে গেল—নতুন দৃষ্টি—দেখতে পেলাম তার আলোয় যে, মানুষ দেখতে যতই সবল হোক—আসলে কত অসহায়! কোত্থেকে ম্যাক এল য়ুমার জীবনে—ঘটল অঘটন—যারা চলছিল ছায়া-স্নিগ্ধ কুঞ্জবীথির মাঝ দিয়ে হঠাৎ যেন কোন্ করালী মায়া তাদের টেনে আনল উড়িয়ে জ্বালাময় মরুভূমির রিক্ত দাহলোকে—

যেখানে ব্যথা আছে—নেই সান্ত্বনা, তৃষ্ণা আছে—নেই নির্ঝর, জাগরণ আছে—নেই স্বপ্ন।”

—“এত কী ভাবো?”

—“না,” মলয় চম্‌কে ওঠে, “ঝুমা একটা গল্প বলেছিল সেদিন শুয়ে শুয়ে—”

—“বলো।”

আলেয়া

উৎসর্গ

অমরেন্দ্র নারায়ণ, উমা, অনিলেন্দ্র !

শ্রদ্ধা-অমল স্নেহ যাদের উছল হ'ল শত দানে
তাদের আদরভরা স্মৃতি বাজল আমার কত গানে !

২৩.৬.৩৮

৮

—"য়ুমা বলল : 'জাপানে এক দাইমিয়ো—কি না রাজবংশীয় অভিজাতের'—"

—"রোসো রোসো কখন বলল ?"

—"ওর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা সমাধা হ'য়ে গেলে।"

—"অত কাণ্ডর পরেও গল্প চলল সমানেই ?"

—"সমানেই না—তবে ঈর্ষার প্রসঙ্গে এ-গল্পটি উঠেছিল ব'লেই বলল। গল্পটা শেষে হ'তেই ও আশ্রয় নিল ওর শয়নকক্ষে।"

—"আর সারারাত ব্যথার ব্যথীই বোধ করি হলেন শয়ন-সাথী ?"

—"তুমি ভারী দুষ্টু হেলেনা !"

—"আচ্ছা বুকে হাত দিয়ে বলো তো—সত্যি বলি নি ?—না না রাগ কোরো না। একটু ঠাট্টাও করতে পাব না ? বলো এবার।"

মলয় একটু হেসেই গম্ভীর হ'য়ে শান্তকণ্ঠে সুরু করল : "দাইমিয়োর স্ত্রীর মৃত্যু আসন্ন। একসময়ে ওদের মধ্যে কী ভালোবাসাই যে ছিল!... কিন্তু মরণ কোনো প্রেমেরই অপেক্ষা রাখে না। সে আসে।"

"দাইমিয়ো স্ত্রীকে বলে : 'কী করব ?'

"শ্রীমতী বলেন : 'সত্যিই তো। যথেষ্ট করেছ তুমি। তিন তিনটে বৎসর আমি পঙ্গু। চিকিৎসার ত্রুটি হয় নি। এলো বিদায়ের পালা। হাসিমুখেই নেওয়া ভালো। কেবল ডেকে দাও একবার পরিচারিকা ও-য়ুকি-সানকে।'"

"দাইমিয়োর মুখে ফুটে ওঠে উৎকণ্ঠা। য়ুকি উনিশ বছরের যুবতী—সুন্দরী। সকলেই জান্‌ত স্ত্রীর অসুখের সময়ে···"

"শ্রীমতী বললেন : 'ভয় নেই, য়ুকিকে আমি বোনের মতনই ভালোবাসি। কিছু বলবার আছে আমার।'"

"য়ুকি এলো। দাইমিয়ো রইল পাশে দাঁড়িয়ে।

"শ্রীমতী বললেন : 'য়ুকি, কাছে এসো। বোসো। আরও কাছে।···শোনো। যখন আমি আর থাকব না তখন তুমি নিয়ো আমার স্থান। ভালোবেসো ওকে—যেমন ভালো আমি বেসেছিলাম। কামনা আমার শুধু এই যে, ও যেন তোমায় ভালোবাসে—শতগুণ।—না, কথা কোয়ো না। শোনো। কেবল এই অনুরোধ, দেখো—সতর্ক থেকো আর কোনো মেয়ে যেন ওর ত্রিসীমানায় আসতে না পায়। বড় বেদনায়ই এ-উপদেশ দিচ্ছি জেনো—শুধু তুমি সুখী হবে এই জন্যে।'

"য়ুকি কেঁদে বলে : 'মা, কী বলছেন আপনি? আমি ওঁর দাসী। আপনার স্থান নেব আমি?'

"মুমূর্ষুর চোখে আগুন জ্ব'লে ওঠে ধ্বক্ ক'রে—কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যে, তক্ষুনি নিভে যায়। শ্রীমতী স্নিগ্ধ হেসে বলেন : 'য়ুকি, আমি সবই জানি। মৃত্যু আমার শিয়রে। এখন আর মিথ্যা কেন? আমি জানি ও অপেক্ষা করছে শুধু কবে আমি—' ওর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো, কিন্তু চিরদিন সংযমে অভ্যস্ত যে তার মুখে আবার তৎক্ষণাৎ ফুটে ওঠে স্বচ্ছ হাসি। বলল : 'না, আমি জানি যা হবে। তার জন্যে আমার দুঃখও নেই। কারণ তুমি ওকে দিতে পারবে যা আমার আর নেই—তোমার উষ্ণ কটাক্ষ, উচ্ছল রক্ত, আরক্ত অধর ও—পীবর বক্ষ।' য়ুকির গাল দুটি আপেলের মতন রাঙা হ'য়ে ওঠে। মুমূর্ষু বলে : 'লজ্জা কি,

য়ুকি? পুরুষ নারীর কাছে হাত পাতে আর কিসের জন্যে বলো?—কিন্তু যাক্—শোনো। আমি কোনো দুঃখ নিয়ে একথা বলছি না। আমি চাই ওকে তুমি যেন নিত্য নতুন আদরের জোয়ারে ভাসিয়ে রাখতে পারো। মরণের পরে আমি বুদ্ধ হব এ-কামনার চেয়েও নিবিড় কামনা আমার এই যে তুমি যেন আমার স্থান নিয়ে ওকে পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারো—তোমার দেহের ভূরিভোজনে। আর কোনো সাধ আমার নেই। না—আর একটা সাধ আছে—ভুলে গিয়েছিলাম, বড় সময়ে মনে প'ড়েছে—তুমি জানো যে আমাদের বাগানে বছর দুই আগে য়োশিনো পাহাড় থেকে একটি য়াইজাকুরা গাছ* পুঁতেছিলাম। সেটিতে ফুল ধরেছে। আমি শেষযাত্রার আগে তাকে একবার দেখতে চাই। তুমি আমাকে তুলে নিয়ে সে গাছটির নিচে শুইয়ে দাও। আমি এখন শিশুর ওজন—তোমার কষ্ট হবে না।'

"য়ুকি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। শ্রীমতী বলেন: 'কাঁদে না। বললাম না—এ আমার সুখমৃত্যু? শুধু তুমি নিয়ে চলো আমায়—দেরি কোরো না। কাছে এসো। আরো—আ—রো। ধরো। তোলো আমাকে। লক্ষ্মীটি!'

"য়ুকি ওকে ধ'রে যেই তুলতে যাবে ও য়ুকির কাঁধ ধরে চেপে। ধ'রেই দুহাতে ওর দুই বুক আঁকড়ে ধরে—যেমন শিশু ধরে মায়ের বুক তার কচি হাতে।

"মুখে ওর ফুটে ওঠে দানবীয় হাসি, বলে: 'পেয়েছি—আমি যা চাই—পেয়েছি আমি যা চাই।' বলতে বলতে ওর হাত দুটো হ'য়ে উঠল বল্লমের মতন তীক্ষ্ণ। ওর আঙুলগুলো গেল বিঁধে য়ুকির বুকে। য়ুকি

* চেরি গাছ।

চিৎকার ক'রে মূর্ছিত হ'য়ে প'ড়ে গেল। সেই মুহূর্তে মুমূর্ষুর প্রাণ গেল বেরিয়ে।

"ডাক্তার এলো। কিন্তু ওর হাত দুটো ছাড়ানো গেল না। ডাক্তার ভয় পেয়ে গেল দেখে।"

—"কী দেখে ?" শুধায় হেলেনা সন্ত্রস্ত কণ্ঠে।

—"ঝুকির বুকের সঙ্গে মৃতার হাত গেছে জুড়ে—এক হ'য়ে—যেন জন্মাবধিই এম্‌নি ছিল।"

হেলেনার দেহ বেয়ে একটা জুগুপ্সার শিহরণ গেল ব'য়ে: "তার পর ?"

—"'তার পর আর কি ? কোনোমতেই ছাড়ান গেল না সে হাত'—য়ুমা বলল—'যদিও হাত দুটোর কব্জি থেকে কেটে ফেলা হ'ল।"

—"মাগো !"

—"ঝুকি আরো সতেরো বৎসর বেঁচে ছিল—কিন্তু হাত দুটো কব্জি অবধি আটকে রইল ওর বুকে ও থেকে থেকে আঙুলগুলো বিঁধত কাঁটার মতন তীক্ষ্ণ হ'য়ে।"

"হঁ।"

—"ঝুকি তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াত। রোজ জানু পেতে ক্ষমা চাইত ভগবানের কাছে—তার মৃতা প্রভুপত্নীর কাছে। নানা বৌদ্ধ হোম করত পিণ্ড দিত। কিন্তু—বৃথা। ওর বুকে সে হাত দুটো রইল জীবন্ত।"

*　　*　　*　　*

মলয় প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙল: "নারীর ঈর্ষা সম্বন্ধে এর চেয়ে বিকট গল্প শুনেছ কখনো ?"

হেলেনা দুহাতে মুখ ঢেকে শুষ্ক স্বরে বলল: "মলয়, এ কদর্য গল্পটা তুমি আমায় না শোনালেই পারতে।"

ওর দুটো হাত নিজের হাতের মধ্যে বন্দী ক'রে বলে: "প্রথমে ভেবেছিলাম বলব না। কিন্তু বলার একটা কারণ এই যে, এ গল্পের মধ্যে দিয়ে জাপানি মনপ্রাণের একটা খবর পাওয়া যায় যার রসগত মূল্য হয়ত কিছু আছে।"

—"রসগত ?"

—"ভয় ও ঘৃণাও তো একটা রস। মানে, সবল মন এ দুটো রস থেকেও বলিষ্ঠতার উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে।"

—"নিষ্ঠুরতার নাম কি বলিষ্ঠতা ?"

—"তা নয়। তবে কি জানো ? কী ক'রে বোঝাই ? সময়ে সময়ে আমার মনে হয় যে, নিষ্ঠুরতা কুৎসিত হ'লেও তাকে চাক্ষুষ করতে না পারলে হয়ত জীবনকে দেখা সম্পূর্ণ হয় না।"

—"না-ই হ'ল।"

—"না হ'লে ক্ষতি ছিল না যদি বরাবর কুৎসিতকে বর্জন ক'রে চলা যেত। কিন্তু যখন তা অসম্ভব—তখন বীভৎস দৃশ্যে ডরিয়ে না ওঠাই ভালো নয় কি ?"

হেলেনা উত্তর দিতে গিয়ে চুপ ক'রে যায়।

—"আমাকে ভুল বুঝো না হেলেনা। আমি বলছি না যে নিষ্ঠুরতার মধ্যে বাহাদুরি আছে, বা কুৎসিত বস্তুর মধ্যে কোনো শুভবাদের ইঙ্গিত আছে। তবে কি জানো ? ধরো, কুৎসিত রোগ। এ যখন রয়েছে তখন শবব্যবচ্ছেদ করার মতন বিশ্রী কাজকেও সমর্থন না করাটাই হবে মূঢ়তা, নয় কি ? ঠিক্ তেম্নি, জীবনে নিষ্ঠুরতা যখন একটা বদ্ধমূল

ব্যাধি তখন তার বীভৎসতার প্রতি চোখ বুজে চল্‌লে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি। অন্তত জানা দরকার বর্বরতা আমাদের মজ্জায় কী ভাবে গাঁথা।"

—"একথা থিওরিতে মেনে নিতে আমার আপত্তি নেই মলয়, কিন্তু—থাক্ এপ্রসঙ্গ আজ। আমার বুকের ভিতরটা যেন মুচ্‌ড়ে উঠছে—কেবল রোসো একটা কথা: য়ুমা এসব প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে বোধ হয় ভালোই বাসত?"

—"ভালোবাসত বললে একটু বেশি বলা হবে। তবে এসব বর্ণনায় ও বিচলিত হ'ত না একটুও। কত সময়ে কত ভয়ের গল্পই যে বলত আর এমন অপরূপ ঢঙে! বিশেষ ক'রে ভয়ের গল্প। কারণ ভয়কে ও এডগার আলেন পো-র ম'ত জীবন্ত ক'রে তুলতে পারত।" ব'লে মলয় থেমে বলল: "কেবল একটা কথা বলব হেলেনা, যদি রাগ না করো?"

"কী?"

—"ভয়ের গল্প যে আশ্চর্য সুন্দরও হ'তে পারে—কোনোদিন মনে হয় নি তোমার? মনে হয় নি এর আর্টের কথা?"

—"ওসব সৌখিন মাদকতার খবর আমি কিছু কিছু রাখি মলয়! বাল্‌জাকেরও ঐরকম একটা গল্প আছে—মরা মানুষের চোখ রইল চেয়ে। উঃ—ভয়ানক। গায়ে কাঁটা দেয় আজও। তাঁর বর্ণনার শক্তিও স্বীকার করি। কিন্তু যা আমাদের স্নায়ুকে তোলপাড় ক'রে অভিভূতি আনে তাকে সত্য আর্টের এলাকায় আনতে পারি না। মানি এ-অভিভূতির মূল্য থাকতে পারে জীবনের দিক দিয়ে—আকর্ষণও থাকতে পারে হয়ত রসের দিক দিয়ে—এক হিসেবে, দেখতে জানলে, প্রতি জিনিষই হয়ত কোনো না কোনো রস দেয়। বার্ণার্ড শ'র কথা মনে করো—'জ্ঞান

কিসে না লাভ হয়—নিজের মা-কে হাজার ডিগ্রি উত্তাপে সিদ্ধ করলেও বিগলিত মাতৃতত্ত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু তথ্য লাভ হয়।"

মলয় হাসল : "ওটা তো হ'ল ঠাট্টা—"

হেলেনা প্রতিবাদের সুর ধরে : "এর বেলাই বা ঠাট্টা বলো কেন তাহ'লে? না—আমি শ'-র কথায় সায় দিই। রস রস বললেই হ'ল না—রস সর্বশুদ্ধি পাবকও নয়। দেখতে হবে কোনো রস পেতে হ'লে যা ছাড়ছি তার চেয়ে বেশি পাচ্ছি কি না। ডাক্তারেরা জানেন sadist-রা কত কুৎসিত নিষ্ঠুরতায়ও আনন্দ পায়। আনন্দ পেলেই সব কিছু মঞ্জুর, এ হ'তেই পারে না। ফাউস্টের কথাও তো জানো। দানবের কাছে আত্মা বিক্রয় করা যায়—এ শুধু কল্পনা নয়—জীবনে রোজই ঘটে কমবেশি—বাবাও বলেন।"

—"কী?"

—"যে, মানুষের চারধারে নানান্ চেতন শক্তি সত্তা দৈত্য দানা আছে। নানা দার্শনিকের এ-দর্শন অক্ষরে অক্ষরে সত্য। হয়েছে কি, এরা মানুষকে চালায় ব'লেই বীভৎসতায়ও সে রস পায় তাকে এস্থেটিক নাম দিয়ে লোকের কাছে ধরে—অস্বাস্থ্যকর আমোদের জন্যে।"

—"একথা আমারও মনে হয়েছে হেলেনা, বিশেষ ক'রে আজকালকার ভয়াবহ বেসুরো সঙ্গীতের কাড়ানাকাড়া শুনে ও ইমপ্রেশনিষ্ট, কিউবিষ্ট প্রভৃতি জাতের ছবি দেখে। মনে হয়েছে বারবারই যে এসবের প্রেরণা এসেছে কোনো অতল কুশ্রীতার পাতাল থেকে। বিশেষ ক'রেই একথা আমার মনে হয়েছে এক সুন্দর কবির হঠাৎ বীভৎস ছবি আঁকতে ব'সে যাওয়া দেখে।"

হেলেনা খুসি হ'য়ে বলল : "ঠিক তাই মলয়। মানুষের সৌন্দর্যের

ধারণা সুষমার স্বপ্ন এসব সইতে পারে না এই পাতালপুরীর বাসিন্দারা—তাই তারা হানা দেয় থেকে থেকে, সুবিধে পেলেই দেয় কুমন্ত্রণা—রঙিন এস্থেসিসের যুক্তিতে ভোলায় মন। আর কুশ্রীতার ভিতরে একটা সর্বনেশে নেশা তো আছেই। নৈলে কি আর মানুষ তাকে বসাতে পারত সুন্দরের বেদীতে ?" ঈষৎ ব্যঙ্গ হেসে হেলেনা বলল: "আর এতে সুবিধেও আছে—কেন না মানুষ যে চায় চমক—উত্তেজনা বিনা সে যে অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে—তাই তো সে শান্তি ছেড়ে ভয় পেতেও চায়। আর এসব প্রণালী দিয়েই পাতালপুরীর প্রেরণা আসে ব'লে একটা নামডাক সহজেই হয়—মানুষের মধ্যে যে পৈশাচিকতা আছে তার কাছেও হাততালিও মেলে—এমন কি দরকার হ'লে এস্থেটিক যুক্তির ধূপধুনো শঙ্খঘণ্টার আরতিও বাজানো চলে রসবোধের জয়ধ্বনি ক'রে।"

মলয় কি বলতে গিয়ে থেমে যায়।

—"আমাকেও ভুল বুঝো না কিন্তু। আমি কোনো মরালিটির ওকালতি করতে বসিনি। আমি শুধু বলি যে কোনো চর্চায় 'রস' থাকলেই যে সে মঞ্জুর এমন কথা সাব্যস্ত হয় না। এক্ষেত্রে আমি চাই জমাখরচ কষতে—দর করতে, যদি রসাতলের কোনো রসিক ফেরি করেন তাঁর কালো রস আমি বলব তাঁকে—দাঁড়াও তোমার এ কালো কালো মাল কিনতে গিয়ে আমার আলোর তহবিল দেউলে হবে না তো ? নিকৃষ্ট বস্তুতে আনন্দ পেতে পেতে উৎকৃষ্ট বস্তুকে পরদেশী মনে হবে না তো ?—আর এ যে নিত্যই হয় তা তুমিও জানো।"

—"জানি হেলেনা," বলে মলয় প্রীতকণ্ঠে, "আর কথাটা যখন তুললেই—তখন বলি যে, মানিও বটে। এমন কি—"

—"থামলে যে ?"

—"না থাক্।"

—"না, বলো।"

মলয় ওর চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলল: "কিছু মনে করবে না কথা দাও তাহ'লে।"

হেলেনা ওর বাহুমূল স্পর্শ ক'রে বলল: "এই তোমার গা ছুঁয়ে…"

২

মলয় বলে : "এসব বলতে বাধে আরো এইজন্যে হেলেনা যে বলতে গেলে লোকে প্রায়ই ভুল বোঝে। ভাবে—হয় বাড়িয়ে বলছি, নয় কমিয়ে। তাই ভয় হয় কেবলই যে যদি বলি কৈশোর থেকেই নারীর দেহ আমাকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করেছে অথচ প্রতিহতও করেছে তাহ'লে লোকে হয়ত হাসবে—বাইরে না হোক মনে মনে বলবে—পাগল!"

—"কিন্তু আমি কি সেই ধরণের লোক মলয়? তুমি কি জানো না যে তোমার কথায় আমি যেমন অবিশ্বাস করার কথাও ভাবতেই পারি না তেম্‌নি হাসতেও পারিই না?"

—"জানি হেলেনা," বলে মলয় গাঢ় কণ্ঠে, "তাই তো তোমাকে সব বলার এমন নিবিড় তৃষ্ণা আমার। বলিনি তোমাকে বারবার যে আমার মধ্যে একটা ছেলেমানুষি ক্ষুধা আছে যে, যাদের খুব ভালোবাসি তারা আমাকে বুঝুক?"

—"এ-ক্ষুধা কার নেই মলয়? আর একে ছেলেমানুষিই বা বলছ কেন? প্রতি প্রবল ক্ষুধাই কোনো না কোনো পরিণতির ইঙ্গিত দেয় না কি? যখন আমরা ভালোবাসি—মানে সত্যি নিজেকে দিতে চাই—তখন কি না চেয়ে পারি যে প্রেমাস্পদ আমাদের সবটাই নিক? আর সবটা নেওয়া মানে সবটার প্রতি দরদ ছাড়া আর কী বলো? ফরাসীতে বলে না—'Tout comprendre, c'est tout pardonner'? আর, কার কাছে ক্ষমা চাইতে এত মিষ্ট লাগে বলো ঐ প্রেমাস্পদের কাছে ছাড়া?"

মলয় ওর দুটি হাত পর পর চুম্বন ক'রে বলে : "তোমার কাছে মনের কথা বলার কত যে তৃপ্তি হেলেনা তা যদি জানতে—"

—"তাহ'লে তোমার উপর মনের কথা গোপন করার অভিযোগ চাপাতে বাধত—এই তো ?" বলে হেলেনা হাসিমুখে।

—"অবিকল" মলয়ও হাসে···মন ওর ভ'রে ওঠে।

—"আচ্ছা আর চাপাব না—কেবল বলো অকুণ্ঠে এই মিনতি। জেনো যে নিজেকে বোঝাবার প্রয়াসের চেয়ে নিজেকে অসঙ্কোচে দেবার প্রয়াসে বেশি ফলোদয় হয়। অপরে ভুল বুঝবে ভয় করলেই আসে প্রকাশের জড়তা। তাই বিজ্ঞজনেরা সবাই একবাক্যে বলেছেন যে বিজ্ঞ হওয়া ভুল, সরল হওয়াই বিধি।"

—"যা বলেছ," মলয় হাসে, "আমরা রোজ ঠেকি তবু ভুলি যে পণ্ডিতি করতে গিয়েই মূর্খ বনতে হয় সবচেয়ে বেশি।"

—"অতএব সরল মূঢ়তাই হোক তোমার লক্ষ্য—তাহ'লে পণ্ডিতির জয়ধ্বজা হবে তোমার করতলগত—একেই বলে না converse proposition—ইংরাজিতে ?"

—"বলে।"

—"কাজেই দেখছ স—ব বলা ছাড়া এখন আর গতি নেই তোমার ?"

—"দেখছি। আর তাই বলবই আজ স—ব—তুমি কি ভাববে না ভাববে এ দুশ্চিন্তা ছেড়ে।"

—"ভালোই ভাবব গো, ভালোই ভাবব—অত ভনিতা কেন ? একেই বলে বিনয়বচনের টোপে প্রশংসার মাছ-ধরা।"

ওরা হেসে ওঠে।

*　*　*　*　*

"তোমাকে এইমাত্র বলছিলাম না" মলয় বলে, "যে নারীদেহ আমাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছে ? আমার কৈশোরের সন্ধিলগ্ন থেকেই —হয়ত তারও আগে থেকেও—এর রহস্য আবেশ স্বপ্ন সবই আমার মনের বনে ফুল ফুটিয়েছে, প্রাণের নদীতে বান ডাকিয়েছে, হৃদয়ের সিন্ধুকে ক'রে এসেছে উতরোল। স-বই সত্য, কিন্তু তবু এটুকু ব'লে থামলেই সব চেয়ে ভুল বলা হবে। কেননা নারীদেহ শুধু যে আমার স্বপ্ন রাঙিয়েছে তাই নয়, এক ধরণের বৈরাগ্যও জাগিয়েছে। নারীদেহের সাম্‌নে কেন জানিনা কি-একটা সুর আমার অন্তরের অতলে কেবলই বেজে বেজে উঠেছে যে এ ট্যাণ্টালাস—মরীচিকা—ডাকে কোনো ধ্রুবদিশার পানে নয়—বিপাকের, মায়াবর্তের মুখে। মনে হয়েছে কেবলই যে দেহাসক্তিতে মানুষ খতিয়ে লক্ষ্য হারায়ই হারায়।"

—"লক্ষ্য বলতে কী বুঝছ এখানে ?"

—"সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন," বলে মলয় চিন্তিত সুরে, "তবে ঐ যে বললাম নারীদেহের সৌদামিনীকে আমার মনে হয় মায়ার আলো, শুধু আঁধারকে গাঢ় ক'রে ধরবার জন্যেই ওর সৃষ্টি। আমার অন্তরের গহনে যে-স্বপ্নলোক থেকে থেকে হাতছানি দেয়, ভেসে ওঠে—কেন জানিনা মনে হয় সেখানে নারীপ্রেমের স্থান থাকলেও নারীদেহের স্থান নেই।— আমাকে ভুল বুঝোনা লক্ষ্মীটি! আমি বলছি না—নারীদেহকে আমি চাইনা। খুবই চাই। কৈশোর থেকে সুন্দরী মেয়ে আমার কাছে আশ্চর্য লাগে—দিশা পাইনা তার মাধুর্যের লাবণ্যের। সবই মানি— কিন্তু তবু কেন জানি না···আমার মনে হয়···এ-লাবণ্যময়ীর দেহকে পেতে গেলে শুধু যে দেহকে পাওয়া যায় না তাই নয়—হারাতে হয় দেহের

চেয়ে বড় কোনো সত্যকে।" ব'লে একটু হেসে বলল: তুমি এইমাত্র যে দর কষাকষির কথা বলছিলে না? ঠিক তাই। মনে হয়েছে আমার বারবারই—বিশেষ ক'রেই যুনার আবির্ভাবের পর—যে নারীর দেহসুষমা চোখধাঁধানো রংমশালের মেলা। শুধু মরীচিকা নয় নেশার ঘূর্ণী। শুধু যে উপরের দিকে টানে না তাই নয়— ওর ঢালু পথে যতই চলি ততই শিখরের দৃষ্টিপরিধি থেকে যাই দূরে স'রে। তাই আমাকে বড় অন্তর্বেদনা সইতে হয়েছে—সে-বেদনা বলবার নয়···কিন্তু তীব্র বেদনা। নারীর দেহ আমার কাছে দৈহিক সৌন্দর্যের সবচেয়ে বড় বিকাশ—কিন্তু সেই সঙ্গে কে যেন আমায় বলে নারী মায়াবিনী—তার নিজেরও অজ্ঞাতে। আর তার দেহকে মায়া-রূপে ব্যবহার করছেন যিনি তিনি আর যেই হোন ভগবান্ ন'ন। কিন্তু কথাটা হয়ত বোঝাতে পারলাম না···"

হেলেনা মুখ নিচু ক'রে থাকে।

—"আমার এ-অনুভব এ-দ্বন্দ্ব যে আমাকে কী দুঃখ দিয়েছে তা ব'লে বোঝাবার নয় হেলেনা। বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে সে-নারীকেই ভালোবাসি না কেন তাকেই একথা ব'লে শুধু ব্যথাই দিই। তাকে বোঝাতে চাই কেন তাকে ব্যথা দিতে হয়! বার বার ঠেকি, তবু শিখি না যে বুঝিয়ে কখনো ব্যথার লাঘব হয়না, না কামনা ক'রে পারিনা যে নারী—প্রিয়া—আমাকে বুঝুক। বোঝে না সে। বুঝতে পারে না। তাই আঘাতও পায়ই। ব্যথিয়ে ওঠে আমার হৃদয়। ভাবি: যাকে ভালোবাসি তাকে কিছুই কি আমার দেবার নেই—এই ব্যথা ছাড়া? অথচ তবু ব্যথা দিতেই হয়···কারণ প্রথমটায় সত্যগোপন করা গেলেও মিথ্যা শেষ পর্যন্ত আশ্রয় দেয়না—নিপুণভাবে সত্যগোপন করলে শুধু যে

ব্যথা ঘোচে না তাই নয়—আত্মলাঘবতা ঘটে : নিজের চোখেও ছোট হই, প্রেমকেও ছোট করি।"

—"প্রেমকেও ?"

—"নয় ? সত্য মনোভাব গোপন না করলে প্রেম বাঁচবে না এ-হেন ইঙ্গিত করলে প্রেমকে ক্ষণজীবী ক্ষীণায়ু বলা হয় না কি ? অথচ ··প্রেম স্বল্পায়ু প্রজাপতি—এমনধারা কথা মনে করতেও ব্যথা বাজে। তাই রোখ ক'রে বলি মনের কথা খুলে—আর ফলে শেষটায় ভালোবাসাকেও হারাই যাকে ভালোবাসি তাকেও।"

হেলেনা চুপ ক'রে একটু চেয়ে থাকে মলয়ের চোখের পানে···অন্যমনস্ক দৃষ্টি···হঠাৎ শুধায় : "এই জন্যেই কি ঘুমাকে হারিয়েছিলে মলয়? সত্য বলো।"

মলয় মুখ নিচু করে।

—"বলো।"

মলয় নিশ্চুপ।

—"বলবে না ?"

মলয় ম্লান হাসল :

"কী বলব হেলেনা ? এর উত্তর যদি আমি জানতাম !"

—"কে জানে তবে ?"

মলয়ের হাসি আরও ম্লান হ'য়ে ফুটে ওঠে :

"কেউ কি জানে ? যখন—যখন কোনো কষ্টিপাথরই খুঁজে পাইনা প্রেম সম্বন্ধে আমার এই সব ধারণাকে যাচাই করবার। আমি সত্য-সন্ধানী, কিন্তু সংসারে প্রেমের চেয়ে বড় সত্য কী আছে বলো ?"

হেলেনা একটু চুপ ক'রে থাকে, পরে বলে অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে : "সত্য ও প্রেমে কি বিরোধ আছে মনে করো ?"

—"তা-ও জানিনা হেলেনা। ঝুমাকে যখন ভালোবেসেছিলাম তখন মনে হয়েছিল নেই। কিন্তু পরে দেখলাম—আছে।"

হেলেনার কণ্ঠস্বর কেঁপে ওঠে : "মলয়!"

মলয় ওর দুটো হাতই নিজের মধ্যে চেপে ধ'রে বলে: ঐ দেখ হেলেনা—এত চেষ্টা ক'রেও সত্য বলতে গিয়ে ফের ব্যথা দিলাম হয়ত?"

হেলেনা মাথা নাড়ে : "এর নাম ব্যথা নয় ঠিক। আর—"

—"কী?"

—"কিছু না। ভালোই হ'ল বলতে যাচ্ছিলাম।"

—"ভালো?"

হেলেনা মুখ নিচু ক'রে থাকে। মলয় ওর চিবুক ধ'রে মুখ তুলতে যায়।···

—"ভয় নেই মলয়!" বলে হেলেনা ম্লান হেসে।

মলয় ওর দুই কাঁধে হাত রেখে বলে : "তবু?"

হেলেনা হঠাৎ ওর বুকে মাথা রাখে।

—"বলবে না?"

হেলেনা মুখ তোলে : "বলব। তবে এখন না।"

—"কখন বলবে?"

—"ঝুমার কথা সবটুকু বললে—তবে।"

—"স—বটুকু?"

হেলেনা ওর পানে সোজা তাকায় : "নইলে কি সিকিটুকু?"

মলয় চোখ নামিয়ে নেয়।

—"বলো এবার।"

—"কী।"

—"ঘুনাকে হারানোর ইতিহাস। স—বটুকু কিন্তু মনে রেখো।"

মলয় ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলল : "হেলেনা, কেন জানিনা ভয় হয়।"

—"কেন মলয় ?" হেলেনার কণ্ঠস্বর এত কোমল শোনায়…

—"হারাবার ভয় আমার একটু বেশি।"

হেলেনা ওর চোখের 'পরে চোখ রেখে বলে : "কিন্তু হারাবার ভয় করলেই কি সব আগে ফ'স্কে যায়না মলয় ?"

—"কেউ কি জানে ?"

—"আমি জানি। সত্যের ভার যে-প্রেম সইতে পারেনা—সে হ'ল চোরাবালির ভিৎ…তার ওপর সুখের শান্তির সৌধ গ'ড়ে তোলা ? ঘাসের বনে তাদের প্রাসাদ ?"

—"সারা জীবনটাই কি তাসের প্রাসাদ নয় হেলেনা ? কিসে যে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায় আমাদের—ছুটিয়ে মারে ! মনে করো তোমার মা-র কথা, বাবার কথা, মনে করো অম্বারের কথা রুমার কথা নোরার কথা… নাম-না- জানা ঢেউয়ে ধাম-না-চেনা পারের পানে উধাও তো সবাই-ই। বন্দরের দিশা পেয়েছে কে—কবে ?"

হেলেনা ওর চোখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে…মলয় ফের চোখ রয়ে নেয়।

—"কী ?"

—"কিছু না।"

—"তব !"

—"সত্য বলব ?"

—"বলবে না ?"

—"কি ক'রে জানব মলয়—যখন তোমারই এই ধারণা—প্রেম সত্যের ভর সয় না?"

—"ছি হেলেনা—আমি কি ঐ ভাবে…"

হেলেনা ওর দুটো হাত চুম্বন ক'রে বলে: "দুঃখ কোরো না মলয়, তোমার তো কোন দোষ দিচ্ছি না—তাছাড়া—"

—"কী?"

"থাক্।"

—"বলো হেলেনা।"

"সত্যভাষিণী হব—না প্রিয়ম্বদা?"

মলয় হাসে: "যা তোমার ইচ্ছা।"

হেলেনা হাসে: "ঐ দেখ ভয় পেয়েছ।"

—"ভয়?"

—"নয়! কিন্তু না—সত্যই বলব, প্রিয়ম্বদা হবার দুরাশা ছেড়ে।"

—"দুরাশা?"

—"নয়? যেখানে অসত্যই প্রেমের ভিত্তি সেখানে প্রিয়ম্বদা দাঁড়াবেন কাকে আশ্রয় ক'রে?—শোনো—আমার মনে হচ্ছিল কি শুনবে? নিজেকে আমি প্রশ্ন করছিলাম—তোমাকে বেশি ভালোবাসি না ভয় করি?"

—"ভয়?" মলয়ের মুখ মেঘলা হ'য়ে আসে।

—"দুঃখ পেয়োনা মলয়। বুঝতে চেষ্টা করো আমাকে: বলো তো এ-বৈরাগ্যের মূলধন নিয়ে কোন প্রণয়ী যদি তার দয়িতার কাছে আসে তবে দয়িতা কি ভরসা পায় এ-হেন বণিকের প্রেমের লেন-দেনে? আর—"

—"কী !—না হেলেনা, যখন সুরু করেছ সারা করতেই হবে।"

—"দুঃখ পাও যদি ?"

—"দুঃখ পায় কি মানুষ শুধু শুধুই ? আমাদের মধ্যে যেখানটা দুর্বল সে যে ডাকে আঘাতকে শক্ত হবার জন্যে !"

—"আর মনে হচ্ছিল ঠিক যে-কারণে য়ুমা তোমায় পেয়েও হারালো সেই কারণ কি আমার সামনেও নেই ? বলো তো এতেও নির্ভরসা না এসে পারে ?—কিন্তু আমাকে বুঝবার একটু চেষ্টা কোরো, লক্ষ্মীটি !"

মলয় একটু চুপ ক'রে থেকে বলল : "তোমাকে হয়ত ভুল বুঝিনি হেলেনা !—কেবল—"

—"কী ?"

—"য়ুমা ঠিক আমাকে ঐ জন্যে হারায় নি।"

—"ভরসা দিতে বলছ না ?"

—"শোনো শেষ অবধি, তাহ'লেই বুঝবে। আর বেশি নেইও।"

—"না শুনলেও—"

—"না হেলেনা—বোঝা যাবে না শেষ পর্যন্ত না শুনে। কারণ য়ুমা ছিল এসব বিষয়ে এক বিচিত্র নারী—বলি নি ?

—"আচ্ছা বলো।"

—"কতদূর বলেছি !"

—"য়ুমা বলল দাইমিয়োর ঐ গল্প।"

—"ও—হ্যাঁ।"

৩

মলয় বলতে লাগল : "ডাক্তার এলো তারপরই। বলল : বিশেষ কিছু নয়—তবে অনেকটা রক্ত গেছে বেরিয়ে তাই একটু বিশ্রাম চাই দুএকদিন।

"ওকে বললাম সকাল সকাল শুতে যেতে।

"ওর চোখদুটো ছলছলিয়ে উঠল—এমনিই—বলল : 'তবে আজ বিদায় বন্ধু। শুভরাত্রি।' আমি যথাসাধ্য প্রফুল্ল স্বরেই বললাম : 'শুভরাত্রি যুমা, বেশ শান্ত হয়ে ঘুমোও আজ, আমি কাল সকালেই আসব।' ও আমার দুটো হাত ওর উষ্ণ কোমল মুঠোর মধ্যে বন্দী ক'রে অতি কোমল কণ্ঠে বলল : 'এসো মলয়—সকালেই—না ভোর হ'তেই—কেমন? আমি যে কত একলা—' বললাম : 'আসব—কেবল একটা সর্ত আছে।' ও বলল : 'কী, বলো।' বললাম : 'সংসারে সব মেয়েরা যে দাইমিয়োর স্ত্রীর ম'ত নয় এটা মনে রাখতে হবে।' ও বলল : 'তার মানে?' আমি বললাম : 'মানে, এসব কথা স্মরণ ক'রে নিজেকে অনবরত হীন মনে ক'রে দুঃখকে লালন করতে পাবে না।' ও ম্লান হেসে বলল : 'সত্যিই কি নিজেকে হীন মনে করতে পারে মেয়েরা? মেয়েদের উদ্দেশে মেয়েদের কটূক্তিও যে একটা ঢং মলয়।' আমি ওর হাতদুটি চেপে ধ'রে বললাম : 'অন্তত একটু বলো যে ক্রমাগত নিজের নানা গুণকেও ঢং মনে ক'রে তোমার চরিত্রের সব সরল প্রবণতাকেই অস্বীকার করবে না?' ওর হাসি আরও ম্লান দেখাল, বলল : 'করতাম—যদি জানতাম আমার কোনো কিছুকেও কারুর চোখে সরল ঠেকে।' বললাম : 'যুমা, জগতকে দেখতে শিখেছ শুধুই বাঁকা ক'রে। জেনো,

তুমি নিজেকে যদি একটু সরল চোখে দেখতে শেখো তবে জগত তোমাকে কেবলই বক্র কটাক্ষে দেখবে না।' ও একটু চুপ ক'রে থেকে বলল : 'বড় বেশি দেরি হ'য়ে গেছে যে কারো মিয়ো !' আমি বললাম : 'য়ুমা, জাপানি মেয়েরা না কি সেন্টিমেণ্টালিটিকে দেখে ছোট ক'রে ?' ও বলল : 'আমি জাপানি তো শুধুই বংশে মলয়, প্রকৃতিতে—' আমি বাধা দিয়ে বললাম : 'এই রকম ক'রেই মেয়েরা নিরন্তর নিজেকে ছোট করে, হ'য়ে ওঠে দুঃখবিলাসিনী।' ও বলল : 'দুঃখবিলাসিনী ! 'কিসে ?' আমি বললাম : 'কিসে নয় তাই বলো বরং দু একটা ঘা খেয়েই আপনার মায়ার গুটিতে আপনিই পড়ো বাঁধা : একটা মিথ্যে কুহক সৃষ্টি করো—যে তুমি এ নও ও নও তা নও—তুমি—এই এই এই। আর নিজেকে ক্রমাগত এই আত্ম-অবসাদের গুটির মধ্যে বাঁধা রেখে হারাও তোমাদের না-চাইতে-পাওয়া কল্পনার আকাশ ও আনন্দের খোলা হাওয়া।' ওর হাসি দেখাল আরও করুণ, বলল : 'তুমি মিথ্যে বলোনি বন্ধু, কিন্তু এ জীবনের ঠাসবুনুনির পনের আনা কি মায়া কুহকের তন্তু দিয়েই গড়া নয় ? শোনো আর একটা পুরোনো উপকথা বলি জাপানের—যেটা আমার মনের উপর অদ্ভুত রকম ছাপ ফেলেছে।' বললাম : 'না য়ুমা, তুমি শুতে যাও। ডাক্তার—' ও বলল : 'ডাক্তারের মুণ্ডু—আমার দেহে হিংসার ম'ত রক্তও যে অফুরন্ত—এইটুকু অপচয়ে কী হবে ? কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না—তুমি এসো বরং আমি শুই কম্বল মুড়ি দিয়ে তুমি বসবে পাশে।' আমি অগত্যা গেলাম ওর শোবার ঘরে।

"বিছানায় শুয়ে আমার দুটো হাত চুম্বন ক'রে বলল : 'শোনো মন দিয়ে—তাহ'লে আমার বুঝবে অনেক কিছু।"

"মুনা বলল : 'একটু সংক্ষেপেই বলি, কারণ বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারব না।—না না উঠো না আমার মিনতি। তোমার কাছে নিজেকে যে একটু খুলে ধরতে চাই বুঝতে কি পারো না? চিরদিন নিজেকে ঢেকে ঢেকে'—ব'লেই থেমে হেসে বলল : 'ফের সেন্টিমেন্টাল—না?' বললাম : 'মুনা, মানুষ বন্ধুর কাছে দুটো মনের কথা বলতে চাইলেও যদি তার নাম সেন্টিমেন্টাল হয় তাহ'লে তো বলতে হয় যে আমাদের ফুসফুসও সেন্টিমেন্টাল—যেহেতু সে-ও চায় হাওয়ার কাছে নিজেকে খুলে ধরতে।'

"ও ভারি আর্দ্র হয়ে উঠল এ-উপমায়। ওর মুখখানি এমন সজল স্নিগ্ধ আভায় বোধ হয় কোনোদিন ফুটে ওঠেনি আমার চোখে। ওর আড় হ'য়ে শোবার সেই ভঙ্গি···কপালের এক পাশ ব্যাণ্ডেজ করা···মুখে নিঃসহায় হাসি···অনাবৃত একটি বাহু কম্বলের উপর দিয়ে কোমর অবধি এলিয়ে···আর একটি হাত আমার হাতের মধ্যে···সব জড়িয়ে সে যে কী মধুর লাগছিল!···মনে হচ্ছিল যেন আমি নেই এ স্থূল বাস্তবের রাজ্যে··· কোন্ আলাদিনের স্বপ্নদৈত্য নিয়ে গেছে আমাকে এক পেলব ছবির দেশে যেখানকার ছায়াও রঙে রসিয়ে উঠেছে।"

—"সত্যি হেলেনা," বলে মলয়, "এ আমার কবিত্ব নয়—মুনার সংস্পর্শে এ-উপলব্ধি আমার কাছে সেদিন তেমনি প্রত্যক্ষ হয়েছিল যেমন প্রত্যক্ষ হয়েছিল দুদিন আগেও অঙ্কারের সংস্পর্শে অস্বস্তির উপলব্ধি। তাইতো থেকে থেকে মনটা ব্যথিয়ে উঠছিল যে এ কাব্যকানন বুঝি বুদ্বুদের বৈকুণ্ঠ—একটা দমকা হাওয়ায় যাবে উবে। মনে হচ্ছিল যে আমাদের এ স্থূল

মাধ্যাকর্ষণের রাজ্যে এহেন· নীলচারিণী আলোছায়ার বুনুনি শিথিল হয়ে যাবেই যাবে হাজারো আঁধির চক্রান্তে—অবিশ্বাসের শরজালে। কিন্তু তোমায় হয়ত ক্লান্তি আসছে যুগা সম্বন্ধে আমার এ-উচ্ছ্বাসে ?"

—"না মলয় ! বরং আমিও তোমার কথার মধ্যে দিয়ে যেন যুগাকে এক নতুন রঙে দেখছি নতুন চোখে। আমার কী মনে হচ্ছিল জানো ?"

—"কী ?"

—"মনে হচ্ছিল—আমাদের অনেক অনুভব আছে যা পার্থিব নয়—তাই মাটির জগতে তার বর্ণনা করলে মন মেনেও মানতে চায় না। তোমারই ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়—অবিশ্বাসের মাধ্যাকর্ষণ এসব নীলচারণীদের বিলুপ্ত করতে যায় ধূলোবালির অস্বীকারে। কিন্তু এর চেয়ে আরো একটা আশ্চর্য অনুভূতি আমার আজ হয়েছে।"

—"কী ?"

—"যুগা সম্বন্ধে তোমার উচ্ছ্বাসে আমি এতটুকুও জ্বালা বোধ করিনি আজ। কেন বলো তো ?"

-"কেন ?"

—"তোমার এ-আবেশের মধ্যে নেশা থাকলেও নাটরঙ্গ ছিল না ব'লে। তাই এতে ক'রে বাস্তবের কাড়াকাড়ির আঁধিকে ছাপিয়ে ফুটে উঠল খানিকটা নিষ্কামনার আলো-হাওয়া।" একটু থেমে : "মানুষ জ্ব'লে পুড়ে মরে কখন ?—না, যখন সে দিতে না চেয়ে চায় শুধু পেতে—যাকে ভালোবাসে তাকে মুক্তি না দিয়ে অধিকার ক'রে তবে ভোগ করতে চায়। যে-ফুল সবাই দেখছে সে তো তুফান আনে না মলয়—যে-ফুলকে সবাই চায় তার বিলাসী ফুলদানিতে সেই ফুলই না বাধায় কুরুক্ষেত্র।"

—"বড় সুন্দর বলেছ হেলেনা—" মলয় বলে আর্দ্রস্বরে। কিন্তু হ'লে

হবে কি বলো ? মানুষের কোথায় যে কি একটা গ্রন্থি আছে কেউ কি জানে ? ফুশ্‌লানিতেই না সহজ দৃষ্টি যায় বেঁকে—সরল পথের দিশা বসি হারিয়ে।”

“কে জানে”···ওর সুর আসে স্তিমিত হ’য়ে···“প্রেম কথা দিয়ে কথা রাখে না ব’লে মানুষের যে যুগ যুগান্তরের আক্ষেপ তারও মূল হয়ত এইখানেই···যদি প্রেমকে সে চাইতে পারত তার ঠিক ছন্দটিতে তাহ’লে হৃদয়ের চাওয়ায় ও দেবতার দেওয়ায় হয়ত পদে পদেই এত তাল কাটত না।—কিন্তু—ওর চমক ভাঙে—“কী বলছিলাম যেন ?”

—“ও উপকথা বলতে ডেকে নিয়ে তোমাকে বসিয়েছে ওর বিছানার খুব কাছেই—বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে।” হেলেনা হাসে।

—“নৈলে জমে কখনো ?” মলয়ও হেসে ওঠে।

৫

"য়ুমা বলল :

'উপকথাটিকে এখনো কিন্তু অনেকে সত্য মনে করেন আমাদের দেশে।'

"আমি বললাম : 'হয়ত সত্য ঘটনার কিছু সায় ছিল প্রথমে—কে বলতে পারে ?'

"ও একটু ভাবে পরে বলে : 'হবে। কুসংস্কারকে আজকাল ঠাট্টা করতেও বাধে। কারণ সত্যের যে কতরকম ছদ্মবেশ কেউ কি জানে ?—যাক শোনো উপকথাটি !' বলতে বলতে আমার হাতটি ওর গালের উপর রাখল।"

" 'ছশো বছর আগে'—য়ুমা বলল—'য়ামাশিরো প্রদেশে উজি ব'লে একটি শহরে থাকত এক সামুরাই বীর যুবক। নাম—ইতো নোরিস্কে। দরিদ্র—সামান্য পিতামাতার সন্তান। কোনমতে দিন চ'লে যায়। পড়াশুনো করে।

'একদিন চলেছে পথ দিয়ে আপন মনে এমন সময় দেখে পার্শ্বচারিণী—একটি সুন্দরী মেয়ে। কি খেয়াল হ'ল—দিল গল্প জুড়ে।

'মেয়েটির বাড়ি পাশেরই একটি গ্রামে। যুবক বলল : চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাই।

'চলল। মেয়েটির বাড়ি দেখে ইতোর আর বাক্স্ফূর্তি হ'ল না। এ কী! এ যে রাজপ্রাসাদ! আর ছোট্ট গ্রামে এমন জাঁকালো প্রাসাদ!

'মেয়েটি বলল : এসো না। আমার কর্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করবে ?'

'গেল ও কম্পিত বক্ষে কী এক ছায়া-প্রত্যাশা নিয়ে যে !…রক্তে বেজে ওঠে মেঘের ডমরু। কে ওরা ! এ নিরালা গ্রামে এমন চুপচাপ থাকে কেন এমন বিশাল প্রাসাদে ! ‥মেয়েটি ওকে নিয়ে যায় হাত ধ'রে প্রাসাদের গোলক ধাঁধার মধ্যে দিয়ে…এক একটা মহল পেরোয় আর বিস্ময় ওঠে ওর আরও ঘন হ'য়ে…এত বড় বাড়ি…এমন সাজানো…অফুরন্ত আলো… অসংখ্য ঘর……অথচ না আছে লোকজন না কোলাহল !…নিঃঝুম নিঃশব্দ —যেন নিশুত রাতের ঘুমন্ত বন। মেয়েটিকে শুধাল : তোমার কর্ত্রীর নাম কি ? সে বলে : হিমেগিমি সামা। বুক ওর আরো ওঠে কেঁপে… কী সুন্দর নাম !…সামা…সামা ‥ঠোঁট দুটো ওর জপল নামটি বার বার… যার নাম এত সুন্দর সে নিজে না জানি কী ! ওর বুকের রক্তে বেজে ওঠে মাদল…ফুটে ওঠে সেই আফোটা অনামা প্রত্যাশা !…এর আগে প্রেমে ও কখনো পড়ে নি কি না।'

"ব'লে য়ুমা থেমে দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিল টেনে বুক পুরে, তার পরে বলতে লাগল : 'এর পরে অনেক কিছু ঘটল—সেসব বাদ দিয়ে যাই।'

"আমি বললাম : 'সামার সঙ্গে প্রথম দর্শনে প্রেম এই তো তার মোট কথা ?—সে তো জানাই।'

"য়ুমা হেসে বলল : 'হাঁ এ অবধি জানা বটে কিন্তু পরে যা ঘটল কখনই কল্পনা করতে পারবে না, বাজি রেখে বলতে পারি।'

"আমি হেসে বললাম : 'তাহ'লে সে ব্যর্থপ্রয়াসের পণ্ডশ্রম ছেড়ে শুনেই যাব—শিশুর মতন।'

" 'সামার সঙ্গে ইতোর তো বিয়ে হ'য়ে গেল। সামা বলল ইতোকে ও যেদিন প্রথম দেখেছে সেদিনই মনপ্রাণ স'পেছে। সামা ! অপ্সরী সামা মালা দিল কি না ইতোকে ? স্বপ্নাতীতাও তাহ'লে মূর্তি ধরে এ ম্লান

মর্ত্যে ? ইতিলোত্তমাকে ইতো বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল : সব তো বললে সামা—কেবল তুমি কে তা তো কই শুনলাম না। রহস্যময়ী বলল ম্লান হেসে : সে সেনাপতি শিগেহিরা কিয়োর কন্যা।

'শিগেহিরা কিয়ো! ইতোর সারা গায়ে কাঁটা দেয়! সে তো এ যুগের মানুষ নয়। কত হাজার বৎসর আগে যে তার দেহ ধরণীর পিঠে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মিলিয়ে গেছে!···তারই মেয়ে এই সামা!! ও কি এক মৃতা অমানবীকে মালা দিয়েছে ? কিন্তু তা কেমন ক'রে হবে! এই তো সামার বুকের ঢেউ ইতোর বুকের তটে! এই তো ওর সরস অধর—বিলোল নয়ন—সুগোল বাহু—পীবর বক্ষ—রেশমী কোমল সুগন্ধী কেশদাম! বার বারই ইতো ওকে চুম্বন করে, মিলনে পায় · কিন্তু ভয় আসে কই ? বরং আনন্দ উচ্ছ্বাসেই তো দেহ ওঠে কেঁপে···আর সে কী অসহ আনন্দ! মৃত্যুলীলা ছায়া-অতীতার সংস্পর্শে এ-হেন উদ্বেল আনন্দকল্লোল জাগতে পারে কখনো ?

'সামা বলে করুণ হেসে : আমি যে যুগ যুগ ধ'রে তোমার প্রতীক্ষা ক'রে আছি প্রিয়! আমার নেই জরা—না ক্লান্তি, নেই জন্ম—না মরণ। আছে কেবল প্রেমের আগুন—অনির্বাণ—অক্ষয়—ভস্মহীন শিখা। আর আছে তোমার অতীত প্রেমের স্মৃতি। তাই প্রতিবার তুমি নব তনু নিলে অতৃপ্ত তৃষ্ণায় আমি তোমার পিছু নেই প্রিয়তম, কিন্তু তোমাকে ছুঁতে না ছুঁতেই যে সব যায় ফুরিয়ে, তৃষা মেটে কই ?'

'সামাকে ইতো বুকে টেনে নেয় আবার। বলে : আর ফুরুবে না সামা। সামার অধরে সেই ছায়া হাসি···বলে : নিয়তি যে ইতো! প্রেমের সাধ্য কতটুকু বলো ? আজ রাত ফুরুলেই আমি যাব মিলিয়ে। দশবছর বাদে ফের দেখা হবে—তোমার জন্যে আমি আসব ফের। কিন্তু

এ দশবৎসরের বিরহ শুধু একরাত্রের মিলনসমাপ্তির জন্যে। ব'লে ওর অনামিকায় পরিয়ে দেয় একটি আংটি—মণির আংটি।

"'রাত পোহালো। সব গেল মিলিয়ে, সত্যি স—ব।...জলধারার মতন ব'য়ে যায় বৎসরের পর বৎসর। ইতোর এক একবার মনে হয় বুঝি স্বপ্নছায়া। গ্রামের লোককে জিজ্ঞাসা করে সে প্রাসাদের কথা। সকলে ওর দিকে চেয়ে থাকে অবাক হ'য়ে! প্রাসাদ! হাসাহাসি করে। ঐটুকু ছোট্ট গ্রামে। পাগল না কি? ও ফিরে আসে। বোঝে সবই মরীচিকা ...কিন্তু ঐ মণির আংটির দিকে চাইলেই মনে হয়: না তো। সব ছায়া হ'লে মণির কায়া রইল কী ক'রে? যতই কাঁদে ওর অন্তরাত্মা সামার জন্যে—মণিটিকে ধরে ততই বুকে চেপে—চুমো খায়। কুহকের আবেশ আসে ফিরে...মনে হয় সামার বুকের উচ্ছল রক্তস্পন্দন বুঝি বন্দী হ'য়ে আছে ঐ মণিটির মধ্যে।

" 'ক্রমে মণিটি হ'য়ে উঠল ওর ধ্যান জ্ঞান। তন্ময় হ'য়ে থাকে ও তারই দিকে চেয়ে। কারণ শূন্যতার বেদনা কাটে কেবল ঐ মণিটির ধ্যানে। দশ...দশটা বৎসর। ও শুকিয়ে যেতে থাকে। যতই শুকিয়ে যায় ততই মণির কুহক ওঠে রঙীন হ'য়ে, জীবনের স্পন্দন বাজে মন্থর ছন্দে।...

" 'এলো দশবৎসর বাদে ফুলশয্যার রাত। ওর তখন আর উত্থান শক্তি নেই। বোঝে...যে জীবন প্রদীপের তেল ফুরিয়ে এসেছে...শুধু তার তলানিটুকু পুড়তে বাকি...তবু কে যেন বলে ওর কানে: এখনো আশা আছে, কাটাও সামার মায়া...ঝেড়ে ফেল এ-কুহক—এখনো বাঁচতে

পারবে। ও হাসে···আশ্চর্য সেই সামার মতন ছায়াহাসি·· বাঁচবে?··· কিসের জন্যে? ঐ ঐ দেখ, আংটির মণি যে হেসে ওঠে, বলে—সব বেদনা সার্থক হবে আজ নিশীথ রাতে। জীবন ডাকে—আলোর কূলে। মরণ টানে—মণির অকূলে। মন বলে : কুহক। মণি বলে : বিনা কুহক বেঁচে হবে কী। ও বলে : হ্যাঁ, মালা দিলাম কুহককেই। ঠিক এই সময়ে সেই পরিচারিকা এসে ডাকে : এসো, সামা তোমার জন্যে পাঠিয়েছেন চতুর্দোল। আনন্দে অধীর হ'য়ে ও টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়। চতুর্দোল আসে এগিয়ে। স্বপ্নিতা এসেছে আজ···অ-ধরা দিয়েছে ধরা। ··ঐ ঐ চতুর্দোলের মধ্যে সে-ই তো···ও উঠে বসে দু হাত বাড়িয়ে··· প্রতিমাও হাত বাড়ায়···জীবনের দীপাধারে আলোর পুঁজি গেল ফুরিয়ে। ওর নিষ্প্রাণ দেহ পড়ে লুটিয়ে—চতুর্দোলের শেষ পৈঠায়।'···"

নির্দিশা

উৎসর্গ

শ্রীমতী স্নেহময়ী !

বেদনা হ'ল চেতনামণি—অকূলে পেলে দিশা ঃ
ধেয়ান দীপে জ্বলিল আলো—পোহাল কালো নিশা ।
অন্তরের স্বপ্নরাগে জাগিল চিররবি ঃ
স্মরণে তাঁরি বরণে তব স'পি এ-ব্যথাছবি ।

১৯. ৭. ১৯৩৮

মলয় বলল : "সেদিন সারারাত ঘুমতে পারি নি হেলেনা ! কেবলই মনে হয় যেন আমাদের চারদিকে থাকে একটা···কি বলব ?···ছায়ার ঘেরাটোপ···না, একটা পাতলা কুজ্ঝটিকার পর্দা···মায়ার ছবি···সামারই ম'ত ভোর হ'লেই যাবে মিলিয়ে কিম্বা যখন ধরা দেবে তখন প্রাণের যে-তৃষ্ণা তাকে চাইত সে-ই হবে অদৃশ্য—ইতোরই ম'ত। মনে রণিয়ে উঠতে থাকে যুমারই প্রশ্ন নানা রেশে : 'কোন্‌টা সত্য কেউ কি জানে মলয় ? নিরাশার তন্তু দিয়েই যে তার আশার জাল বোনা—সাধ্য কি তার প্রাণ-পতঙ্গ সে-জাল কেটে বেরিয়ে আসবে ?' "

হেলেনা মৃদু স্বরে বলল : "তারপর ?"

মলয় বলল : "রাতে মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল কত রঙের যে আলো ছায়া হাওয়া ধূলো···সে বিচিত্র হেলেনা। এক একটা মুহূর্ত আসে না যখন আমাদের বাঁচার ছন্দ যায় বদ্‌লে ?···এ-রাতটা কেটে ছিল সেই ছন্দে। তোমাকে বলেছি না আমাদের গানে দূন চৌদূন দুরকম লয় আছে ? একই সুর একই চরণ দ্বিগুণ চতুর্গুণ গতিবেগে ছোটে। ভাবটা এই যে শ্রোতার প্রাণমনও তাতে সাড়া দিক দ্বিগুণ চতুর্গুণ তীব্র শিহরণে ···এক একটা কথায় এক একটা চমকে আমাদের ধমনীতে বিদ্যুৎ ওঠে জেগে এই দুনো ভাবে চারগুণ ছন্দে। তখন সে-বিদ্যুদ্দামে দেখতে পাই আমরা কত ছায়ামূর্তি ! শিউরে উঠি দেখে হাজারো আবছা স্পন্দনকে যারা গা-ঢাকা হয়ে থাকে আমাদের চেতনার কোন্ পাতাল পুরীতে ! তীব্র-নিবিড় অভিজ্ঞতা কেমন ? যেন অচিন আলোর ঝল্‌কানি—যার প্রসাদে

আঁধারের প্রতি কালো-কণায় যেন জ্ব'লে ওঠে দৃষ্টিপ্রদীপ—না দৃষ্টিমশাল …নিজের সঙ্গে হয় মুখোমুখি।…

"হ'ল আমারও মুখোমুখি নিজের এই সব অস্বীকৃত গতিবিধি মতি-গতির সঙ্গে। এদের স্বরূপ বড় বিচিত্র হেলেনা : প্রতি বিভাবই দুটো উল্টো—কী বলব ?—স্পন্দনে জীবন ছন্দে রচিত : আলোয় ছায়ায়, সত্যে মিথ্যায়, স্বপ্নে জাগরণে। একটা চায় আকাশ, অন্যটা—মাটি। একটা বরণ করে কামনাকে, অন্যটা—বৈরাগ্যকে। একটা চায় যুমাকে ঈপ্সিতা রূপে…অন্যটা তাকে প্রত্যাখ্যান করে মায়াবিনী ব'লে…কুহকিনী জেনে। একটা অংশ অসহ পুলকে কেঁপে ওঠে ভাবতে যুমার দেহসুষমার কথা—চায় সে আবর্তে মজতে : অন্যটা বিপদে লুটিয়ে পড়ে ভাবতে এ-পিঞ্জরের বন্ধনদশা, চায় নীলের ডাকে উধাও হ'তে। ছাড়তে ব্যথা বাজে…অথচ হাত বাড়াতেও মন সরে না"· একটু থেমে : "যুমারই একটা কবিতা মনে পড়ে ও লিখেছিল আগের দিনই প্রদোষ-আঁধারে :

'বিদায় দিতে বেদনা বাজে হায় !
অতিথি কোথা ?—সে যে গো মরীচিকা !
আদর-ডোরে পরাণ যারে চায়
নহে সে আলো—শুধু—দাহনশিখা।
স্বপ্নপাখি কাঁদিয়া ওঠে নিতি :
নীলিমা কোথা ?—সোনার খাঁচা এ যে !
তবু গগন ছাড়ি' বাঁধন-প্রীতি
আশানূপুরে কেমনে ওঠে বেজে !'"

—"সুন্দর কিন্তু—"

—"বললে না ?"

-"না—থাক্ এখন।"

-"এখনই বলো, লক্ষ্মীটি !"

হেলেনা ম্লান কণ্ঠে বলে : "কী বলব মলয় ? এ দোটানা কার মনের অতলে নেই বলো ?—অথচ আলেয়া জেনেও তবু মানুষ হাত না বাড়িয়েও পারে না—যুগ যুগ ধ'রে ধূলোবালিতেই তো সে খোঁজে পরশ-পাথর—কামনার ঢেউয়েই চায় আনন্দের দোলনা।"

নিস্তব্ধতা ভাঙে প্রথম হেলেনাই : "অবেলায় অমন নিশুতি রাত কেন মলয় ?" হাসতে চেষ্টা করে।

মলয় চম্‌কে ওঠে।

—"চম্‌কালে যে !"

—"নিশুত রাত শুনে মনে পড়ল সেদিন নিশুত রাতে একটা ছবির কথা—তাই।"

—"ছবি ?"

—"আমার মাঝে মাঝে দর্শন মতন হয় না ? যাকে ইংরাজিতে বলে vision."

—"কী দেখলে ?"

—"য়ুমা এক সাগর তীরে দাঁড়িয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে—ময়ূর-আঁকা সেই কিমোনো প'রে। আকাশে রঙের আগুন লেগেছে। ওর দেহের চারপাশে তাদের ঝালর চক্রাকারে ঘুরছে।"

—"আগুনের ঝালর ?"

—"ঝর্ণাও বলতে পারো। সে বর্ণনা হয় না। কারণ ঝর্ণার

ফিনকির চেয়ে তারা অনেক বেশি স্থূল প্রত্যক্ষ। মনে হ'ল যেন তারা ওকে বাঁচাতে আগুনের দুর্গ রচনা করছে ওর চারধারে।"

—"তার পর ?"

—"হঠাৎ দেখলাম ম্যাককে। হাতে তার ইস্পাতের খাঁড়া—তলোয়ার নয়—আমাদের বাংলা খাঁড়া। এলো সে ওর কাছে...ওকে কাটতে খাঁড়া উঠোতেই আগুনের ঝালরগুলো মূর্ত্তি নিল যেন...হ'ল নানারঙা ফুল। ম্যাক খাঁড়া নামালো। ফুল যে—কাটবে কোন্ প্রাণে ! এমন সময় য়ুমা ডাকল—তেম্নি ভাবে মুখ ঢেকেই 'মলয় !' বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল। এত স্পষ্ট স্বর সে—হেলেনা !..."

—"তার পর ?"

—"সে ডাক শুনতে না শুনতে ম্যাকের হ'ল রূপান্তর। দেখলাম সভয়ে : ওর চোখ মানুষের নেই আর...ক্ষুধা জিঘাংসা ক্রোধ সে চোখে ঐ খাঁড়ার মতনই লক লক করছে। আবার তুলল খাঁড়া। আমার স্পষ্ট মনে হ'ল যেন আমিই য়ুমার চারদিকের আগুনের ঝালর বা নানারঙা ফুলের ফোয়ারা। বিচিত্র সে-অনুভূতি। বুকের মধ্যে ভয়ের মেঘ ডেকে উঠল। কিন্তু আমি স্থান ছাড়লাম না। আমার ফুলের ফোয়ারায় জাগল যেন পাষাণ-প্রতিজ্ঞার প্রতিরোধ-শক্তি। য়ুমাকে রক্ষা করতেই হবে এ খাঁড়ার আঘাত থেকে। অনুভব করলাম ফুলও প্রেমে বর্ম হ'তে পারে। ওর খাঁড়া পড়ল আমার লক্ষকুসুম বুকে কিন্তু অম্নি ভেঙে গেল শতখান হ'য়ে...ঝন্ ঝন্ ঝন্...অম্নি ঘোর গেল ভেঙে...ছবি গেল মিলিয়ে।"

—"তার পর ?"

—"ঘড়িতে দেখলাম রাত পৌনে চারটে।—বুকের মধ্যে কেমন ক'রে

উঠল : যুমার কোনো বিপদ হয়েছে নিশ্চয় ! এমন একটা বিষাদ এল ছেয়ে—পেয়ে-হারানোর আক্ষেপ…যদি তাকে ছেড়ে না আসতাম তবে হয়ত হারাতাম না।…ধমনীর রক্তস্রোতে তীব্র তৃষ্ণা জেগে উঠল ওর জন্যে। ছুটলাম ওর হোটেলে। তাকে যে আমার চাই-ই…যত বিপদই হোক তার তাকে রক্ষা করতেই হবে আমার বুক দিয়ে। মুহূর্তে মনে হ'ল : ম্যাকের ম'ত চিরশত্রু আমার আর নেই থাকতে পারে না। একবারও মনে হ'ল না আর তার বন্ধুত্বের কথা। মনে হ'ল ও যুমাকে হত্যা করবেই আমি না বাঁচালে…এম্‌নিই মানুষের অহমিকা হেলেনা…প্রেমের আত্মম্ভরিতা। অক্ষমের জাঁক · পৌরুষ বিলাস ! ·"

—"তার·পর ?" বলে হেলেনা অস্ফুটে।

—"রাস্তায় বেরিয়ে ছুটলাম সত্যিই। হোটেলে পৌছতেই সেই ছ'ফুট লম্বা দরোয়ান বলল : ফ্রয়লাইন ফুজিসাওয়ার একটি জরুরি চিঠি আছে। —'জরুরি চিঠি !' সে বলল : 'তিনি শেষ রাতের ট্রেনে হাম্বুর্গ চ'লে গেছেন। ব'লে গেছেন এ চিঠিটা নিজে আপনার হাতে দিতে।' ব'লে তার চিঠির বাক্স খুলে একটা মোটা লেফাপা দিল আমার হাতে। আমি বিহ্বলের মতন সুগন্ধি ধূসর খামটির পানে খানিক চেয়ে রইলাম। তারপর ওকে জিজ্ঞাসা করলাম : 'ডাক্তার কি রাত্রে ফের এসেছিলেন ?' ও বলল : 'না, তবে আপনার বন্ধু হের্ ম্যাকার্থি এসেছিলেন রাত এগারটার সময়।'—'ম্যাকার্থি ? সে কি !' ও বলল : 'তাঁকে ঢুকতে দিই নি অবশ্য, তবে তিনি একটি চিঠি দিলেন, ফ্রয়লাইন ফুজিসাওয়াকে দিয়েছিলাম।' বললাম : 'কত রাত্রে ?' ও বলল : 'ঐ সময়েই রাত স' এগারটা হবে। হের্ ম্যাকার্থি লাইব্রেরিতে ব'সে খস্ খস্ ক'রে তক্ষুনি তক্ষুনি কী লিখে বললেন ফ্রয়লাইন ফুজিসাওয়াকে দিতে।'"

* * * * *

-"তার পর ?"

-"চিঠিটা পড়লাম সেখানেই—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।"

-"কী লিখেছিল ?"

-"শুনবে ?"

-"আছে কাছে ?" বলে হেলেনা সাগ্রহে।

-"আছে—আমার কেবিনে। এক্ষুণি নিয়ে আসছি।"

২

ঘরে ঢুকেই মলয় থম্‌কে দাঁড়ায়।

হেলেনা মূর্ছা গেছে।

—"নোরা! নোরা!"

অডিকলোন—ঠাণ্ডা জল—মাথার কাছে ব'সে নোরা ছোট্ট একটা জাপানি হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করে।

নোরা মুখ তুলে তাকায় মলয়ের পানে: "তুমি এখানে বন্ধ হ'য়ে রয়েছ কেন ভাই—যাও না ডেক্‌-এ একটু বেড়িয়ে এস।"

—"মূর্ছা ভেঙেছে?"

—"একটু আগে ভেঙেছে—এখন ঘুমচ্ছে।"

হেলেনা চোখ মেলে হাসে···ম্লান হাসি: "না ঘুমই নি।"

—"কিন্তু ঘুমতে হবে যে দিদি!"

—"তেমন দুর্বল তো কই বোধ হচ্ছে না।—একটু মাথা ঘুরে উঠেছিল মাত্র।"

—"কথা কোয়ো না এখন হেলেনা।"

—"চিঠিটা?"

—"সে পরে হবে—এখন ঘুমও তো।"

—"তুমি ঘর থেকে না বেরুলে দিদি ঘুমবে ভেবেছ ?" নোরা বলে হেসে।

—"সত্যি হেলেনা, আমি যাই বাইরে—তুমি অন্তত কিছুক্ষণ তো ঘুমিয়ে নাও।"

—"দেরি করবে না ফিরতে !" হেলেনা বলে, "ঘুম আমার হবে না।"

—"নিশ্চয় হবে," নোরা ধমক দেয়, "না, আর কথাটি নয়, লক্ষ্মীটি, কথা-কাটাকাটি রেখে তুমি একটু যাও না ভাই বাইরে—ঘুম যদি ওর না হয় তোমাকে ডেকে আনলেই তো হবে।"

—"সেই ভালো" ব'লে হেলেনার কপালে আদর ক'রে একটু হাত বুলিয়ে মলয় বেরিয়ে যায়।

৩

ভাবনার কি অন্ত আছে? কিসে কী যে হয়···একটা ঢেউয়ের রেশ পৌঁছয় যে কোন্ দূরের তটে···কেউ কি জানে?

ডেক্-এ বেড়ায় মলয় মন্থরভঙ্গে···

*

সন্ধ্যা। সূর্য পাটে নামে নি তবু সন্ধ্যা বই কি।

সকাল থেকে এতক্ষণ মলয় খেয়েছে ঘুমিয়েছে ভেবেছে··· সময়ও কেটে গেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। হেলেনাকে মাঝে মাঝে দেখে এসেছে। সে বেশি জাগে নি। কালকের সারারাত জাগার ফল না ফ'লে পারে? দেহ ধার দেয় দরকার হ'লে, কিন্তু সুদ চায় সে-ও। কয়দিনের দুশ্চিন্তা উদ্বেগ অনিদ্রার পরে হেলেনা ঘুমোলো শিশুর মতন—সকাল থেকে সন্ধ্যা। ওদিকে প্রফেসরেরও ঘুমের যতি নেই। নোরা হাজিরি দেয় দুজনারই কাছে—কখন কার কী যে দরকার হয় একা ও-ই জানে।

মলয়কে নোরা জোর ক'রে কেবলই ডেক্-এ পাঠায়, বলে: "ভাবনার পালা তো ভাই তোমার সবে আরম্ভ, এখন একটু জিরিয়ে নিলেই বা সেবার ভারটা আমার কাঁধে চাপিয়ে।"

*   *   *   *   *

মনের তরঙ্গকল্লোল থামে না তো! সামনের ঐ অশ্রান্ত বীচিমালার মতনই চিন্তারাও গতিদীক্ষিত—লক্ষ্যহীন। কে যে কার গায়ে

ভেঙে পড়ে···কোন্ আঘাত কাকে প্রতিহত করে···কে যে কাকে দেয় ঠেলে···

কথা···কথা···কথা ! মানুষ এত কথা বলে—কিন্তু সে কি বলে ? না, তাকে দিয়ে বলিয়ে নেয় আর কেউ ? অন্তত কথক যে কথার নিয়ন্তা নয় এ কে না লক্ষ্য করেছে ! অথচ তবু কে না মনে করে যে সে যা যা বলছে সবই তার নিজের স্বাধীন মনোবৃত্তির ফল ? কে না বিশ্বাস করে যে কর্মজগতে সে নিত্যই বাঁধা পড়লেও চিন্তাজগতে নিত্যই পায় ছাড়া ?

কিন্তু পায় কি ? সত্যিই কি কথার ঢেউ ওঠে চিন্তার বাতাসে ? যদি বলি এ চিন্তার বাতাসও বয় নানান্ অলক্ষ্য চাপে—তাগিদে ?

এ-ও কি সৌখিনিয়ানা ?—ভাববিলাস ? না তো। তা যদি হ'ত তাহ'লে এক একটা ছোট কথার দম্‌কা হাওয়ায় যুগান্তরের দুর্যোগ ঘনিয়ে আসত কি ?

আজ ওর মনে হয় কেবলই যে বাক্যতরঙ্গও ঘটায় অঘটন। নইলে মনের পটে এক একটা ছোট কথার আঘাতে যে ছাপ পড়ে সে-ছাপ আর কোনদিনও মোছে না কেন ? য়ুমার কত কথার ইঙ্গিতে, অঙ্গীকারে, আশ্বাসে, বেদনায় ওর ভেতরটা কি বদ্‌লে যায় নি অনেকখানি ? হেলেনার কথায় কত কী ছবি ওঠে নি জেগে ওর নিজের মধ্যে ? আর শুধু চিন্তাই তো নয়—কতরঙা আত্মপরিচয় ! কত কথায় ওকে সে কাছে টেনেছে। কিন্তু—ওর খটকা লাগে ফের—আবার কত কথায় কি দূরে সরায় নি ? কথা কি শুধু কূলই দেয়—অকূলেও টেনে আনে না কি ? শুধু যে কর্মফলেই মানুষ দিশাহারা হয় তা তো নয়—কথার মায়াও তো আড়াল আনে, ভুল বোঝায়, নয় কি ? কথার আলোয় মানুষ পরস্পরকে যা দেখে সে-ই কি ঠিক দেখা ?

বিষাদ আসে ছেয়ে। কে বল্‌বে যে কথা দিয়ে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে? কত সময়েই তো ভাষা থই পায় না—নিজের নিবেদন জানাবে কে? প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে নিজেকে বোঝাতে কিন্তু কথার রেখায় নিজের যে-ছবি ফোটাই সে-ছবি আমরা নিজেরাই কি নিজের ব'লে চিনতে পারি সব সময়ে? হেলেনার কত কথা কি ওকে ভুল বোঝায় নি, হেলেনার সুখের 'পরে আলো ফেলে দুঃখের পরে ছায়া আনে নি? মানুষ বলতে যায় এক—লোকে বোঝে আর। এর প্রতিকার কোথায়?

ওর বুকের ভিতরটা এমন ক'রে ওঠে কেন? এবার এত যে কথা হ'ল হেলেনার সঙ্গে—খতিয়ে তার ফল হ'ল কী? কথার ঢেউয়ে ঢেউয়ে উভয়ের মন কোথায় ভেসে গেল কে দেবে তার দিশা?

এ কী সব চিন্তা?

কেন এমন সব ভাবনা ভিড় ক'রে আসে? মনের অতলে কার সুর বাজে :

যে আলোরে চাও—তার পিছে ধাও কথার তরণী বেয়ে
সে কি কাছে আনে? তবু তারি টানে কার পানে যাও ধেয়ে?
আপনারে চাই দিতে—নাহি পাই অবকাশ···হায় মায়া!
তবু কথা বলি···কার আশে চলি···কায়া কি ছায়ারো ছায়া?—

—"কে?—নোরা?"

—"হ্যাঁ মলয়।"

—"হেলেনা—"

—"ডাকছে তোমাকে।"

—"সুস্থ হয়েছে?"

—"হ্যাঁ ভাই—তবে—"

—"কী ?"

—"কিছু যদি মনে না করো—"

—"সে কি কথা নোরা—তুমি কি জানো না—"

—"জানি জানি," নোরার গাল দুটি লাল হ'য়ে ওঠে, "বলছিলাম আর কিছুই না—দিদি বেশ ভালো আছে—তবে জানোই তো ওকে—একটু বেশি অভিমানী···"

—"এ জানতেও কি খুব বিচক্ষণ হ'তে হয় নোরা ?"

—"তাই—আর কিছু নয়—একটু সাবধানে কথা বোলো আর কি—যদিও জানি যে একথা বলা আমার পক্ষে অশোভন—"

মলয় ওকে কাছে টেনে নিয়ে গাঢ় স্বরে বলে : "ছি নোরা !"

নোরার চোখে জল উপ্‌ছে পড়ে : "আমার বড় ভয় করে ভাই" বুকে মাথা রাখে।

"আর কাঁদে না বোন্।"

নোরা মাথা তোলে···চোখের জলে হাসির আলো···এমন সুন্দর দেখায় ওকে এদেশের প্রদোষালোকে।···

—"না। কাঁদব না আর। তাছাড়া—"

মলয় তাকায় জিজ্ঞাসু নেত্রে।

—"কেঁদে কী হবে বলো ?—যা ঘটে তার পিছনে থাকে অনেক কিছুর ধাক্কা—কথার মিনতি অশ্রুর অনুরোধ তারা কি মানে ভাই ?—না আর দেরি কোরো না—দিদি তোমার পথ চেয়ে আছে। সেও—" বলতে বলতে ওর স্বর রুদ্ধ হ'য়ে আসে ফের—"কত একলা জানো তো !"

*

হেলেনার কেবিনে টোকা দেয়···

মনে ঘোরা-ফেরা করে কেবল নোরার শেষ কথাটি: হেলেনা বড় একা। হায়, আপন মনে হাসে ও, যেন আর সবাইয়েরই দোসর আছে এজগতে!···মনে গুনগুনিয়ে ওঠে কবেকার শোনা একটি গানের কয়েকটি চরণ:

তরুশাখে ফুল একা
কারে চায় দুলে দুলে?
নীড়ে পাখি চায় দেখা
কোন্ ঘুমে আঁখিকূলে?

নদী ওই এঁকে বেঁকে
কারে বা ঘেরিতে চায়?
জানে কি কারে সে দেখে
নিসঙ্গ নিলিমায়?

নিরালার ছায়াবুকে
প্রাণ চায় কারে সাথী?
ঊষাকল্লোলসুখে
ডাকে···ডাকে কোন্ রাতি?

৪

—"এসো মলয় !"

কী সুন্দর যে দেখায় ওর ঈষৎ ক্লান্ত শুভ্র মুখখানি ঘরের স্নিগ্ধ পীতাভ আলোয় !

চুম্বনে চুম্বনে ওকে মলয় ছেয়ে দেয়। আবেশে স্তিমিত হ'য়ে আসে তনুমন !··

*　　　*　　　*　　　*

—"ফের চোখে জল !"

—"কি জানি কেন। পোড়া চোখ দুটো আজ কেবলই বাদ সাধছে ! কেবলই মনে হচ্ছে—"

—"কী ?"

হেলেনা উত্তর দেয় না—শুধু ওকে আঁকড়ে ধরে—বুকে মুখ ডুবিয়ে।

—"অত কাঁদে না লক্ষ্মী !"

হেলেনা হঠাৎ মুখ তোলে : "মলয় !"

—"কী হেলেনা !"

—"আচ্ছা, ইংরাজিতে যাকে প্রিমনিশন বলে সে কি সত্য ?"

—"জানি না হেলেনা। ওসব হ'ল অতল ছায়ার রাজ্য, বুদ্ধি ওখানে ঠিক থই পায় না।"

"কিন্তু একথা কেন হঠাৎ ?" মলয় শুধায়—একটু থেমে।

—"আমার কত কী যে মনে আসছে আজ ভিড় ক'রে !"

—"অচিন অতিথিদেরকে সব সময়ে আবদার না-ই দিলে—"

হেলেনার দেহ হঠাৎ কেঁপে ওঠে থরথরিয়ে।

—"ও কি ?"

—"যদি—"

—"তোমার আজ হয়েছে কি বলো তো !"

হেলেনা কান দেয় না : "যদি ম্যাক আসে ?"

—"কোথায় ?"

—"এখানে, কিম্বা কোপেনহেগেনে ! কালই ভোরে সেখানে পৌছব তো ?"

—"পাগল তুমি ?"

—"পাগল না মলয় ! আমি একটু আগে স্বপ্ন দেখেছি ম্যাক কাকে যেন চড়োয়া হ'য়ে—"

-"ফের ?"

—"আমাকে ক্ষমা কোরো মলয়", হেলেনা বলে, "আমার বড় দুর্বল বোধ হচ্ছে আজ।"

—"ঘুমবে একটু ?"

—"না মলয়। আমার মনে হচ্ছে ম্যাক আবার বিপদ ডেকে আনবে। —আর—একা সে-ই নয়।"

—"আর কে ?" শুধায় মলয় অনিচ্ছুক সুরে।

—"আর কে হ'তে পারে বলো ?"

মলয় মুখ নিচু করে।

—"মলয়, একটা সত্য কথা বলবে আমাকে ?" বলে ও হঠাৎ।

—"কী ?"

—"তোমাকে—স্পষ্ট ভাষায়ই কথা কই—তোমাকে ম্যাক যদি আক্রমণ করে ?"

—"ছি হেলেনা ! ম্যাককে তাই ব'লে ঘাতক মনে কোরো না।"

—"ঘাতক মনে করছি না—কিন্তু মানুষ অসুস্থও তো হয় প্রতিহিংসার ঝোঁকে।"

—"ম্যাক এমন কিছু অসুস্থ নয় যে—"

—"কেমন ক'রে জানলে ?"

—"শুনবে ? যুনার চ'লে যাওয়ার পরই আমার টাইফয়েড হয়। ম্যাকই শুশ্রূষা ক'রে আমাকে বাঁচিয়ে তোলে।"

—"ম্যাক !!"

—"হ্যাঁ হেলেনা। আর শুধু তাই নয়—আমি সেরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ছোঁয়াচে সে-ও পড়ে ঐ জ্বরেই। কিন্তু আমাকে কাছে ঘেঁষতেও দেয় নি —চ'লে যায় একলাই আরোগ্যালয়ে—আমাকে না ব'লে।"

—"ঠিক ধরতে পারছি না মলয় !"

—"সে তোমার বুদ্ধির দোষ নয় হেলেনা—সে আমাদের সভ্যতার দোষ।"

—"মানে ?"

—"আমরা যে-সভ্যতার এত জাঁক করি তার দূরবীণ বলো অনুবীণ বলো কম্পাস বলো হাল বলো সবই তো ঐ বুদ্ধিকাণ্ডারীর হাতে।"

—"কী বলতে চাইছ ?"

—"বুদ্ধির অন্তর্দৃষ্টি বড় জোর ত্বক্ পেরিয়ে শিরা অবধি পৌঁছয়—মজ্জা অবধি না।"

—"একথা কি সত্য মলয় ?" হেলেনা বলে চিন্তান্বিত কণ্ঠে, "মানুষকে

আমরা যে আজ এতটা জেনেছি চিনেছি তার জন্যে বুদ্ধির গুণপনা কি অকিঞ্চিৎকর !”

—“অকিঞ্চিৎকর বলি না—কেবল—”

—“কী !”

—“ব’লে বোঝানো কঠিন হেলেনা,” মলয় বলে থেমে থেমে চিন্তিত সুরে, “তবে আমার মনে হয়···যে আমাদের জ্ঞানের দৌড়···খুব বেশি নয়।”

—“একথা সময়ে সময়ে আমারও মনে হয় মলয়,—কার না হয় বলো ? কিন্তু—”

—“কিন্তু ?”

—“সেই সঙ্গে আবার প্রশ্ন জাগে—সবই তো বুঝলাম, কিন্তু বুদ্ধি ছাড়া আর কোনো কাণ্ডারী আছে কি জীবনের অকূল-পাথারে ? দৃষ্টিবর কি আর কেউ দিতে পারে ?”

—“দৃষ্টি হেলেনা ?” বলে মলয় মৃদু সুরে, “বুদ্ধির যদি তেমন ধ্যানদৃষ্টিই থাকবে তাহ’লে মানুষ এখনো এত হাত্‌ড়ে বেড়ায় কেন—প্রতি পদে এত স্খলন হয় কেন—বলবে আমাকে ?”

—“বুদ্ধি যদি দিশারি না-ই হয় তাহ’লে মানুষ এত কথাই বা বলে কেন তুমি বলবে আমাকে ?” বলে হেলেনা—হঠাৎ ‘তুমি’-র ’পরে জোর দিয়ে।

—“কেউ কি জানে হেলেনা ?” মলয়ের মুখে বিষাদের ছায়া আরো ঘনিয়ে আসে—“কার টানে যে আমরা চলি কোন্ ঝাপ্‌সা মোহানায় !···ইতোর তবু তো ছিল মণির কুহক—আমাদের আছে শুধু কথার দিশা।”

মলয়ের মুখে ফুটে ওঠে নাম-না-জানা হাসি।

হেলেনা একটু ভাবে : "তাহ'লে এই-ই কি তুমি বলতে চাও যে আত্মপ্রকাশের শিল্পের এত শত আকুতি সব মিথ্যা ?"

—"সব—মিথ্যা বলি না।"

—"দিশা দেয়—না, দেয় না বলবে সোজাসুজি ?"

—"হেলেনা, বলতে কেমন যেন ব্যথা বাজে, কিন্তু একটু শান্তভাবে ভেবে দেখ দেখি নিজেকে মানুষ আগে চিনবে তবে তো প্রকাশ করবে ? যে নিজেকে জানেই না সে প্রকাশ করবে কোন্ মায়া-আমিকে ?"

হেলেনা একটু চুপ ক'রে থেকে বলে : "তাহ'লে এই-ই কি তোমার মত যে মানুষ যুগ যুগ ধ'রে তার আমি-কে ভুল চিনে শুধু ঘুরেই মরছে এই মায়া-আমির চারদিকে ?"

—"অতটা বললে একটু বেশি বলা হবে হয়ত," বলে মলয় চিন্তাবিষ্ট সুরে, "তবে—কিন্তু থাক এ-আলোচনা—"

—"না মলয়—বলতেই হবে তোমাকে।"

—"কী বলব বলো দেখি ?"

—"মানুষ এগিয়ে সামনের দিকে চলেছে, না পিছন বাগে ?"

—"গেছি, গেছি—এতবড় প্রশ্নের উত্তর দেব আমি ?—যে নিজের নাগাল পেতেই নাস্তানাবুদ হয়ে মরল ?"

—"এ-অজ্ঞতা ঘোচে না কেন ? দিশা কি আমরা সত্যিই চাই না, তোমার মতে ?"

—"হঠাৎ মনে পড়ল শেষদিনে যুগার একটা কথা !"

—"যথা ?"

—"বলেছিল সে যে আমাদের এই অজ্ঞতার কুহকই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে—যেমন ইভোকে বাঁচিয়ে রেখেছিল মণির কুহক।"

—"এ প্রসঙ্গে মনে পড়ল একটা গল্প—তোমাদেরই এক সাধুর জীবনীতে পড়েছিলাম কিছুদিন আগে।"

—"বললেই না হয়?"

—"গুরু শিষ্যকে দিয়েছিলেন দৈবী মন্ত্র একটি গাছের পাতায় লিখে। বললেন: 'এ পাতাটি মুঠো ক'রে ধ'রে সমুদ্রে হেঁটে চ'লে যাও।'—শিষ্য অগাধ বিশ্বাস—চলল,—আশ্চর্য, ডুবল না তো! দেখিই না, কী এমন অদ্ভুত মন্ত্র লেখা আছে পাতাটিতে! মুঠো খুলে দেখে শুধু 'ওঁ'। ও মা! শুধু এই! ভাবা—কি ডোবা।"

—"এ কিন্তু গল্প নয় হেলেনা," বলে মলয় প্রীতকণ্ঠে, "এ সত্য। অন্তত যত দিন যায় ততই আমার মনে হয় যে ঠিক এম্‌নি ভাবেই অজ্ঞান আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে—অন্তত এ জগতের অবস্থা এখন এমন যে সত্য দৃষ্টি পেলে শতকরা নিরানব্বই জন ঐ শিষ্যটির মতনই যেত অন্ধতার তরঙ্গে বা নিরাশার অতলে তলিয়ে—নইলে হয়ত আঁধার আজও বাহাল থাকত না।"

হেলেনা চুপ ক'রে রইল খানিকক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে।·· পরে বলল: "কিন্তু এই যে অতলস্পর্শী অন্ধকার—এর তল মিলবার কি কোনো উপায় নেই?"

মলয় ম্লান হাসল: "থই যে পেয়েছে সে ছাড়া আর কে দেবে এর উত্তর বলো?"

—"কিন্তু যদি চাই আমরা—পাব না থই? পাওয়া যায় না?"

মলয় একটু চুপ ক'রে থাকে, পরে বলে: "আমার কি মনে হয় শুনবে?"

—"শুনতেই তো চাইছি মলয়, আর তোমার কাছে শুনতে চাইছি কেন জানো?"

মলয় হাসে : "অন্তত আমি জ্ঞানী ব'লে যে নয় এটুকু জানি।"

—"ভুল বললে। তুমি জ্ঞানী নও কিন্তু সন্ধানী। আমিও তাই। তাই তোমার দীপ্ত জ্ঞান না থাকলেও আমাকে কিছু আলো দিতে পারো তুমি।"

—"কোন্ প্রদীপের বরে শুনি ?"

—"তোমার সন্ধান-প্রদীপের। মলয়, প্রতি চাওয়ার মধ্যেই কি জ্বলে না আলোর চকিত আভাষ ? শিখার দিশারি সন্ধ্যা না দেখালে জীবনের এই অশ্রান্ত তুফানে কি চাওয়ার কোনো বাতি এক মুহূর্তও জ্বলত মনে করো ?"

মলয়ের হৃদয়ের কোন্ একটা তার বেজে ওঠে গভীরে ! এমন কথা মানুষ কত কম বলে···কত কম শোনে ! উদাস চিন্তার ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে চলা···কী মধুর !

মনে হয় কত কথা !···শেষ দিনে যুমা সেই যে বলেছিল : "কথার মতন কথা আমরা বলতে চাই না মলয় তাই শুনতেও পাই না। পরস্পরের কাছে আমরা দাবি করি শুধু হাল্কামি—মিথ্যা পালে ঠুনকো বাতাসেই চলতে চায় আমাদের স্বপ্নহারা মায়াতরী !"

কী সুন্দর কথা বলত সে !

হেলেনাও বলে সুন্দর···কিন্তু দুজনার ছন্দ একেবারে আলাদা। হেলেনার মধ্যে আছে চেতনার আভা, যুমার মধ্যে ছিল প্রকাশের দ্যুতি।

কাকে চায় ও ? কার কথায় মন ভরে বেশি ?

ভাবে···ভাবে···ভাবে···

কিন্তু দিশা মেলে কি ?···

—"কী ভাবছ?"

"—এমন কিছু না—" মলয় চম্‌কে ওঠে।

হেলেনা হাসে: "এমন কিছুই।"

মলয় শুধু হাসে···কথা কয় না।

—"পড়ো তার চিঠিটা।"

মলয় তাকায় ওর পানে: "থাক্ না এখন হেলেনা।"

—"না, থাকবে না। চিঠিটা আনতে গেলে, অথচ হ'ল না পড়া।"

—"নোরা বলছিল," মলয় বলে সকুণ্ঠে, "তোমার মনে লাগতে পারে এমন কোনো আলোচনা—"

—"আমাকে তোমরা সবাই কেন এত দুর্বল ভাববে মলয়!" হেলেনার ঠোঁটদুটি অভিমানে কেঁপে ওঠে।

—"না না—"

—"না আবার কী? তোমরা প্রতিপদে চাও আমাকে চলতে! এটুকুও কি তোমরা বোঝো না যে জীবনে যার সঙ্গে পদে পদে সন্তর্পণে ব্যবহার করতে হয় তার সঙ্গে আর যাই হোক না কেন অন্তরঙ্গতা হয় না?—তোমার কেবলই—"

মলয় ওর মুখ চেপে ধরে: "ব্যস্ হেলেনা ব্যস্, আমার দিব্যদৃষ্টি খুলেছে —আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার সঙ্গে কী রকম বেপরোয়া ব্যবহার করা কর্তব্য।"

ওরা হেসে ওঠে···স্বচ্ছ হাসি।

গুমট কাটে এতক্ষণে।

৫

আরো কাছ ঘেঁষে বসে ওরা। মলয় মৃদুস্বরে পড়ে য়ুনার চিঠিটা—হেলেনা ঝুঁকে চোখ বুলিয়ে যায়…

"বন্ধু

রাত বারোটা। তুমি চ'লে গেলে বোধ করি ঘণ্টা দুই ঘুমতে পেরেছিলাম। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে কানে এল পরিচিত কণ্ঠস্বর—ম্যাকের। পাশের করিডোরে। বিছানা থেকে উঠলাম। এল ওর চিঠি—তাতে লেখা :

'য়ু—তুমি এখান থেকে চ'লে যাও—দূরে। আমি ঢের সয়েছি—আর সইব না—সইতে পারব না। তবু যদি থাকো এখানে, হয়ত আমার আচরণের জন্যে আমি দায়িক থাকব না। মলয় থাকে আমার পাশের ঘরে—আমার কাছে আছে ছনলা পিস্তল। আর মিথ্যা ভয় আমি দেখাই না তুমি জানো।"

—"বলি নি?" হেলেনা মলয়কে আঁকড়ে ধরে—ওর বুকের স্পন্দন সে শুনতে পায়।

—"কিন্তু সে এখন বহুদূরে—"

—"যদি আসে—"

—"কী যে সব বাজে দুর্ভাবনা—শোনো—"

* * * * *

"ম্যাকের চিঠিটা প'ড়ে আমি প্রথম সত্যি ভয় পেলাম মলয়। যতক্ষণ ও 'আমাকে' ভয় দেখাচ্ছিল—সত্যিই ভয় আসে নি—একটুও নয়।

কারণ—কেন জানি না—আমার মনে হয় আমাকে বিধাতা দীর্ঘায়ু দিয়েছেন বহু লোককে ক্ষণায়ু করতে।—কিন্তু যখন ও 'তোমার' প্রাণহানির ভয় দেখাল তখন বিচলিত না হ'য়ে পারি? বলো তো। বিশেষত যখন তোমাকে আমাদের এ আবর্তে টানার জন্যে একরকম আমিই দায়ী।"

হেলেনা বলল: "আচ্ছা, ম্যাকও ঠিক ঐ সময়ে হাইডেলবর্গে গিয়েছিল কেন? তুমি যাবে টের পেয়েছিল না কি?"

—"কী ক'রে পারবে? কোথায় য়ুমা আর কোথায় আমি—"

—"তা বটে ও তো জানতই না যে য়ুমার সঙ্গে তোমার আলাপ হ'য়েছে কোপেনহেগেনে।"

—"হ্যাঁ। ও য়ুমার খবর পায় গৃৎমানেরই কাছে—কারণ গৃৎমানই য়ুমাকে হাইডেলবর্গে নাচবার জন্যে নিমন্ত্রণ করে। তখন ম্যাক ষ্টুটগার্টে। গৃৎমানের কাছে য়ুমার খবর পেয়ে ওর কৌতূহল হঠাৎ প্রবল হ'য়ে ওঠে: ও চ'লে আসে সোজা।"

—"বুঝেছি। পড়ো এবার।"

"ম্যাকের কথা—আমার কথাও—তোমায় একটু বলা চাই-ই আজ চিরবিদায় নেওয়ার আগে। তাই এ পত্র।

"ওকে আমি বিবাহ করি য়োকোহামাতে। আমার উৎসাহেই ও সাহিত্যকে পেশা করে। একসঙ্গে ছিলাম আমরা একবৎসর।

"তারপরেই ছাড়াছাড়ি। আমি সুইডেন, নরওয়ে, স্কাণ্ডিনেভিয়া ঘুরে যাই আমেরিকায়—এক কিশোর সুইড প্রণয়ীকে সাথে ক'রে।"

মলয় ও হেলেনার চোখোচোখি হয়।

হেলেনা বলল : "অস্কার বুঝি ?"

মলয় বলে : "এখন তো তাই মনে হচ্ছে—"

—"বুঝেছি পড়ো।"

*

"তার সর্বনাশ হয় আমার হাতেই—আমি কত লোকেরই যে সর্বনাশ করেছি—যাকগে—ম্যাকের কথাই বলি।

"ম্যাকের জীবনের সব চেয়ে বড় অভিশাপ ওর ঈর্ষা। আমার সঙ্গে কেউ একটু মিশলেও ও সইতে পারত না। অনেকটা এই জন্যেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয় এত শীঘ্র। কারণ ঈর্ষার জ্বলুনি ধরলে ও দিগ্বিদিকজ্ঞান হারিয়ে বসে——তখন ওকে যেন কে ধ'রে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়—যে সংযমী শিষ্ট রসিক কবি সুন্দর সুন্দর কবিতা প্রবন্ধ ও গল্প লেখে সে যায় কোন্ অতলে তলিয়ে—ভেসে ওঠে যত ফেনা—শপথ—আমাকে ভালোবাসার—আর কখনো অমন করবে না—আর একবার যেন ওকে সুযোগ দিই শোধরাবার ইত্যাদি—সে কী অগুন্তি হা-হুতাশ—!···

"এসব ঠেলা তবু সম্ভব—অন্তত প্রত্যাখ্যানে ও ক্ষেপে ওঠে না—কিন্তু ওর কী যে হ'য়েছে—তোমার নামও ও একেবারেই সইতে পারে না। আত্মহারা হ'য়ে পড়ে কল্পনা ক'রে যে, তোমায় আমি ভালোবাসি।··· এ-জ্বালা ওর মনে ধোঁয়াচ্ছে সেই মুহূর্ত থেকে—যখন রাস্তায় ওর কাছে তুমি আমার রূপের সুখ্যাতি ক'রেছিলে। ও একদিক দিয়ে ভারি খোলা। আমি তো ম'রে গেলেও কখনোই স্বীকার করতে পারতাম না

যে আমি দুঃখ পাচ্ছি ঈর্ষায়। কিন্তু ওর কী হয়—ও সব ব'লে ফেলে। ঈর্ষায় লজ্জা পাওয়ার কথা ওর যেন মনেই হয় না। দেখে দুঃখও হয় আমার। কিন্তু সইতেও পারি না ওকে। বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে তোমার প্রতি ও সাংঘাতিক ক্ষোভ আক্রোশ ও জ্বালা পুষে রাখে।

"কিন্তু মুস্কিল এই যে ওর ওপর রাগ করতেও পারি না আমি। কেন না মুখে স্বীকার না করলেও ঈর্ষার যে কী জ্বালা সে আমি জানি। কেবল আশ্চর্য লাগে—আমাকে, যাকে ও একদিন পায়ে ঠেলেছে তাকে, ও ফের পায়ে ধ'রে সাধতে রাজি হয় কী ক'রে! হায় রে পুরুষের পৌরুষ!

"কিন্তু এ-পৌরুষ সাজানো—মেকি ব'লেই আরো ভয়। বিশেষ এই জন্যে যে এ ভয় ভিত্তিহীন নয়। তা ছাড়া তোমাকে বিপন্ন করবার অধিকার তো আমার নেই। আর মুক্তিই যদি দিতে হয় তবে যত শীঘ্র দেওয়া যায় ততই ভালো নয় কি? তাই তো আমি শেষ রাতের গাড়িতেই রওনা হলাম—রাতারাতি। হাম্বুর্গ থেকে জাপানি জাহাজ নেব কালই। কিন্তু তোমাকে আমার একান্ত অনুরোধ—আমার সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা কোরো না। কী হবে বলো দেখা ক'রে? বিশেষ যখন তোমার নিজের প্রাণ হারানোর আশঙ্কা আছে। ম্যাককে আমি জানি—মিথ্যে ভয় যে ও দেখায় না একথা ওর অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

"কিন্তু বিদায় নেওয়ার আগে তোমাকে আমার আত্মকাহিনীটা বলা হ'ল না এই রইল দুঃখ। যাক্ তা না জানলে তোমার কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধিই নেই—বরং লাভের সম্ভাবনা। কারণ য়ুমার মধ্যে এমন কোনো বড় আলো নামে নি যার স্পর্শে তোমার মতন আদর্শবাদী শুদ্ধ বা উন্নত হ'তে পারে। তাই ভালোই হ'ল যে সে স'রে গেল। তবু যদি আমার খবর জানতে চাও কখনো য়ুমা ফুজিসাওয়া তাসিকমালায়া

জাভা এই ঠিকানায় চিঠি লিখো আমি উত্তর দেব। কারণ বিশ্বাস কোরো তোমাকে চিঠি লিখতে—ও তার চেয়েও বেশি: তোমার পত্র পেতে আমি সত্যিই চাই।

তোমার আলোর-পথে-ছায়ার মতন
যে এসেছিল
-য়ুমা।"

-"এ কি? এত হঠাৎ ইতি?"
-"ভয় নেই—" পাতা উল্টোলো:

"পুনশ্চ। প্যাক করা সব হ'য়ে গেছে। হাতে দেড় ঘণ্টা সময় আছে। সংক্ষেপে তাই শুধু ম্যাক-য়ুমা সংবাদটুকু জানিয়ে যাই। মনে হ'ল, না জানিয়ে গেলে আমার প্রাণদাতার প্রতি অকৃতজ্ঞতা দেখানো হবে। য়ুমা যাই হোক্ অকৃতজ্ঞ নয় মলয় অন্তত এটুকু তুমি বিশ্বাস কোরো। দুঃখ রইল যে জগতে আমার একমাত্র শুভার্থীকে মুখে বলতে পেলাম না এসব—কিন্তু মানুষ যা বেশি চায় তা-ই তো হারায়!"

৬

মলয় মৃদুকণ্ঠে প'ড়ে চলল :

"ম্যাক্ জাপানে এসেছিল প্রথমে বেড়াতে। কিন্তু জাপান ওর ভালো লেগে যায়—ও প্রায় দশবৎসর ছিল। জাপানে আরও দু'একটি মেয়ের সঙ্গে ও কিছুদূর অবধি এগিয়েছিল—কিন্তু তাদের অভিভাবকরা বেশি দূর অগ্রসর হ'তে দেন নি। আমার অভিভাবক ছিল না—তার উপর গাইশা নর্তকীর জীবন : ঘনিষ্ঠতার পথ অন্তত নিষ্কণ্টক।

"ও আমাকে দেখে কিন্তু ভারি প্রতিহত হয় প্রথমটায়। বোধ হয় গাইশাদের 'পরে ওর একটা তীব্র বিতৃষ্ণা ছিল ব'লে। কিন্তু ঠিক্ সেই জন্যেই ও আমার মন টানে। আমি ওকে লোভ দেখিয়ে চেষ্টা করি বশে আন্‌তে, কিন্তু ও শিরপা তুলে দে দৌড়। আমার বাড়িতে পদার্পণ করবে? ধিক্। এখানে সেখানে কত পার্টিতে দেখা হ'ত—দেখা হ'লে ও হেসে কথাও কইত, কিন্তু বুঝতাম : আমাকে ও এড়িয়ে চলতেই চায়।

"আমার জাপানি রোখ্ উঠল মাথা চাড়া দিয়ে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে বললাম : যদি বা ওকে ছেড়ে দিতাম—এখন ওকে পুড়িয়ে মারতেই হবে য়ুমার সর্বজয়া যৌবন-বহ্নিশিখায়। আত্মাদরেও আঘাত লাগল কিনা : এযাবৎ য়ুমার পিছনেই পুরুষ-পতঙ্গরা ছুটেছে—য়ুমা ভুলেও কোনো পুরুষের পিছু নেয় নি।

"কিন্তু কী করব? মৎলব আঁটলাম। সে সব লিখবার সময় নেই—শুধু জেনে রাখো যে ঠিক হ'ল—কয়েক শো য়েন্ খরচ ক'রে এক জাপানি তাঁবু খাটিয়ে তাতে হঠাৎ আগুন লাগানো হবে। হাতের কাছে একটি

কম্বলের ব্যবস্থা ছিল অবশ্য—বাইরে থেকে দেখতে কম্বল—ভিতরে আগুনের আঁচ-প্রুফ asbestos—কী হেলেনা ?”

—“কিছু না—তবে দেখেশুনে একটু চম্‌কে যেতে হয় না ?—পড়ো পড়ো।”

*   *   *   *   *

“বন্দোবস্ত মতন কাজ হ’ল ঠিকঠাকই। যথাসময়ে দাসী চিৎকার ক’রে কেঁদে উঠল : ‘আমার মেয়ে !’ তাঁবুর ভেতর থেকে শিশুর কান্না শোনা গেল—বাইরে থেকে বিজ্‌লি বোতামের কারসাজি অবশ্যই। আমি নক্ষত্রবেগে ছুট দিলাম কম্বল মুড়ি দিয়ে। সেনাপতি টোগোর কোনো বহুশ্রমে-গড়া সামরিক প্ল্যানও এর চেয়ে সুনির্বাহিত হয় নি।

“তারপর সহজ হ’য়ে এল সবই। হ’তেই হবে। ম্যাক মুগ্ধ হ’ল। সে দীর্ঘ কাহিনী—নারীর ছলনাতূণের নানান্ শরজালের সুপ্রয়োগ : তোমাদের প্রেম-দেবতার তূণে মাত্র পাঁচটি শর—গাইশা দেবীর তূণে—সহস্র। ফল কল্পনীয়—ও মজল একটু একটু ক’রে : শেষটায় অবজ্ঞাতা য়ুমাই হ’ল ওর ধ্যানজ্ঞান আরাধ্যা প্রতিমা।

“এইবার আমি ধীরে ধীরে আমার কৈশোরের মৎলব অনুসারে ফন্দি আঁটতে লাগলাম। সে-ও অনেক কাহিনী। এক জাপানি যুবককে দাঁড় করালাম আমার প্রণয়ী—ওর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে। কিন্তু হঠাৎ সব ভেস্তে দিল ম্যাক : তাকে গিয়ে সোজা গুলি করল।”

হেলেনা ঈষৎ শিউরে ওঠে।

“ভাগ্যক্রমে গুলি তার কাঁধে লেগেছিল। বেঁচে গেল। ম্যাক কোনো সাফাই-ই গাইল না, শুধু বলল : ওর জ্ঞান ছিল না।

“কোর্টে ওর মুখচোখ দেখে আমার দয়া হ’ল। আমি বিচারককে

ডাক্তারকে অনেক টাকা ঘুষ দিয়ে দণ্ড কমালাম। কিন্তু ঠাট বজায় রাখতে ম্যাককে ছ'মাসের জন্যে জেলে যেতেই হ'ল।

"সেখানে ওর অবস্থা দুদিনে এমন শোচনীয় হ'ল যে ডাক্তারও ভয় পেল। ওরা ছেড়ে দিল তিন মাসের মধ্যেই। খবর পেয়ে আমি বাড়ি নিয়ে এলাম।

"কি জানি কেন অনুকম্পা এল—বিশেষ ক'রে ওর চোখের দৃষ্টি দেখে। বিষাদের আলো যে দৃষ্টিদীপে এমন আশ্চর্য হ'য়ে সুন্দর হ'য়ে জ্বলে কে জানত? মন টানল। অনুকম্পার পরের পৈঠে করুণা, তার পরের পরিণতিই তো ভালোবাসা। ওকে আমি ভালোবাসলাম। আমার জীবনের প্রথম ভালোবাসা।

"কিন্তু আমাকে দেখে ও ডরায়। আর যতই ডরায় ততই আমার মন ওর দিকে ঝোঁকে। ও চায় আমাকে এড়িয়ে চলতে—মুখ ফেরায় আমার ছায়াপাতে—এমন কি কটূক্তি করতেও দ্বিধাবোধ করে না—তবু আমি পারি না ওকে ছাড়তে।

"আরো অনেক কথা—সব বলার সময় কই? সংক্ষেপে, ওর খুব অসুখ করল। যমে মানুষে টানাটানি। রোগীর শিয়রে রাতদিন কাটিয়ে ভালোবাসা আমার মোড় নিল প্রবল আসক্তির দিকে: এল প্রকৃতির শোধবোধের পালা। প্রকৃতি দেবী বড় চতুর মহাজন মলয়! খাতক ফাঁকি দেবে সাধ্য কি? কড়ায় ক্রান্তিতে সুদ তিনি নেন উশুল ক'রে।

"ওর বাবা মা কেউ ছিল না, ও উপার্জন করত সামান্যই—একটা জাপানি মেয়ে-ইস্কুলে ইংরাজি পড়িয়ে। সেরে উঠে বলল: ফের সেই কাজই করবে। কিন্তু তখন ফের ওকে চাকরি দেবে কে?—বিশেষত সাদা চামড়া হ'য়ে যে জাপানির গায়ে হাত তোলে!

"ভদ্রসমাজ থেকে বহিষ্কৃত হ'য়ে ও আরও অস্থির হ'য়ে উঠল, বলল আত্মহত্যা করবেই। আমি ওর পা জড়িয়ে ধরলাম। বলল: আমাকে বিবাহ অসম্ভব, কারণ আমি তো ভালোবাসি সেই জাপানিকে। বহু প্রমাণ দেখিয়ে বহু সেবায় বহু আরাধনায় তবে ওর মন গলে। সে-ও এক ইতিহাস। তোমার কাছে শুনেছিলাম তোমাদের কে এক দেবী পাহাড়ে দুশ্চর তপস্যা করেছিলেন সর্পকুন্তল দুর্ধর্ষ দেবতার জন্যে। আমার আরাধনা রোমান্সের দিক দিয়ে সে তপস্যার চেয়ে কম দুঃসাধ্য ছিল না একথা গুমর ক'রে বলতে পারি। অন্ততঃ এ-যুগে যে কোনো মেয়ে বল্লভকে পেতে এত অপমান এত লাঞ্ছনা স'য়ে শুধু শূন্য আশায় বুক বেঁধে চলতে পারে—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এ আমি বিশ্বাস করি না। গুনে দেখেছিলাম—ঠিক আঠার মাসের সাধনার পরে ওর মন নরম হয় সবপ্রথম।

"কিন্তু বলি নি—প্রকৃতি চক্রান্তে বড় চতুর ? ঠিক যখন ওর মন সবে আমার দিকে ফের ঝুঁকতে আরম্ভ করেছে সেই সময়ে আর এক ছোট-খাট ড্রামা ঘটল আমাদের গৃহস্থালিতে। সেই দাসী—যে তাঁবুতে আগুন দিয়েছিল না ?—সে ম্যাকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ম্যাকও তার সেবা-শুশ্রূষায় মুগ্ধ। সে আস্কারা পেয়ে অগ্নিকাণ্ডের অভিনয়ের কথা দিল ফাঁশ ক'রে। ম্যাক ক্ষোভে রাগে তাকে নিয়ে পরদিনই উধাও য়োকোহামাতে। কিন্তু গিয়েই ভুল বোঝে: তাকে তো আর ও ভালোবাসে নি। সেখানে ওর টাইফয়েড হয়। দাসী ওকে সেবা করতে গিয়ে তারও ঐ জ্বরের ছোঁয়াচ লাগে, মাসখানেক ভুগে সে মরে—কিন্তু আমাকে তার ক'রে সব জানিয়ে তবে।

"ছুটলাম য়োকোহামায়। আমার মিনতিতে, সেবায় ফের ওর মন

আর্দ্র হ'ল একটু। কিন্তু হায় রে যার বুক শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে আছে, সুধানির্ঝরের জন্যে যার অধরের প্রতি রেণুটি উন্মুখ, এক পশ্‌লা বৃষ্টিতে তার কী হবে বলো?—বিশেষ যখন নিষ্করুণ প্রকৃতি তাঁর জাঁতাকল নিয়ে শ্যেনদৃষ্টিতে চেয়ে! আশার এক আধটা স্ফুলিঙ্গ অবশ্য তিনি জ্বালিয়ে রেখে দেন—মানুষ যে-ভাবে 'না' বলে সে-ভাবে তো নিয়তি 'না' বলেন না। কাজেই মাঝে মাঝে ওর আদরে সাড়ায় মনে হ'ত: সত্যিই বুঝি আমাকে ভালোবাসে।

"কিন্তু হায় রে! সচরাচর যাকে আমরা ভালোবাসা নাম দেই মলয়, সে কি সত্যি এ-পদবির যোগ্য? আমি সুন্দরী যুবতী—তনু আমার লতার ম'ত নরম, অধর আঙুরের ম'ত সরস—চোখ ভ্রমরের ম'ত কালো। দৈহিক সুরা দেহের স্পর্শচেতনায় জাগায় ক্ষণিক রঙিন আবেশ। এ হ'ল দ্রব্যগুণ। এ-আবেশে নেশার রং আছে বটে—কিন্তু অন্তরের মধু কই? তাপ আছে বটে—কিন্তু আলো কই? শুধু স্নায়ুর ক্ষণিক দোলা—উত্তেজনার ব্যর্থ চাঞ্চল্য। আরো যন্ত্রণা এই যে এই অতৃপ্তিভরা ক্ষণিক উষ্ণ নেশার জন্যেও দাম দিতে হ'ত দীর্ঘ কঙ্কালসার অবসাদ দিয়ে। রোমান্স নেই— দরদ নেই—পণ্যা নারীর মতন আমার দেহের মাধ্যস্থ্যে দেহবল্লভের ইন্দ্রিয়ের একান্ত গ্লানিকর মলিন ক্ষুধা মেটানো—দণ্ডদ্বয়ের আকাঙ্ক্ষা—ত্বকের তীক্ষ্ণ উদগ্র পিপাসা!

"অথচ আমি তখন কী না দিতে পারতাম! মনে রেখো মলয় সে-আমার প্রথম যৌবনের প্রেম—যখন প্রতি পাপড়ির শিশিরকে মনে হয় স্বপ্নের মুক্তা, ধূলোবালির ঝিকিমিকিকে মনে হয় আকাশের তারা, নদীর কুলুধ্বনিকে মনে হয় শিশুর প্রার্থনা, সমুদ্রের তরঙ্গকে মনে হয় অনন্ত পথের সহযাত্রী। যখন মনে হয় হাতের মুঠোর মধ্যে বাঁধা বোধিসত্ত্বের সম্পদ, মণীশ্বরের পরশমণি।

"অথচ চাইবে কে ? দেওয়ার দায়িত্ব কি একা দাতারই মলয় ?

"ভাবতে পারো এ দুঃখ ? বলবে কি এখনো : 'তোমার যা-দেওয়ার যাও বিলিয়ে ?' এখনো উপমা দেবে কি মেঘের—যে পাষাণের কানেও গায় তার বুকের ফুল-জাগানিয়া গান—মরুতেও ঢালে মধু ?—উপমা দেবে অরুণের—যে কালো নিশীথের তৃষ্ণাধরে ঢালে আকাশের উজাড়-করা সোনার সুধা ? না, তিরস্কার করবে—যে প্রেমের প্রকৃতি হ'ল নির্মেঘ গগনে নীলিমার নূপুরধ্বনির ম'ত—যে ভুলেও ভাবে না তার দিগন্তহীন নাচদুয়ারের অসাঙ্গ হরির-লুট ধরণী কুড়িয়ে নেয় কি না—যে শুধু নাচবার জন্যেই নাচে, গাইবার জন্যেই গায়।

"মলয়, উপমা সুন্দর—মানি, কিন্তু সে শুধু কাব্যে। মানুষের হৃদয় যখন তৃষ্ণায় শাহারা হ'য়ে ওঠে তখন সে কি হাত পাতে স্বপ্নবিলাসের কাছে, না, বাস্তবের বদান্যতার কাছে ? বিশেষ, যখন শুধু হাত পাতাই সার ? যখন মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর একটানা মরুভূমি তার লক্ষ জ্বালাময় বালুনেত্রে থাকে মেঘের পথ চেয়ে—মেঘ দেখাও দেয় অথচ করুণার একটি ফোঁটাও ঝরায় না—না মলয়, এ প্রাণান্তিক বেদনা যেন আমার পরমতম শত্রুরও না সইতে হয়। দেহ দেহ দেহ···সুঠাম সুডৌল দেহ আমার···জানো কি বন্ধু, কত ঘৃণা আমার নিজের দেহের 'পরে—যে-দেহকে ম্যাক্ চাইত শুধু দেহেরই লালসায়—প্রেমের মন্ত্রে নয় ? প্রাণ যেখানে বাতি না ধরে, মন যেখানে ধ্রুবতারা হ'য়ে না ডাকে সেখানে দেহের তরঙ্গদোলা !—ছী ! দেহের এত বড় অপমান যে-মেয়েকে একটিবারও সইতে হয়েছে, আত্মধিক্কারে যে তাকে—কিন্তু থাক এ প্রসঙ্গ। জর্জরতার ব্যথায় হৃদয় টন টন ক'রে ওঠে আমার···মনে হয়, কেন জন্মেছিলাম ?···

"কিন্তু কবি ব'লেছেন দুঃখ যখন আসে দল বেঁধেই আসে। আমার মতন মেয়ের ক্ষেত্রে এ নিয়তিলিপির অন্যথা হবে কেনই বা বলো? এলো তারা: ম্যাক ভালোবাসল আর একজনকে। ছ'মাস পরে আর একজনকে। এক বৎসর পরে আর একজনকে।

"সে অসহ যন্ত্রণা। সময়ে সময়ে মনে হ'ত—পাগল হ'য়ে যাব। কিন্তু হলাম না। অফুরন্ত করুণা—নিয়তির: মানুষকে যখন তিনি দুঃখ দিতে চান তখন বোধ হয় এটুকু দূরদৃষ্টি তাঁর থাকে—খরদৃষ্টি—যেন সে ভেঙে না পড়ে। তাই বোধ হয় মানুষ পারে সইতে। সহিষ্ণুতাই যে দুঃখের প্রধান আশ্রয়—আধার। তাই না যুগে যুগে রটল সর্বসহিষ্ণু মনোবৃত্তির জয়জয়কার। এ-ও ঐ প্রকৃতিরই কারসাজি।

"যদি বলো: সইলে কেন?—উত্তর: না স'য়ে উপায়?—ও যতই মুখ ফেরাত ততই আমার টান যে হ'য়ে উঠত দুর্বার, দুর্দম! দেহের প্রতি অণুর মধ্যে জাগত কামনা—যদি পারতাম ওর মনকে প্রাণকে রাখতে আমার ইচ্ছার শিকলে বেঁধে! হায় রে, শৈলতুষারের দুরাশা—আকাশের মন ভোলাবে তার ঝিকিমিকিতে—ধরণীর দুরাশা—তার শিশিরপুটে ধরবে ছায়াপথের জ্যোতির্মায়াকে!—তবু এম্‌নিই মানুষের হৃদয় মলয়, যে যত সে বোঝে অসম্ভব—তত অপরাজেয় হ'য়ে ওঠে তার দুরাশা: বলে—অসম্ভব,—আমার সব-উজাড় করা হৃদয়ের অর্ঘ হবে অকৃতার্থ—হ'তে পারে কখনো? হায় রে, আমরা আমাদের বাসনার দর্পণে চাই নিয়তির আশীষ-দাক্ষিণ্যের স্থায়ী প্রতিবিম্ব! আশার কুহকে রচি ধূলোর ইন্দ্রধনু! ধূলোর ইন্দ্রধনুই বটে—যার চিক্কণতায় না ভোলে মন, না চোখ।

"কিন্তু এ-উচ্ছ্বাস কেনই বা আজ? তোমাকে প্রণয়ী ব'লে বরণ

করি নি, কিন্তু এক তোমার কাছেই একটুখানি সমবেদনা—সত্যিকার সমবেদনা পেয়েছিলাম। হয়ত তাই—কে জানে কেন একটা মন অপরের কাছে বে-আব্রু হ'য়ে তৃপ্তি পায়।—কিম্বা হয়ত বহুদিনের নিরুদ্ধ সংযমী গৈরিক যখন ফাটে এমনি অসংযমের অশ্রুধারেই ফাটে—জ্বালার উৎক্ষেপেই আপনাকে চায় নিবেদন করতে ঊর্ধ্বমুখে! কে বলবে ?

"জ্বালা কেন ? বলি। সেই যে ম্যাক—যে ছিল আমার উপাস্য—তাকে আজ আমি ঘৃণা করি। তীব্র ঘৃণা। ভাবতে পারো ? বলতে পারো কেমন ক'রে এমন হয় ? আমি তো পারি না। যৌবন-তরঙ্গলোকে সবই বুঝি এমনি অভাবনীয়। ও যখন আমাকে চাইল না: আমি চাইলাম বশে আনতে। ও যখন বশে এলো আমি ফেরালাম মুখ। ও হ'ল উন্মাদ—যন্ত্রণায়: আমি—আসক্তিতে। এইবার শেষ বিস্ময়: ও যখন ফের আমার প্রেমে পড়ল নতুন ক'রে—তখন আমি দেখলাম আমার প্রেমের এক ফোঁটাও নেই পুঁজি! আশ্চর্য নয় ?

"কিন্তু আশ্চর্যই বা বলি কেন ? ভেবে দেখলে এ যে না হ'য়েই পারত না। মানুষ যখন আত্মরূপান্তর চায় না তখনই আসে পরীক্ষা। বাসনা তাকে টানে একমুখে, জীবনদেবতা টানেন অন্যমুখে। ফলে বাজে ব্যথা। কিন্তু ব্যথা আসে যে যাদুকরী হ'য়ে—রূপান্তর ঘটাতে। তাই সময়ের পেয়ালায় দুঃখ আসে থিতিয়ে···তখন দেখি আবেগের আধেয়ও গেছে বদ্‌লে—ফেনিল আবিলতা নিয়েছে নিরঙ অপ্রত্যাশার রূপ। ম্যাকের অধঃপতন চোখের সামনে দেখতাম নিত্য···চলত নিচু স্তরে···আরও নিচু স্তরে···মাখত কালো পাঁক···আরো কালো···বাজত বুকে ব্যথা···কিন্তু সে মন্থনে বিষবাষ্প যেত বেরিয়ে···ধীরে ধীরে আসত রিক্ত নিরাবেগের নির্মলতা। হাঁ, একে নির্মলতা ছাড়া কী নাম দেব ? সংসারে যৌবনের

জলতরঙ্গ, আবেগের ফেনিলতার চেয়ে মলিন কোন প্রবাহ?—যে-তরঙ্গ চেতনাকে ডাকে রসাতলে—মনকে করে প্রাণের ইন্ধন, প্রাণকে দেহের দাস, দেহকে পঙ্ককুণ্ডের সাথী! পঙ্ককুণ্ড নয়?—যখন মানুষ ভোলে সে মানুষ, ভোলে সে স্বপনী, ভোলে সে রচয়িতা।—যখন সে শুধু উধাও চলে শুধু নিজের প্রবৃত্তির নিচু টানে? মনে করলে আজও ঘৃণায় শরীর আমার কুঞ্চিত হ'য়ে ওঠে যে ন্যাক হারাল তার সব শুভ্রতা সব গগনতৃষা—শুধু মেয়েদের ক্লিন্ন রূপের রসাতলে লুটোতে।—প্রতি দেহের মোহ উবে যেতে না যেতে ছোব্‌ড়ার মতন একের পর এক দিল তাদের দূরে ফেলে! কিন্তু আশ্চর্য এই যে তবু তো মেয়েরা ভুলত! তবু তো আসত ওর কাছে! তবু তো করত বিশ্বাস! নইলে জগতে যন্ত্রণার রেখা অফুরন্ত বৃত্তের পর বৃত্ত কেটে দানবচক্রের অবশ্যশক্তিতে চলতে পারবে কেমন ক'রে বলো?

"শেষটায় ঘটল একটা মস্ত ট্রাজিডি। সেইখানেই আমার প্রেমের মোড় ফিরল। ও একটি পনের বছরের ইস্কুলের মেয়েকে—না সে-কাহিনী বলব না। মৃতবৎসা মেয়েটি মারা গেল। আমি হাল ছেড়ে দিলাম। নিজের 'পরেও এল ঘৃণা: এরই পিছনে ছুটেছি আমি? ধিক্! একছত্র লিখে ওর সঙ্গে সব সম্বন্ধ চুকিয়ে কিছু টাকা ওকে দিয়ে উধাও হ'লাম আমেরিকায়।

"মলয়, নিয়তির বিধানে করুণা যদি কোথাও থাকে তবে সে এইখানে যে, প্রেমও সর্বংসহ নয়। একসময়ে কাঁদতাম প্রেমের ক্ষণভঙ্গুরতায়—আমেরিকায় গিয়ে বাঁচলাম হাঁফ ছেড়ে যে, প্রেমও মরে। মৃত্যু সর্বসখা। তাকে শত্রু বলে কোন্ মূঢ়? সুধাশিহরণও অসাঙ্গ হ'লে হ'ত না কি নরকযন্ত্রণা?—তাই কি সুধারও হয় অবসান?

"কিন্তু ঐ দেখ, ফের সেই ছেলেমানুষি প্রশ্ন : ভুল হ'য়ে যায় মলয়, ক্ষমা কোরো। ভুলে যাই যে তোমার চরিত্রের একটা মেরুদণ্ড রয়েছে। ভুলে যাই যে তুমি ভালো ছেলে, আর জগৎজোড়া বিষাম্বুধির তলেও অমৃত প্রচ্ছন্ন আছে একথায় ভালো ছেলেরা আস্থা রাখে—এই টলমলে জীবনতরীরও একজন অচঞ্চল কর্ণধার আছেন অঙ্গীকার করে—ছাই-হ'য়ে-যাওয়া উল্কাপিণ্ডেরও অন্তিম সার্থকতার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ব্যঙ্গই বা কেন ? হয়ত সোণার হরিণের ছবি আঁকা ভালোই—হয়ত সুখ আছে কেবল কল্পনাতেই। তুমি সুখী হও মলয়! জানো—আমি শূন্যের কাছেও মাঝে মাঝে হাতজোড় করি—এ কি বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য নয় ? কিন্তু তবু করি। তখন সময়ে সময়ে কি প্রার্থনা আসে জানো ?—যে, 'অন্তত একজন মানুষকেও যেন সুখী দেখে মরতে পারি।' আজও দেখি নি সুখী মানুষ, তবে দেখবার ক্ষুধা বড় তীব্র। তাই ঐ শূন্যের কাছে আজ রাতে বিদায়লগ্নে কেবলই প্রার্থনা করেছি যেন তুমিই হও সেই মানুষ—পূর্ণ সুখী।

"কেন করেছি শুনবে ? ভেবেছিলাম বলব না এটুকু। কিন্তু আমার এ-প্রাণের মূল্য না থাকলেও তুমি তাকে বাঁচিয়ে এইটুকু মূল্য দিয়েছ যে তার মধ্যে জেগেছে কৃতজ্ঞতা। জীবনে কৃতজ্ঞতার অভিজ্ঞতা আমার প্রথম হয়েছে তোমারই প্রসাদে। তাই তোমাকে বলি—কেন।"

কণ্ঠস্বর ঈষৎ পরিষ্কার ক'রে নিয়ে মলয় পড়তে লাগল :

"বলতে কুণ্ঠা হচ্ছে খুবই। ও-কথাটার 'পরে বিতৃষ্ণার আমার অবধি নেই : তবু সম্প্রতি লক্ষ্য করেছি আমার একটু বদল হয়েছে। কথাটার 'পরে শ্রদ্ধা না হোক একটু যেন সমীহের ভাব এসেছে—তাই মনে হয় যে হয়ত ওর ধ্বনিটা অসার হ'লেও অনুভবটা মিথ্যা না হ'তেও

পারে। কথাটা—ভালোবাসা, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। আমার মনে হয়, যেন তোমাকে প্রায় এইভাবে ভালোবাসবার কিনারায় এসেছিলাম আমি। কিন্তু ঝাঁপ দিতে পারি নি। কেন জানো?

"ভয় পেলাম। সত্যি বলছি। আমি জন্মনটী—স্বভাবনটী একথা সত্য—তবু আমার আজকের কথা তুমি অবিশ্বাস কোরো না মলয়, এই আমার শেষ মিনতি। আর ভয় পেলাম ব'লেই নিজের 'পরে প্রথম একটু শ্রদ্ধা জাগল। জীবনে এই প্রথম প্রেমের নামে নিজের কথা না ভেবে অপরের কথা ভাববার কাছাকাছি এসেছি। তাই ভয় হ'ল—পাছে তোমার প্রাণের আলো-কুঞ্জে কীট হ'য়ে আমার কালো প্রাণ বাসা বাঁধে। তাছাড়া আমাকে জীবনসঙ্গিনী করবার কথা হয়ত তুমি ভাবতেও পারতে না। এক পথ ছিল—তোমাকে জালে ফেলে পরখ ক'রে দেখা। সে-ইচ্ছাও হয়েছিল—তুমি জানো। কিন্তু পারলাম না শেষ পর্যন্ত। কেন জানো?—ঐ কৃতজ্ঞতা। আমার প্রাণ তুমি বাঁচিয়েছ। তোমাকে বহুবার বলেছি এ-প্রাণের মূল্য কিছু আছে ব'লে আমি মানি না। তবু যে-প্রাণ তোমার কাছে পাওয়া—নতুন-ক'রে-পাওয়া—সে যেন তোমার চলার পথে এতটুকু ছায়া হ'য়েও না দাঁড়ায়। ম্যাক! ধিক্। তার জন্যে ঘুমা পালায় না। ওকে জেলে দেওয়া আমার পক্ষে খুবই সহজ: ওর বিরুদ্ধে আমার হাতে একাধিক অভিযোগের প্রমাণ আছে—তাছাড়া মোহিনীর ছলাকলার কাছে পুরুষের সাবধানতা কতক্ষণ টিঁকতে পারে? ওর এখন এমন অবস্থা যে ওকে দিয়ে আমি আমার যা ইচ্ছা করিয়ে নিতে পারি—কিন্তু এ-সব আর না। আমি আজ ক্লান্ত। আর কেনই বা এ-সব বিড়ম্বনা? নিজের ভবিষ্যতের জন্যে? কিন্তু সে-ভবিষ্যতের দাম কতটুকু? প্রেমহীন জীবনের সার্থকতাই বা কোথায়?

"তাছাড়া যার অতীত চঞ্চলতার মেঘে ছেয়ে আছে তার ভবিষ্যতের আকাশে কি প্রেমের তারা ফুটতে পারে আর ? কোনো নব-প্রতীতির সূর্য ? হায়, আমার নিজের 'পরেই যে আমার বিশ্বাস নেই আর মলয় ! কোথায় কি একটা গোড়াকার কল বেকল হ'য়ে গেছে যে বন্ধু,···তাই রূপ যৌবন অর্থ সব থেকেও কিছুই আমার রইল না।

"শেষে একটি উপকথা শোনো—জাপানি।

"আকাশের ছিল মেয়ে, নাম—তানাবাতা। সে বয়ন করত কত কী তার বাবার জন্যে। অকস্মাৎ বেচারি ভালোবেসে ফেলল কেঙ্গিয়ু নামে এক কৃষক-যুবককে। প্রেম যে পাপ একথা সে জানবে কোত্থেকে বলো ? নিয়তির অভিশাপে তাদের হ'তে হ'ল ছায়াপথের যে নদী আছে না ?—তারই দুই পারে দুটি তারা। কিন্তু এটুকু হ'লেও তো হবে না—বেদনার তরঙ্গকে প্রবহমান রাখা চাই তো : নিয়তি হেসে বললেন দশ বছরে একটি দিন ওদের হবে দেখা—যখন কেঙ্গিয়ু ও তানাবাতার মধ্যেকার ছায়া-নদীটির উপর দিয়ে সেতু বেঁধে দেবে পাখিরা। ওরা সেই থেকে প্রতীক্ষায় ব'সে থাকে নয় বৎসর এগার মাস ঊনত্রিশ দিন—ঐ একটি দিনের জন্যে।

"কিন্তু এরা নক্ষত্র। তাই বুকজোড়া শূন্য পথচাওয়া নিয়েও রচে কাব্য : আমরা মানুষ—ফেলি অশ্রু। দেবতা প্রতি দশ কল্প অন্তর একটি দিনে আসেন। বলেন : 'মানুষ, দেবতা হবি ?' মানুষ কাঁদে, বলে : 'দেবতা, মানুষের বুকের আবিল সরোবরে তোমার পদ্ম ফোটে কখনো ?' দেবতা রাগ ক'রে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যান। এখনও মানুষের সময় হয় নি যে। তাই সে আজো ঐ প্রতীক্ষমান দম্পতীর মতনই দেবতার পথ চেয়ে। নদীর বিষাদ-তরঙ্গ আবার আসে গ'র্জে। নির্দিশায় কূল দেখতে

পায় না কেউই। তরঙ্গ-কল্লোল ধীরে ধীরে উদ্দাম হ'য়ে ওঠে। তাকে রোধ করে সাধ্য কার? বাঁধ করবে প্রতিযোগিতা অনন্ত উত্থানের সঙ্গে? হায় রে!···শেষটায় আসে প্লাবনের যুগান্ত। সব যায় একাকার হ'য়ে···কিন্তু না তো···ঐ যে দুটো তট ফের মাথা তোলে। আর ঐ···ঐ কে ওরা? সেই বিধুর তারা-দুটি না? নির্ণিমেষে চেয়ে আছে ফের দশ কল্প পরে কবে আবার আসবেন দেবতা! আশ্চর্য নয়? জানে ওরা দেবতা ওদের ঐ একই প্রশ্ন করবেন, আর ওরা সেই একই উত্তর দেবে। তবু পথ চেয়ে থাকে! জানে—দেবতার নিমন্ত্রণে 'না' বলার ফল কি! জানে পরস্পরের মুখ চেয়ে হাজার মাথা খুঁড়লেও তরঙ্গ আবার সঙ্কুল হ'য়ে উঠবেই উঠবে—কোনো বাঁধই পারবে না রুধতে, আসবে ফের প্রলয়। তবু দেবতার নিস্তরঙ্গ শান্তির বুকে ওরা চায় কই নির্বাণ? চাইতে পারে না কেন? কিসের আশায়? তুমি কি জানো মলয়? আমি তো ভেবে পাই নি।"

মলয়ের হাতের 'পরে হঠাৎ টপ ক'রে একবিন্দু অশ্রু পড়ল। মলয় চমকে তাকায় সঙ্গিনীর মুখের পানে।···

৮

—"মলয় !"

"তাকাবে না আমার পানে ?"

মলয় তাকায়।

—"কেন তবে বলো নি ?"

—"কী ?"

—"তা-ও বলতে হবে ?"

—"এ-থেকে কি—"

—"নয় ? এর ছত্রে ছত্রে যে ওর রক্তের স্বাক্ষর।"

—"কই ?"

—"মলয়, মলয় !" বলে হেলেনা অধীর কণ্ঠে "এর পরেও কি সন্দেহ থাকতে পারে এতটুকুও ?"

মলয় মুখ নিচু করে : "হয়ত তুমি—যা—মানে, ভাবছ ঠিক তা নয়—"

—"ঠিক তা-ই মলয়, এক তিলও কম নয়।" ওর ঠোঁট দু'খানি থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে : "ভালো না বাসলে পারে কেউ এমন চিঠি লিখতে ?"

—"হয়ত"—মলয় ঠিক কথাটার নাগাল পায় না—" এ-ও তো হ'তে পারে—"

—"না পারে না। তোমরা পুরুষ তা-ই ভাবো যে পারে।"

—"পুরুষ !"

—"হ্যাঁ মলয়! তাই চিনতে পারো না মেয়েদের।"

—"চিনতে—?"

—"পারলে জানতে যে মেয়েরা প্রাণ থাকতে নিজের লজ্জার কথা বলতে পারে না যদি না সে ভালোবাসে।"

—"যদি না—" মলয় পুনরুক্তি করে যেন বুঝতে চেয়ে···

—"হ্যাঁ মলয়। কেবল মেয়েরাই মানে যে ভালোবাসলে মানুষ ছোট হ'য়েও বড় হয়। পুরুষ জানে না যে হারে কখনো জিৎ হ'তে পারে।"

কী উত্তর দেবে ও?—বুকের রক্তে ডমরু বেজে ওঠে যেন! যে-কথা সে মনে ঠাঁই দিয়েও ঠাঁই দিতে ভরসা পায় নি···

—"শোনো মলয়," বলে হেলেনা শমিত কণ্ঠে, "বলতে আমাকে যতই বাজুক—ভালোবাসা পাওয়ায় গৌরব বৈ অগৌরব থাকতেই পারে না: কাজেই তোমাকে প্রাণ ধ'রে অভিনন্দন করতে না পারলেও হৃদয়ের কাঠগড়ায় আসামী ক'রে দাঁড় করাব না কোনোদিনই জেনো। কেবল—"

মলয় ওর পানে তাকায় ফের স্থিরনেত্রে।

—"একটা কথা—" হেলেনা থামে—"প্রশ্ন করার অধিকার হয়ত নেই ব'লেই বাধে—"

—"ছি হেলেনা!" হৃদয় ব্যথিয়ে ওঠে—

—"ক্ষমা কোরো মলয়!" স্বর কেঁপে যায়, ঠোঁট চেপে ধরে দাঁত দিয়ে—

* * * * *

—"প্রশ্নটা খুব সোজাসুজিই সাজাতে চাই। সোজা উত্তর দেবে?"

মলয় চুপ ক'রে থাকে খানিক। পরে শুধু ঘাড় নাড়ে।

—"ওকে তুমি এখনো ভালোবাসো?"

—"এখনকার কথা বলতে পারি নে নিশ্চিত ক'রে।"

—"সে-সময়ে ?"

—"মনে হয় বাসতাম।"

—"এখন বাসো কি না নিশ্চিত নও কেন ?"

—"আমি পুরুষ ব'লে বোধ হয়। নিজের মন হয়ত জানি না।"

—"ব্যঙ্গ কোরো না মলয়," বলে হেলেনা কম্প্রকণ্ঠে, "আমি তো তোমাকে কোনো অভিযোগ করতে এ-প্রশ্ন করি নি। মনে আমি যতই দুঃখ পাই না কেন—অন্তর আমার জানে যে, য়ুমাকে ভালোবাসায় তোমার এতটুকুও অপরাধ হয় নি—হ'তে পারে না। কেবল ওকে তুমি এখনো ভালোবাসো একথা যদি আমাকে আগে বলতে !"···

মলয় চুপ ক'রে থাকে।

হেলেনা বলে শান্তকণ্ঠে: "শোনো। যা হয়ে গেছে তার উপায় নেই। এখন কী কর্তব্য তুমিই বলো। কিন্তু লক্ষ্মীটি, মন রাখা কথার সময় এ নয় এটুকু মনে রেখো।"

* *

নিস্তব্ধতা ভাঙল মলয়ই: "তোমার কি মনে হয় বলো আগে।"

হেলেনা মাটির দিকে চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ, পরে গাঢ় কণ্ঠে বলে: "আমার মনপ্রাণ চায় তোমাকে বাঁধতে···কিন্তু—"

—"কিন্তু ?"

হেলেনা মুখ তোলে: "মনে হয় য়ুমা হয়ত মিথ্যা বলে নি—ভালোবাসা হয়ত শান্তি দেয় না—অন্তত ভালোবাসার যে-রূপকে আমরা চিনি তার হাতে নেই পথের পাথেয়।"

—"কার হাতে আছে—তোমার মনে হয় ?"

—"কিছুই কি বুঝি মলয় যে বলব ?"—কণ্ঠে ওর বিষাদ ওঠে রণিয়ে—"অথচ···তবু···"

—"তবু—?"

—"একটা কথা হয়ত ঐ য়ুনারই মতন হঠাৎ বুঝবার 'কিনারায়' এসেছি—"কিনারায় কথাটার উপর ঠেশ দেয়।

—"কী ?"

—"যে, তোমাকে বাঁধতে যাওয়া আমার অন্যায় হবে—আমার বাঁধনে।—না, শুধু আমার বাঁধন ব'লেই কথা নয়—আমার মনে হয়—কোনো মেয়ের ভালোবাসায়ই তুমি সুখী হবে না যদি সে বাঁধন হয়। খানিক আগে প্রেমে দেহ সম্বন্ধে তোমার বিষণ্ণ কল্পনার কথা শুনতে শুনতে একথা আরো বেশি ক'রে মনে হচ্ছিল—ভয় হচ্ছিল।"

—"ভয় ?"

—"তুমি যে আসলে স্বভাববৈরাগী মলয়—স্বভাবপ্রেমিক হ'লে প্রেমের কল্পনায়ও তোমার মনে পড়ত না এমনতর বিযাদের ছায়া—হোক না সুন্দর ছায়া, তবু সে ছায়াই, আলো নয়—তাই তো ভয় আসে।"

—"এ ভয় তোমার প্রথম আসে কখন ?"

—"প্রথম থেকেই এ উঁকি-ঝুঁকি মেরেছে আমার মনে—তবে য়ুনার কাহিনী শুনতে শুনতে এ বাসা বাঁধল আমার মনে।"

—"কেন—বলবে ?"

—"বললে দুঃখ পাবে না কথা দাও আগে ?"

—"সে-কথা দেব কী ক'রে হেলেনা ? তবে সে-দুঃখকে লালন করব না একথা দিতে পারি।"

—"যুমা তোমাকে ছেড়ে গেল কেন—কী মনে হয় তোমার ?"

মলয় শুধু চেয়ে থাকে।

হেলেনা বলে : "যদি বলি—প্রেম তোমার একনিষ্ঠ হ'তেই পারে না এ সে বুঝেছিল তার নারী-হৃদয়ের সহজবোধ দিয়ে ?"

—"একথা সে কোথায় বলেছে ?"

হেলেনার মুখে পাণ্ডুর হাসি ফুটে ওঠে : "মলয় ! তোমরা বুদ্ধিতে বড় হ'লে হবে কি—প্রেমের লেনদেনে যে মেয়েদের চেয়ে ছোট—তাই এমনতর প্রশ্ন করো।—যেন এসব কথা প্রকাশ ক'রে বলতে হয়। কিন্তু রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি ! আমি বলি না ভালো তোমরা বাসো না—কিন্তু মেয়েরা যে-ভাবে বাসে সে-ভাবে ভালোবাসার কথা ভাবতেও তোমাদের আতঙ্ক হয়।"

মলয় মুখ নিচু করে—বুকের রক্তে বেজে ওঠে এ কিসের তাল ? বিষাদের ? অভিমানের ? ভয়ের ?

হেলেনা বলল : "এজন্যেও তোমাকে দোষ দিচ্ছি ভেবো না সত্যি। কারণ এ যে তোমাদের প্রকৃতি। কিন্তু তবু···" একটু থেমে কুণ্ঠিতস্বরে বলে : "যাদের স্বভাবে এ-মুক্তিকামনা বেশি গভীর—ভালোবাসাকে যারা···কি বলব···নিবিড়তার মুখে চায় না—চায় উদারতার মুখে—তাদের কি ঘরকন্নার জীবন সাজে মলয় ?"

মলয় একটু চুপ ক'রে থেকে বলে : "তাহ'লে বলতে চাও কি—প্রেমের লেনদেনে রফা নেই, সন্ধি নেই ?"

হেলেনা ওর পানে একটু চেয়ে থাকে, পরে বলে : "কিন্তু ঝগড়ার মতন রাজিনামাও একতরফা নয় মলয় ! দু-পক্ষেরই সায় চাই যে।"

—"তাই কী ?"

—"স্বভাব-নীলপক্ষ যে সে কেন সই করবে খাঁচার সম্মতিসর্তে? জ্ঞানীরা বলেন 'স্বেচ্ছায় ত্যাগ': কথাটা অসত্য—ক্ষতিতে কেউ কখনো সম্মতি দিতেই পারে না—যদি না উল্টোপিঠে কোথাও পূরণ থাকে।"

—"জ্ঞানীদের কথা জানি—কিন্তু তুমি কী বলো?"

—"আমার বলাবলিতে কী যায় আসে বলো? তুমি মর্মে মর্মে জানো আমরা—মেয়েরা—চলি হৃদয়ের হাত ধ'রে। কাজেই আমি যখন নারী তখন আমার অন্তর কী চাইবে তা-ও তুমি জানো অন্তরে অন্তরে।"

—"যদি বলি ঠিক জানি না?"

—"জানো। প্রমাণ—আমার মুখে শুনলেই চিনতে পারবে যে তোমার অন্তর সে-কথা উচ্চারণ করেছে বার বার।"

—"শুনি কী ছিল তোমার আকাঙ্ক্ষা?"

—"তোমাকে বাঁধতে, তোমাকে অধিকার করতে, আমার দেহ মন প্রাণ সব উৎসর্গ ক'রে বটে—কিন্তু নিজে বিলুপ্ত হ'তে নয় তোমাকে আঁকড়ে ধরতে—যেমন চেয়েছিল ঝুমা—না, চেয়েছিল-ই বা বলি কেন? যেমন সে চায় আজও।"

—"আজও? কেমন ক'রে জানলে?" মলয়ের রক্ত এত দ্রুত বয়!···

—"নিজের তনুমনপ্রাণের যাচাইয়ে। তাই আজ আমার আর এতটুকুও সন্দেহ নেই যে আমরা আমাদের নারীলাবণ্যকে টোপ হিসেবে ব্যবহার না ক'রেই পারি না—যদি মাছের মতন মাছ হাজিরি দেয়।"

—"ছি হেলেনা! এ ভাষা—"

—"কিন্তু এ-ই যে নির্জলা সত্য মলয়!—তবে এতখানি উগ্র সত্যগন্ধ আমাদের না কি সয় না তাই আমরা কাব্যকুয়াশা দিয়ে একে পাৎলা ক'রে

নিই—একাধিপত্যের লৌহমুঠিকে চাই অভিসারের মনভোলানো রঙে গিল্‌টি ক'রে ধরতে। নইলে কবিত্বের এত আদর কেন—প্রেমের মায়ালোকে ?"

—"কবিত্বের আদর কি—"

—"অবশ্য। সব বড় শিল্পীরাই একথা জানেন ও মানেন।"

—"কী ?"

—"যে জীবনে যা পাই না শিল্পে তারই তর্পণ ক'রে চাই আত্ম-সম্ভ্রমের খোরাক। বাবাও বলছিলেন।"

—"কবে !"

—"আজই—সকালে।"

—"হঠাৎ একথা উঠল কেন ?"

—"বললে রাগ করবে না ?"

—"রাগ করব ? কেন ?"

—"তাঁকে আমি য়ুমার কথা ব'লেছিলাম ব'লে।"

—"বলেছিলে !" মলয় বলে ক্ষুব্ধ স্বরে।

—"অভিমান কোরো না মলয়—" ওর সুরে এমন মিনতির সুর ওঠে ফুটে—"না ব'লে পারি নি—অশান্তিতে।"

—"কী বলেছিলে শুনতে পারি ?"

হেলেনা একটু চুপ ক'রে থেকে খুব ধীরকণ্ঠে বলে : "যে,—য়ুমাকে তুমি—" কথাটা সে অসমাপ্তই রেখে দেয়।

* * * * *

মলয় কেবিনের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে তখনও। হেলেনা ওর পিঠে হাত দিতেই চম্‌কে ওঠে।

হেলেনা হাসে···নামে-মাত্র হাসি।

—"কথা কইছ না যে!"

—"একটা কথা বলবে খুলে?"

—"বলব।"

মলয় ওর মুখের দিকে চেয়ে শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলল: "কী বললেন তিনি? কিন্তু লুকিও না একটুও—লক্ষ্মীটি!"

হেলেনা মাটির দিকে চেয়ে থাকে।

—"বলবে না?"

—"বললেন—" হেলেনা তাকায় ওর পানে—"মুখে আসছে না মলয়!" ওর চোখে জল ভ'রে ওঠে।

মলয় ওর কাঁধে হাত রেখে বলে: "ছি হেলেনা! এইমাত্র তুমিই বললে না—"

—"জানি মলয় সবই জানি—" ও ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলে—"কিন্তু···যা বলি তা-ই কি সব সময়ে করতে পারি আমরা—মেয়েরা?"

মলয় চুপ ক'রে থাকে মুখ নিচু ক'রে। একটু পরে বলে: "কী বললেন বলো এবার।"

হেলেনা সোফার 'পরে উপুড় হ'য়ে পড়ে···মলয় ওর পিঠে হাত রাখে সন্তর্পণে।

অশ্রুকম্পিত কণ্ঠে হেলেনা বলে: "বললেন—"

—"কী?"

—"তোমাকে ছাড়তে।"

চাপা কান্নায় ওর দেহ থর থর ক'রে কেঁপে কেঁপে ওঠে থেকে থেকে।

টক্ টক্ টক।

ওরা চম্‌কে ওঠে। হেলেনা সাম্‌লে উঠে চোখ মুছে বলে : "আসতে পারো।"

মলয় ও হেলেনা উঠে দাঁড়ায় : প্রফেসর !···

—"তোমার নামে একটা তার আছে মলয়, কাউণ্টেস দিয়ে গেলেন।"

মলয়ের মুখ ছাইয়ের ম'ত শাদা !

* * * *

মলয় তারটা দু-দুবার পড়ল।···দীর্ঘ তার, সময় লাগে পড়তে।

হেলেনা উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলল : "তারই টেলিগ্রাম ?"

মলয় "হ্যাঁ" ব'লে ওর হাতে দিল।

প্রফেসর জিজ্ঞাসা করলেন : "য়ুনা ?"

পাংশু মুখে হেলেনা ঘাড় নাড়ে—পড়তে পড়তে।

—"কী লিখেছে ?"

—"পড়ো না হেলেনা।" মলয় বলে মৃদু স্বরে।

হেলেনা কম্পিত কণ্ঠে পড়ল : "মলয়, কাউণ্টেস তোমার কথা টেলিগ্রামে সবই জানিয়েছেন। তোমার পথের কাঁটা হ'য়ে এসেছিলাম : স'রে যেতে চাই—সত্যিই, বিশ্বাস কোরো। কেবল একবার তোমাকে দেখতে চাই বিদায় দেওয়ার আগে। তোমায় মিথ্যা লিখেছিলাম শেষ চিঠিতে যে তোমাকে ভালোবাসবার কিনারায় আমি এসেছিলাম ; আমি তোমাকে আজও তেম্‌নি ভালোবাসি। হয়ত বাঁচব না—জানি না—যদিও ডাক্তার আশা এখনো ছাড়ে নি। তাই তোমাকে একবার দেখতে চাই।

"হয়েছিল কি, কাল রাতে নাচের পর হোটেল ডি ভিলে আমার

শয়নকক্ষে ম্যাক সটাং ঢোকে কিছু না ব'লে ক'য়ে : কার কাছে শুনেছে অস্কারের সঙ্গে না কি আমার বিয়ে। আধা-উন্মাদ অবস্থা। অস্কারের কথা তোমাকে বলি নি—কিন্তু তাকে বলেছিলাম। কাউণ্টেস লিখেছেন এই অস্কারের বোনকেই তুমি ভালোবাসো আজ। সেই ভালো মলয়। কিন্তু যা বলছিলাম—আমি অসুস্থ, তাই এ অসংবদ্ধ টেলিগ্রাম, ত্রুটি নিয়ো না—ম্যাক আমাকে মিনতি করে আমাকে নইলে ও বাঁচবে না। এমন সময় হঠাৎ ঘরে কে ঢুকল মনে করো ?—অস্কার। চম্‌কে উঠলাম।

"সে ম্যাককে দেখেই ভ্রূকুটি করল। বলল সে শুনেছে ম্যাক না কি আমাকে উত্যক্ত করেছে। ম্যাকের চোখ দুটো উঠল জ্ব'লে। বলল : 'তোমাকে আমি চিনি অস্কার—এই মুহূর্তে যাও বেরিয়ে।' তৎক্ষণাৎ অস্কার পকেট থেকে রিভলভার বের করল। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের উপর একটা ছুরি ছিল সেটা নিয়ে ম্যাক লাফিয়ে পড়ল···অস্কারের কাঁধে ছুরি বিঁধে গেল। পিস্তল আওয়াজ হ'য়ে গেল--কিন্তু যন্ত্রণায়ই হোক বা যে-জন্যেই হোক লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে গুলি এসে আমার পাঁজরা ভেদ করল। পুলিশ ম্যাককে ধ'রে নিয়ে গেছে। অস্কার হাঁসপাতালে। আমি হোটেলেই। এখনো কি বলতে হবে কেন দেখতে চাই তোমাকে ? যদি আসো হয়ত এখনো বাঁচতে পারি—নইলে কী হবে বলো বেঁচে ? তুমি ছাড়া এমন কে আছে যার জন্যে এ-পৃথিবী আমার কাছে কাম্য হ'তে পারে ? উচ্ছ্বাস ক্ষমা কোরো। মুমূর্ষু যে সে কি ভেবে লিখতে পারে ? যদি আসো তবে কোপেনহেগেন থেকে এয়ারোপ্লেন নিও—সোজা ওয়ার্সতে পৌঁছে যাবে আজই সন্ধ্যায়। নইলে হয়ত দেখা হ'ল না আর। কোনো দাবিই নেই বন্ধু, কেবল এইটুকু ছাড়া যে—দুর্বল আর্জি জানায় বলীয়ানকেই —আর কাকে জানাবে বলো ?"

—"ভয় কি বাবা ! অস্কার বাঁচবে না—যুগা এমন কথা তো লেখে নি।"

প্রফেসর ম্লান হাসলেন : "তার কথা আমি ভাবছি না মা। সে ভাব্‌নার বাইরে।"

হেলেনা মুখ নিচু করল।

প্রফেসর মলয়কে বললেন : "কী স্থির করলে ?"

মলয় স্তিমিতকণ্ঠে বলল : "বুঝতে পারছি না।"

প্রফেসর বললেন : "এ জাহাজ কোপেনহেগেনে পৌঁছবে বিকেলেই ও সেখানে এয়ারোপ্লেন পাবে তৎক্ষণাৎ। ওয়ার্সয় দেখতে দেখতে পৌঁছে যাবে—সে ভাবনা নেই !"

—"কিন্তু"—হেলেনার স্বর কেঁপে ওঠে—"এ সময়ে ওর পক্ষে···ওয়ার্স নিরাপদ হবে তো বাবা ?"

—"না হ'লেও ওকে যেতে তো হবেই মা।"

হেলেনা অন্যমনস্ক ভাবে প্রতিধ্বনি করে যেন : "যেতে হবে !"

প্রফেসর ওর কটিবেষ্টন ক'রে কাছে টেনে নিলেন···ওর মাথাটি নিজের বুকে রেখে বললেন : "লক্ষ্মী মা আমার, অবুঝ হোয়ো না। দাও ওকে ছেড়ে।"

হেলেনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।···

কোমল কণ্ঠে ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে প্রফেসর বললেন : "কাঁদে না মা অমন ক'রে। জীবনের কোন্ তট থেকে ওঠে যে কোন্ তরঙ্গ···শেষ চক্র শেষ অবধি না পৌঁছলে তো তার নির্বাণ নেই।"

হেলেনা শঙ্কিতকণ্ঠে বলে : "কী হয়েছে বাবা ?"

বৃদ্ধের স্বর শান্ত : "অস্কারের হাঁসপাতাল থেকেও টেলিগ্রাম এসেছে মা—"

—"কী বাবা ?"

—"আর নেই সে।"

হেলেনা পাথরের ম'ত দাঁড়িয়ে রইল। সবাই তাকায় সামনের দিকে। হঠাৎ একদল মেঘলা বেদনা উপুড় হ'য়ে পড়েছে সমুদ্রের সঙ্গে ফিয়োর্ডের সঙ্গমে। একটা বাতাস উঠেছে···হু···হু···হু···

মলয় বলল : "আমি যাব না প্রফেসর।"

প্রফেসর বললেন : "মলয়, ঢেউ প্রাণেরই ধর্ম—প্রাণের রাজ্যে বাস ক'রে কে কবে তাকে এড়াতে পেরেছে বলো ? তাছাড়া—" কণ্ঠে তাঁর এক উদাসী রেশ জেগে ওঠে—"কে জানে, তুমি না গেলে হয়ত য়ুমাও বাঁচবে না।"

হেলেনা আশ্চর্য হ'য়ে চেয়ে থাকে।

প্রফেসর ম্লান হাসলেন : "ভাবছ মা, এত দরদ কেন ?—কোথাকার কে য়ুমা ?—"

হেলেনা মুখ নিচু ক'রে বলল : "না বাবা, অতটা স্বার্থপর আমি নই—যখন···" একটু থেমে "যখন ওর এই অবস্থা।" ব'লে দুহাতে মুখ ঢাকে।

প্রফেসর আর্দ্রকণ্ঠে বললেন : "এই তো আমার মা-র মতন কথা—লক্ষ্মী ম'-র।" ব'লে নিজের কাঁধে হেলেনার মাথাটি রেখে ওর চুলের 'পরে গভীর স্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন : "তাছাড়া মা···"

—"কী বাবা ?"

—"অস্কার আমাকে একটা মস্ত শিক্ষা দিয়ে গেছে।"

হেলেনা তাকায় জিজ্ঞাসু-নেত্রে।

—"প্রাণ-জগতের বাসিন্দা যারা তারা নিজের ইচ্ছায় চলে না তো··· চালায় তাদের কত শক্তি যে···তাই···" স্বর তাঁর মৃদু হ'য়ে এল: "তাদের বিচার করবার অধিকার তার নেই যে সে-জগতের সে-চেতনার উর্ধ্বে ওঠে নি।"

—"আমারও একথা মনে হয়েছে বাবা!" বলে হেলেনা মৃদুকণ্ঠে, "যদিও··· যদিও দুঃখ যখন পাই তখন ক্ষোভ বিরাগ সবাই আসে দল বেঁধে।"

প্রফেসর বললেন: "আসে বৈ কি মা। আজই সকালে তোমার কাছে সব শুনতে শুনতে য়ুয়ার বিরুদ্ধে মনটা আমার পাথরের মতন শক্ত হয়ে যায় নি কি আর?"

মলয় হেলেনাকে বলে: "সব বলেছ ওঁকে?"

হেলেনা বলে: "বাবা ছাড়লেন না যে—"

প্রফেসর বলেন: "উদ্বিগ্ন হোয়ো না মলয়। আমি পেয়েছি শান্তির আভাষ···যদিও বড় দুঃখের ঘূর্ণীতে প'ড়ে তবে। জ্ঞান আর হারাব না ···তাঁর করুণায় পেয়েছি ···কী বলব···প্রাণের অতীত লোকের শক্তির সন্ধান।"

—"কী শক্তি সে বাবা?"

—"কী ক'রে বোঝাবো মা?"

—"প্রাণশক্তিকে অস্বীকারের কোনো জোর কি?"

—"না মা। বরং···বলা যেতে পারে তাকে চালানোর।" একটু থেমে: "মা, এই বেদনার মধ্যে দিয়ে আমি আভাষ পেয়েছি যে প্রাণের শক্তি যদি আমাদের চালায় তবে সে আনে শুধু ঝড় তুফান তরঙ্গ—তাকে রুধতে আর যে-ই পারুক প্রাণ পারে না।"

—"কে পারে তবে বাবা ?"

—"নিশ্চিত কোনো দিশা আজো পাই নি মা—তবে আভাষ পেয়েছি যে···যে, আছে এমন শক্তি। কেবল···প্রাণের তরঙ্গলোক পেরুলে তবে মেলে তার স্ফটিকমহলের দিশা।···তার দীক্ষামন্ত্র যেন বলে : প্রাণের শক্তিকে সারথি না ক'রে বাহন করতে হবে। নইলে মুক্তি নেই—কে ?"

—"আমি বাবা।"

নোরার চোখ অশ্রুস্ফীত।

—"এসো মা।"

নোরা প্রফেসরের কোলে গিয়ে ভেঙে পড়ে একেবারে।

*　　　　*

-"আর কাঁদে না মা। লক্ষ্মী!"

নোরা মুখ তোলে : "বাবা—"

—"কী মা ?"

—"মলয়—"

—"হ্যাঁ মা—ও যাবে।"

নোরা বিস্মিত স্বরে বলে : "ওয়ার্সতে ?" ব'লেই তাকায় হেলেনার পানে। হেলেনা চোখ নামিয়ে নেয়। কত বোঝায় তবু চোখ মানা মানে কই ?

—"দিদি, দিদি !" নোরা হেলেনার কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে প্রফেসরের দিকে চেয়ে বলে : "না বাবা না না না। সে হ'তেই পারে না যে। তুমি কি পাগল হয়েছ ? ঐ যুমার জন্যে—"

প্রফেসর তার কাঁধে হাত দিয়ে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন : "মা !"

—"কী বাবা !"

—"বিচার করে না।"

নোরা মুখ নিচু করে : "অপরাধ হয়েছে বাবা। তবে—" চোখ ওর জলে ভ'রে আসে—"তবে তুফান থেকে এত ক'রে যে তীরে এল··· তাকে···" কথাটা শেষ হয় না—দুহাতে ও মুখ ঢাকে।

—"ছি মা ! এসময়ে অধীর হওয়া সাজে ?" ওর মাথায় হাত রাখেন সস্নেহে : "উপায় কী মা ? প্রাণের মনের বাসনার হাওয়ায় যে-ঢেউ উঠল তার দায়িত্ব তো নিতেই হবে—যতক্ষণ···যতক্ষণ প্রাণের রাজত্বে বসবাস করছি।"

—"কিন্তু যদি ফের নৌকাডুবি হয় ?"

প্রফেসরের মুখে শান্ত হাসি ওঠে ফুটে : "তবু ঐ ঢেউয়ের বুক চিরেই তো প্রত্যেককে চলতে হবে মা !—নইলে নিস্তরঙ্গের বুক থেকেই উঠত না ঝড়তুফান—কে ?"

৯

—"আমি, প্রফেসর !"

—"কাউণ্টেস !"

সবাই উঠে দাঁড়ায়।

—"বসুন না কাউণ্টেস।"

—"বসব না প্রফেসর, শুধু—মানে, জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম—"

—"হ্যাঁ কাউণ্টেস," প্রফেসর বলেন শান্তকণ্ঠে, "নলগ যাবে বৈ কি।"

—"যাবে ?" কাউণ্টেসের চোখ আনন্দে জ্ব'লে ওঠে, "তাহ'লে হয়ত য়ুগা বেঁচে যাবে।"

নোরা কাউণ্টেসের প্রতি তীব্র কটাক্ষ ক'রেই তাকায় দিদির দিকে ·· সে মুখ একটু আড় ক'রে বসে।

কাউণ্টেসের দৃষ্টি পড়ে সেদিকে : "ক্ষমা করবেন প্রফেসর !"

—"সে কি কথা কাউণ্টেস ? কেবল—" প্রফেসরের কণ্ঠস্বর ঈষৎ কেঁপে ওঠে।

—"কেবল—?"

—"এই, জিজ্ঞাসা করছিলাম, কোপেনহেগেন থেকে এয়ারোপ্লেন পাওয়া যাবে তো ঠিক ?"

কাউণ্টেসের কণ্ঠে উৎসাহ ওঠে জেগে : "সে ভার আমার, কোপেন-হেগেনে আমার এক ব্যারনেস মাসি আছেন তাঁর দু দুটো এয়ারোপ্লেন আছে, একটা পারই পাব।"

—"তবে আর ভয় কি ?" প্রফেসর বলেন ধরা-গলায়।

হেলেনা উঠে দাঁড়ায় গিয়ে কেবিনের জানলার কাছে। সবাই তার দিকে একটু চেয়ে থেকেই কাউণ্টেসের দিকে তাকায়।

—"কী একটা কাগজ প'ড়ে গেল আপনার হাত থেকে কাউণ্টেস।" মলয় তুলে দেয়।

—"ও—দেখাতেই এনেছিলাম আপনাদের।"

—"কী ?"

—"আর একটা টেলিগ্রাম—য়ুমার।"

মলয় চম্‌কে ওঠে : "য়ুমার ?"

—"হ্যাঁ—হের্‌ ম্যাকার্থি আত্মহত্যা করেছেন—হাজতে।"

* * * *

হেলেনা মলয়ের দিকে চায়—মলয় ওর দৃষ্টি এড়িয়ে তাকায় সাম্‌নের দিকে

দিগন্তবিতত নীল জল…

ঢেউ…ঢেউ…ঢেউ…

যদিও খানিক আগের যে-বাতাসে ঢেউ উঠেছিল সে প'ড়ে গেছে·

তবু ঢেউ চলেছে…

সমাপ্ত